মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী '৯৯

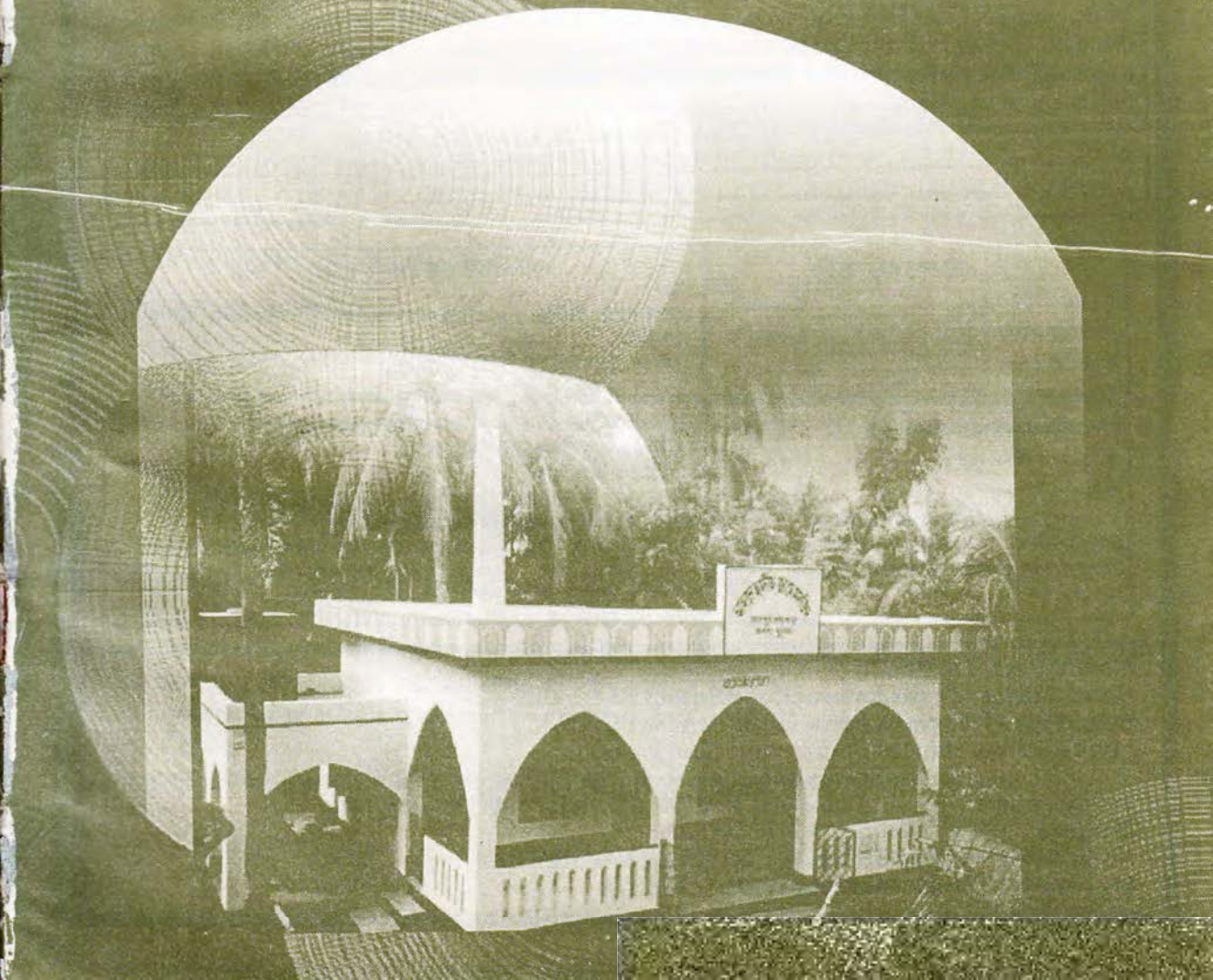

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية دينية

جلد:٢ عدد:٥، شوّال ١٤١٩هـ /فبراير ١٩٩٩م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে চাঁদপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রূপসা, খুলনা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

* স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=	১১০/=
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Tk: 110/00 & Regd. Post: Tk. 155/00.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা
শাওয়াল ১৪১৯ হিঃ
মাঘ ১৪০৫ বাং
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৯
- প্রবন্ধ ঃ
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১৬
    -অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী
  - রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ ১৮
    - মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন ২৪
    - ভাষান্তরঃ আব্দুর রাযযাক
  - ধূমপান এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ২৭
    - আব্দুল আউয়াল
  - হে সালাফীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও অপেক্ষা কর!! ৩১
    -ভাষান্তরঃ মুহাম্মাদ ফযলুল করীম
- মনীষী চরিত
  মাওলানা আহমাদ আলী ৩৩
  - আব্দুল লতীফ
- চিকিৎসা জগৎ
  আমাশাঃ কারণ ও প্রতিকার ৩৫
  -ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন
- কবিতা ৩৬
  জাগো মুসলিম তরুণ!
  আমি কি পারবো তা লিখতে?
  তত্ত্বের ইতিকথা
  গাহি তারই গান
  মুক্তি
  ঈমানী জোশ
- সোনামণিদের পাতা ৩৮
- স্বদেশ-বিদেশ ৪১
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

পতিতাবৃত্তি বন্ধ করুন!

নির্যাতিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুতে ফেলার মত জাহেলী প্রথার মুলোৎপাটন করেছে ইসলাম। ইসলামই দিয়েছে তাদের উত্তরাধিকারের সুমহান মর্যাদা। দিয়েছে মাতৃত্বের চির গৌরব। অথচ সে নারী আজ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। পরিণত হয়েছে পণ্য সামগ্রীতে। আবার এক শ্রেণীর নারীরা প্রগতিপনার দোহাই দিয়ে নিজেরাই অশালীনতায় মত্ত রয়েছেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন অন্য যেকোন সময়ের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। পত্রিকার পাতা উল্টাতেই অসংখ্য চিত্র ভেসে উঠে। প্রতিনিয়ত বিদেশে পাচার হচ্ছে অসংখ্য নারী ও শিশু। চাকুরীর লোভ দেখিয়ে ঘর থেকে বের করা হয় এসব নারীদের। কেউবা আবার দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে স্বেচ্ছায়ই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে কাজের সন্ধানে। অথচ এক শ্রেণীর প্রতারকের খপ্পরে পড়ে পাচার হয়ে জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, সুখ-শান্তি নিমিষেই ম্লান হয়ে যায় তাদের। অবশেষে ঠাঁই হয় দেশ বা বিদেশের কোন পতিতালয়ে। নিজেদের পরিচয় ঘটে পতিতা হিসাবে। আবার অনেকে দাম্পত্য জীবনের সোনালী অধ্যায় থেকে আকস্মাৎ ছিঁটকে পড়ে হতাশার রেশ ধরে বাকী জীবনের জন্য বেছে নেয় এ পথকে। কেউবা আবার দারিদ্র্যের কষাঘাতে হোঁচট খেয়ে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হয় এ পেশায়। সরকার অনুমোদিত এ পেশাটি এখন প্রধান শহর গুলোতে জমজমাট রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক শ্রেণীর পাচারকারী অধিক মুনাফার লক্ষ্যে কিশোরীদেরও বাধ্য করছে এ পেশায়। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সরকারী হিসাব অনুযায়ী দেশের ১৮টি অনুমোদিত পতিতালয়ে বর্তমানে ৮০ হাযারের অধিক শিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। যাদের বয়স ১১ থেকে ১৪ বছর। অবশ্য বেসরকারী সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পাঁচ লাখ। অন্য এক জরীপে প্রকাশ, বাংলাদেশ থেকে প্রতিমাসে বিদেশে পাচার হয় ৫০০ নারী। বিশ্বের বিভিন্ন পতিতালয়ে ঠাঁই হয় এদের অধিকাংশের। দুর্বিসহ এ জীবন থেকে উদ্ধার পেয়ে আর কখনো স্বদেশের মাটিতে পা রাখার সৌভাগ্য হয় না তাদের। এভাবেই জীবন প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে যায় এক দিন। রিপোর্টে প্রকাশ, খোদ পাকিস্তানেই গত ১০ বছরে পাচার হয়েছে প্রায় দু'লাখ নারী।

যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার প্রত্যয় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে 'কোয়ালিশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং ইন উইমেন' (সিএটিডব্লিউ) বাংলাদেশ -এর উদ্যোগে ঢাকার হোটেল শেরাটনে গত ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারী যৌন নিপীড়ন বিরোধী বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের ৫৬ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বক্তাগণ পতিতাবৃত্তি সিদ্ধকরণকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করে পতিতাবৃত্তি বন্ধের দাবী জানান। তারা সুইডেন ও ভেনেজুয়েলার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'দেশ দু'টি রাষ্ট্রীয়ভাবে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছে এবং এর জন্য শাস্তি ও জরিমানাও নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। কাজেই সুইডেন ও ভেনেজুয়েলার নিকট থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের এ দাবী ও বক্তব্যকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং অবিলম্বে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা ও বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে তা কার্যকর করার জোর দাবী জানাই। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে শেরাটন ছেড়ে নিষিদ্ধ পল্লীতে সিএটিডব্লিউ প্রবেশ করবে- এ প্রত্যাশা আমাদের।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। আড়াই বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধাও এ দেশে নিরাপদ নয়। খুন-খারাবী-সন্ত্রাস মামুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মানুষের মাথা কেটে জনসমক্ষে ফুটবল খেলার মত লোমহর্ষক ঘটনাও ঘটলো কিছুদিন আগে কুমিল্লায়। মুসলিম দেশের মুসলিম শাসকগণ পতিতাবৃত্তির মত একটি ঘৃণ্য ও জঘণ্য প্রথাকেও রাষ্ট্রীয় ভাবে অনুমোদন দিয়েছেন। ডিস এন্টিনার অনুমোদনের মাধ্যমে যুব চরিত্র ধ্বংসের সুযোগ করে দিয়েছেন। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, দেয়ালে দেয়ালে অশ্লীল পোষ্টারিং ও প্রেক্ষাগৃহে নীল ছবি প্রদর্শন ইত্যাদি চরিত্র বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধেও সরকারের কোন ভূমিকা নেই। নেই সামাজিক তাগিদও। মানুষকে নিয়েই সমাজ, আর সে মানব মণ্ডলী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যদি এভাবে ধ্বংসে যায় তাহ'লে সুশীল সমাজ গড়ার আশা করা কেবল মাত্র রাজনৈতিক শ্লোগান নয় কি?

ক্রমাবনতিশীল এ সমাজকে বাঁচাতে হ'লে এবং স্বচ্ছ, সুস্থ্য ও সুশৃঙ্খল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে এসব বেহায়াপনা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। পতিতাবৃত্তি সরকারী ভাবে নিষিদ্ধ করে এসব পতিতাদের পুনর্বাসন করতে হবে এবং সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এ জন্য বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন-আমীন!!

দরসে কুরআন

ইত্তিবায়ে রাসূল

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. قُلْ أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ-

১. উচ্চারণঃ

কুল ইন্ কুনতুম তুহিব্বূনাল্লা-হা ফাত্তাবে'উনী ইয়ুহ্বিব্কুমুল্লা-হু, ওয়া ইয়াগ্ফির লাকুম যুনূবাকুম, ওয়াল্লা-হু গাফূরুর রাহীম। কুল আতী'উল্লা-হা ওয়ার রাসূলা; ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লা-হা লা ইয়ুহিব্বুল কা-ফেরীনা।

২. অনুবাদঃ

'আপনি বলুন (হে রাসূল!) যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'আপনি বলুন! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (জেনে রাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না'। -আলে ইমরান ৩১-৩২।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **কুল (قُلْ)**ঃ 'আপনি বলুন'। আদেশ সূচক এক বচনের ক্রিয়া পদ। মধ্যম পুরুষ। উচ্চারণের সময় 'বড় ক্বাফ' উচ্চারণ করতে হবে। ছোট কাফ দিয়ে সাধারণ ভাবে 'কুল' উচ্চারণ করলে অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে হবে-'আপনি খান'। অতএব পাঠক-পাঠিকাগণ সাবধান!

(২) **ইন্ কুনতুম তুহিব্বূনাল্লা-হা (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ)**ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস'। শর্তসূচক বাক্য বা جمله شرطيه। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহ'লে নিম্নের একটি মাত্র শর্ত পূরণ কর। সেটি হ'ল-

(৩) **ফাত্তাবি'উনী (فَاتَّبِعُوْنِىْ)**ঃ 'আমার অনুসরণ কর'। تَبِعَ الشيءَ تَبَعًا وتُبُوْعًا وتَبَاعًا وتَبَاعَةً اى سَارَ فِىْ أثَرِه -এর অর্থ হ'ল 'কারও পদাংক অনুসরণ করা (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)। যেমন- ঘোড়ার সামনের পায়ের চিহ্নে পিছনের পা পতিত হওয়া কিংবা ইমামের পিছে ইকতেদা করা যেখানে মুক্তাদীকে আবশ্যিকভাবে ইমামের অনুসরণ করতে হয়। কোন অবস্থায় আগে বেড়ে যাওয়া চলে না।

অতঃপর যখন মূলতঃ তিন অক্ষর বিশিষ্ট تَبِعَ (তাবে'আ) ثلاثى مجرّد ক্রিয়াটি অতিরিক্ত অক্ষর গ্রহণ করে ثلاثى مزيد فيه হয় এবং باب افتعال -এর মাছদার اِتِّبَاعٌ (ইত্তেবা) হয়, তখন উক্ত বাব -এর অন্যতম خاصه বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী تصرّف বা উদ্যমের সাথে কিছু করা অর্থ প্রদান করে। ফলে فَاتَّبِعُوْنِىْ -এর সঠিক অর্থ দাঁড়াবে 'তোমরা উদ্যমের সাথে আমার পদাংক অনুসরণ কর'। তাহ'লে তার ফলাফল কি হবে?-

(৪) ইয়ুহ্বিব্কুমুল্লা-হু (يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ)ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন'। এটি হ'ল পূর্ববর্তী শর্তসূচক বাক্যের 'জাযা' বা জওয়াব। আর সেকারণেই শর্তসূচক বাক্যের নিয়মানুযায়ী جواب شرط বা শর্তের জবাব হিসাবে শেষ অক্ষরে জযম যুক্ত ফে'ল মুযারে يُحْبِبْكُمْ হয়েছে। এর দ্বারা কেবল সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন হয়েছে, অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি। এটি হ'ল পূর্ববর্তী শর্তসূচক বাক্যের প্রথম 'জাযা' বা ফল।

(৫) ওয়া ইয়াগ্ফির লাকুম যুনূবাকুম (وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ)ঃ 'এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন'। এটি হ'ল দ্বিতীয় 'জাযা'। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু ভালবাসবেন তাই নয় বরং ভালবাসার প্রমাণ হিসাবে তোমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। কেননা বান্দার প্রতি আল্লাহ্র মহব্বতের পুরস্কার হ'ল তাকে ক্ষমা করা। এখানেও পূর্বের ন্যায় يَغْفِرُ -এর বদলে يَغْفِرْ হয়েছে শর্তের জাযা হওয়ার কারণে।

(৬) আত্বীউল্লা-হা ওয়ার রাসূলা (أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ)ঃ 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের'। أَطِيْعُوْا (আত্বী'উ) আজ্ঞা সূচক ক্রিয়া পদে বহুবচন মধ্যম পুরুষ হয়েছে। أَطَاعَ يُطِيْعُ إِطَاعَةً বাবে ইফ'আল থেকে এসেছে বলে অর্থ হয়েছে 'তোমরা আনুগত্য কর'। 'তোমরা অনুগত হও' একথা বলা হয়নি। যদিও আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতাবলে

যেকোন বান্দাকে তাঁর অনুগত হ'তে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু এখানে তাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কেবল পরীক্ষা করার জন্য। ইচ্ছা করলে সে আনুগত্য করতেও পারে, নাও পারে।

এখানে أَطِيْعُوْا ক্রিয়ার مفعول বা কর্ম হিসাবে আল্লাহ ও রাসূলকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে উম্মতে মুহাম্মাদী আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে না দেখে এবং রাসূলের আনুগত্যকে খাটো না করে। কেননা রাসূলকে আল্লাহ নিজেই বাছাই করেছেন ও বিশ্বস্ত সংবাদবাহক ও ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সেকারণ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যতীত শারঈ বিষয়ে কোন কিছু বলা বা করার এখতিয়ার রাসূলের নেই। সূরায়ে নিসা-র ৫৯ আয়াতে রাসূলের আনুগত্যকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সেখানে 'আমীরের' আনুগত্যকে একই ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, আমীরের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যের শর্তাধীন। রাসূলের হাদীছের বিরোধিতায় আমীরের আনুগত্য করতে উম্মতে মুহাম্মাদী কখনই বাধ্য নয়।

(৭) ফাইন তাওয়াল্লাও (فَإِنْ تَوَلَّوْا)ঃ 'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়'। تَوَلَّى فلانٌ مهاربًا 'অমুক ব্যক্তি পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে গেছে'। باب تفعّل থেকে বহুবচন নাম পুরুষ ফে'ল মাযী বা অতীত কালের ক্রিয়াপদ হয়েছে। এখানে অতীত কালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হ'লেও ফে'ল মুযারে বা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ হবে। কেননা বাক্যের প্রথমে إِنْ، إِذَا ইত্যাদি حرف شرط আসলে তার ক্রিয়াপদ ফে'ল মাযী হ'লেও মুযারে'-র অর্থ প্রদান করে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে'। উক্ত আয়াতে جَاءَ ফে'ল মাযী হ'লেও প্রথমে হরফে শর্ত إِذَا আসার কারণে ফে'ল মুযারে'-র অর্থ হয়েছে। এখানেও অনুরূপ অর্থ হবে। অর্থাৎ যদি তারা ভবিষ্যতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শর্তসূচক বাক্যের প্রথমাংশ।

(৮) ফাইন্নাল্লা-হা (فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ)ঃ 'তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না'। বাক্যটি جملة إسميه এবং এটি পূর্ববর্তী শর্তসূচক বাক্যের 'জাযা' হয়েছে। শর্তসূচক বাক্যের 'জাযা' ফে'ল মাযী বা ফে'ল মুযারে' ব্যতীত অন্যকিছু হ'লে তার পূর্বে সর্বদা فاء যুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমান বাক্যে 'জাযা' ফে'ল মাযী বা মুযারে' নয় বরং جملة إسميه বা বিশেষ্যবাচক বাক্য হয়েছে। সেকারণ শর্তের জবাবের শুরুতে পুনরায় فاء যুক্ত হয়েছে।

৪. শানে নুযূলঃ

হাসান বাছারী ও ইবনু জুরায়েজ বলেন, আহলে কিতাব ইহুদী বা নাছারাদের কোন কোন দল দাবী করত যে, 'আমরাই আমাদের প্রভুকে ভালবেসে থাকি'। অনুরূপভাবে কিছু মুসলমানও বলত যে, হে রাসূল! আল্লাহ্র কসম আমরা আমাদের প্রভুকে ভালবাসি (والله إنا لنحبُّ ربنا)। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় (কুরতুবী)। ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ) বলেন যে, আয়াতটি ইহুদী-নাছারাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। যারা বলত যে, نحن أبناء الله و أحباءه 'আমরা আল্লাহ্র বেটা ও তাঁর সত্যিকারের প্রেমিক' (ঐ, তাফসীর বাগাভী)। এই আয়াত নাযিলের পরে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার সাথীদের বলেন যে, মুহাম্মাদ তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ্র আনুগত্যের সমতুল্য গণ্য করেছেন এবং আমাদেরকেও তাকে ভালবাসার নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন নাছারাগণ ঈসা ইবনে মারিয়ামকে ভালবেসে থাকে। তখন পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ 'যদি তারা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না (তাফসীর বাগাভী)।

৫. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর আল-কুরায়শী আদ-দিমাশ্ক্বী (৭০১-৭৪ হিঃ) বলেন যে, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله و ليس هو على الطريقة المحمدية 'অত্র আয়াতটি ঐ সকল ব্যক্তির উপরে ফায়ছালাকারী, যারা আল্লাহ্র ভালবাসার দাবী করে, অথচ মুহাম্মাদী তরীকার উপরে নেই। ঐ ব্যক্তি তার দাবীতে নিরেট মিথ্যাবাদী, যতক্ষণ না সে তার কথায় ও কর্মে মুহাম্মাদী শরীয়তের আনুগত্য করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد- متفق عليه 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যেখানে আমার নির্দেশ নেই, সেটি প্রত্যাখ্যাত' (ঐ, তাফসীর)।[১]

পরপর দু'টি শর্তসূচক বাক্যের মাধ্যমে এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আখেরী নবীর আনীত সর্বশেষ এলাহী শরীয়তের বহির্ভূত কারু কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে গ্রহণীয় নয়। চাই সে কাজ ধর্মীয় হৌক বা বৈষয়িক হৌক। কেননা ইসলামী শরীয়ত সকল মানুষের জন্য এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য।

১. মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।

নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা একটি এলাকার জন্য নয়। আখেরী নবী কোন একটি গোষ্ঠী বা এলাকার নবী নন, তিনি হ'লেন বিশ্বনবী أُرْسِلْتُ إِلَى الخلق كافة 'আমি সমস্ত মাখলূকাতের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২] তাই আখেরী নবীর শুভাগমনের পরে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। ঐসব শরীয়তের হুকুম রহিত হয়ে এখন মুহাম্মাদী শরীয়তের হুকুম সারা পৃথিবীতে বলবৎ হবে- এটাই আল্লাহ্র দাবী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو كان موسى حيا ما وَسْعَه الا اتباعى 'যদি আজকের দিনে মূসা (আঃ) বেঁচে থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর কোন উপায় ছিলনা'।[৩] আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (১৩০৭-৮৬ হিঃ) বলেন, هذه الآية هى الميزان التى يعرف بها من احب الله حقيقة و من ادعى ذلك دعوًى مجردةً 'এ আয়াতটি হ'ল মানদণ্ড। এর দ্বারা জানা যাবে কে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্কে ভালবাসেন এবং কে উক্ত ভালবাসার কেবলমাত্র দাবী করেন। কেননা আল্লাহ্কে ভালবাসার নিদর্শন হ'ল রাসূলের অনুসরণ করা এবং যার সার্বিক অনুসরণকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁকে ভালবাসার তরীকা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব আল্লাহ্র ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও ছওয়াব কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় রাসূলের আনীত কিতাব ও সুন্নাতের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ, তার আদেশ সমূহ প্রতিপালন ও নিষেধ সমূহ বর্জন ব্যতীত। যে ব্যক্তি সেটা করবে, আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন, তাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন, তার গোনাহ সমূহ মার্জনা করবেন ও দোষ সমূহ ঢেকে দিবেন। আর যদি তা না করা হয়, তবে আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না। অর্থাৎ রাসূলের আদেশ-নিষেধের অবাধ্যতা কুফরীর শামিল' (ঐ, তাফসীর 'তায়সীরুল কারীম')।

ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হিঃ) বলেন, الميزان الاكبر هو النبى صلى الله عليه وسلم تعرض الاشياء كلها عليه فما وافقه فهو حق و ما خالفه فهو باطل- 'সর্ব প্রধান মানদণ্ড হ'লেন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)। সকল বিষয় তাঁর (হাদীছের) নিকটে পেশ করতে হবে। যা তার অনুকূলে হবে, তা-ই কেবল 'হক' হবে। আর যা তার বিপরীত হবে, তা 'বাতিল' বলে গণ্য হবে'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الاَّ مَنْ أَبَى قالوا: يا رسول الله وَ مَنْ يَأْبَى؟ قال: مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى "আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা ব্যতীত যারা অসম্মত। তাঁরা বললেন, হে রাসূল! অসম্মত কারা? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্যতা করল, তারাই (জান্নাতে যেতে) অসম্মত'।[৪]

রাসূলের প্রতি ইত্তেবা কখনোই পূর্ণাংগ হবে না, যতক্ষণ না তাঁর প্রতি ভালবাসা পূর্ণাংগ হবে। রাসূলের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটি কলেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ এবং মুমিনের ঈমানের সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ رواه البخارى عن أنس 'তোমাদের মধ্যে কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চাইতে অধিকতর প্রিয় হব'।[৫] আব্দুল্লাহ বিন হেশাম (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ওমর ফারূক (রাঃ) এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, لأنت يا رسول الله احب الىّ من كل شئ الا من نفسى فقال: لا والذى نفسى بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر: فانك الآن والله احب الىّ من نفسى فقال: الآن يا عمر-

'আপনি অবশ্যই আমার নিকটে সবকিছুর চাইতে প্রিয় কিন্তু আমার নিজের জীবন ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি যে, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকটে তোমার জীবনের চাইতে প্রিয় হব। ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই এখন আপনি আমার নিকটে আমার জীবনের চাইতে প্রিয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখন ঠিক হ'ল হে ওমর![৬] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্বের আক্বীদার মধ্যে এই মহব্বত সীমাবদ্ধ নয়। কেননা উক্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস ওমর (রাঃ)-এর মধ্যেও ছিল। বরং উক্ত ভালবাসার নিদর্শন হ'ল, নিজের ব্যক্তি স্বার্থ নষ্ট করে হ'লেও রাসূলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাঁর সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা, তাঁর আনীত শরীয়তের পক্ষে কাজ করা ও বিরোধীদের মোকাবিলা করা, 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' -এর নীতি সমুন্নত রাখা ইত্যাদি।[৭] অন্য হাদীছে

২. মুসলিম, মিশকাত 'শেষ নবীর ফাযায়েল' অধ্যায়, হা/৫৭৪৮।
৩. আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৭।
৪. বুখারী (ফৎহ সহ) হা/৭২৮০ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪৩।
৫. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭।
৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ 'কসম ও মানত' অধ্যায়।
৭. ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ দার আর-রাইয়ান লিত্তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) 'ঈমান' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৫-৭৬।

রাসূলের আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে সরাসরি আল্লাহ্র আনুগত্য ও অবাধ্যতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে বলা হচ্ছে- فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله و من عصى محمدا صلى الله عليه و سلم فقد عصى الله و محمدٌ فَرَقٌ بين الناس –

'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মধ্যে (মুমিন ও কাফিরের) পার্থক্যকারী।[৮]

নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসার পরিচয় মিলবে সর্বদা সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ মেনে চলার মধ্যে, তাঁর আনুগত্যের প্রতি দ্রুততা প্রদর্শনের মধ্যে, সকলের কথার উপরে তাঁর কথাকে অগ্রাধিকার দানের মধ্যে, তাঁর হাদীছের পঠন-পাঠন ও আলোচনার মধ্যে, তাঁর আনীত অহি-র বিধানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে, গভীর চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে বরণীয় ও অনুসরণীয় করে তোলার মধ্যে এবং তাঁর প্রতি সর্বদা মহব্বতের সাথে দরূদ ও সালাম প্রেরণের মধ্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে রাসূলের ইত্তেবা কেবল মৌখিক দাবীতে পর্যবসিত হয়েছে। কলেমার দাওয়াত, কলেমার যিকর, নারায়ে রিসালাত, ইয়া আল্লাহ ইয়া মুহাম্মাদ খচিত টুপী ও শো-বক্স, মীলাদ-ক্বিয়াম, মীলাদের মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূলের প্রতি ভালবাসার প্রদর্শনী ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আমাদের অন্তর জগতে রাসূলের জন্য ভালবাসার ঘট ক্রমেই শূন্য হ'তে চলেছে। জীবিত বা মৃত পীরের দরগাহে কিংবা বিগত কোন মুজতাহিদ ইমামের প্রতি ভক্তির অর্ঘ নিবেদন শেষে মদীনায় পৌঁছতে পৌঁছতে এক সময় মহব্বতের পেয়ালা শুষ্ক হয়ে ওঠে। এদেশে রাসূলের ইত্তেবা অতটুকুই টিকে আছে, যতটুকুর জন্য এদেশের সমাজ ও সরকার অনুমতি দিয়ে থাকে। নিম্নে আমরা ইত্তেবা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ সমূহ উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইত্তেবা বিঘ্নিত হওয়ার প্রধান কারণ সমূহঃ

১. তাকলীদঃ

'তাকলীদ' (التقليد) আরবী শব্দ। যা 'ক্বালাদাহ' (قَلَادَةٌ) শব্দ হ'তে باب تفعيل -এর মাছদার হয়েছে। 'ক্বালাদাহ' অর্থ গলাবন্ধ। অতঃপর বাবে তাফ'ঈল-এর مبالغة বা আধিক্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'তাক্বলীদ' অর্থ হ'ল অধিকভাবে গলায় রশি ধারণ করা। 'ক্বাল্লাদাল বাঈরা'- 'সে উটের গলায় রশি বেঁধেছে'। সেখান থেকে اسم فاعل বা কর্তৃকারকে 'মুক্বাল্লিদ' অর্থ অধিকহারে গলায় রশি ধারণকারী। পারিভাষিক অর্থে 'রাসূল ব্যতীত অন্য কারু দেওয়া শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে কবুল করাকে 'তাক্বলীদ' বা 'তাকলীদে শাখছী' বলা হয়। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' (الاتباع) বলা হয়। সংক্ষেপে ইত্তেবা ও তাক্বলীদ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হ'ল- الاتباع هو قبول قول الغير مع دليل والتقليد هو قبول قول الغير بغير دليل 'ইত্তেবা' হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্ত দলীল সহকারে গ্রহণ করা এবং 'তাকলীদ' হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা'।

ইসলামী শরীয়ত মুসলিম উম্মাহ্কে ইত্তেবায়ে রাসূলের নির্দেশ দিয়েছে, তাক্বলীদে শাখ্ছীর নয়। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধে নয় এবং কেউ ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখেন না, তাই মানব রচিত কোন মতবাদ, তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হৌক না কেন, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। এজন্যই রাসূলের 'ইত্তেবা' মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং অন্যের 'তাক্বলীদ' সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।*

তাক্বলীদ একটি বহু প্রাচীন জাহেলী প্রথা। বিগত উম্মত গুলির অধঃপতনের মূলে 'তাক্বলীদ' সর্বাধিক ক্রিয়াশীল উপাদান ছিল। তারা তাদের নবীদের গত হওয়ার পরে উম্মতের বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের 'তাক্বলীদ' বা অন্ধ অনুসরণ করে এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদেরকে রব -এর আসনে বসিয়ে দেয় (তাওবাহ ৩১)।

তাদেরকে আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি-র বিধান অনুসরণের আহবান জানানো হ'লে তারা বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের দোহাই দিয়ে তা এড়িয়ে যেত (বাক্বারাহ ১৭০; যুমার ৩, যুখরুফ ২২-২৩, নূহ ২৩ ইত্যাদি)। এই সুযোগে তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করত। ধর্মের নামে তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে মানুষের উপরে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা কায়েম করত। এইভাবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ নেতারা এক একজন রব-এর আসন দখল করে জনগণকে ইচ্ছামত শোষণ ও বঞ্চনা

৮. বুখারী 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অধ্যায় হা/৭২৮১; মিশকাত, ঐ, হা/১৪৪।

* দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জনৈক খ্যাতনামা শায়খুল হাদীছের পরিচালিত মাসিক পত্রিকা 'তাক্বলীদ' ও 'ইত্তেবা'-কে একাকার করে ইসলামের সর্বত্র কেবল তাক্বলীদ আর তাক্বলীদ দেখতে পান ও তাক্বলীদ ছাড়া চলার উপায় নেই বলে মন্তব্য করেন। কথায় বলে জণ্ডিসের রোগী সবকিছুকে হলুদ দেখে। -লেখক।

করত। জনগণের নাম করে জনগণের উপরে আল্লাহ্র স্থলে নিজেদের তৈরী আইন চাপিয়ে দিয়ে সমাজের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাক্বলীদী জাহেলিয়াতে অভিশপ্ত (ইহুদী) ও পথভ্রষ্ট (নাছারা) বিগত উম্মতগুলির বিপরীতে শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী ও বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহি-ভিত্তিক ইসলামী সমাজ কায়েম করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে খিলাফতে রাশেদাহ্-র স্বর্ণযুগে তা আরও ব্যাপকভাবে ইসলামী বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ছাহাবা ও তাবেঈ যুগের পরে রাসূলের ভাষায় নিন্দিত যুগে প্রচলিত তাক্বলীদী মাযহাব সমূহের আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তীতে এগুলিকেই রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের উপরে বাধ্যতামূলক করা হয়। তাক্বলীদের ফলে মাযহাবী দলাদলির পরিণতিতে ৬৫৬ হিঃ/১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে ইসলামী খেলাফত ধ্বংস হয় এবং ৬৬৫/১২৬৭ খৃঃ থেকে চার মাযহাব বহির্ভূত কোন বিষয় ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়'।[৮] অতঃপর ৮০১ হিজরী সনে মাযহাবী আলেম ও জনগণকে খুশী করার জন্য পবিত্র কা'বা গৃহের চার পাশে চার মাযহাবের লোকদের জন্য চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়, যা ১৩৪৩ হিজরীতে বাদশাহ আব্দুল আযীয কর্তৃক উৎখাত হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ ৫৪২ বছর পরে কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী (বাক্বারাহ ১২৫) পুনরায় ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে ঐক্যবদ্ধভাবে অন্ততঃ ছালাত আদায়ের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غيرُ مُجْمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه 'জেনে রেখ যে, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'।[৯] পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদে এই ফেকহী ঝগড়া ও তাক্বলীদী তথা মাযহাবী গোঁড়ামী প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে লোকেরা ভুল হৌক শুদ্ধ হৌক যেকোন একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত হয়।[১০] বলা বাহুল্য রাজনৈতিক দলীয়করণের ন্যায় মাযহাবী দলীয়করণ পূর্বের ন্যায় আজও অব্যাহত রয়েছে। তাক্বলীদের বদলে ইত্তেবায়ে রাসূলের প্রেরণা সৃষ্টিই এর একমাত্র সমাধান। তাক্বলীদের আবশ্যিক পরিণতি হিসাবে মাযহাব ও তরীকার নামে মুসলিম উম্মাহ আজ অসংখ্য দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষে জরাজীর্ণ হয়েছে। বিশ্বব্যাংক, আই,এম,এফ প্রভৃতি ইহুদী-খৃষ্টান সংস্থার দেওয়া খুঁদ-কুড়ো খেয়ে তারা কোন মতে জীবন্মৃতের মত ভূপৃষ্ঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ৮৯।
৯. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ ১৩৫৫/১৯৩৬) ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫২ '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' অধ্যায়।*
১০. ঐ, পৃঃ ১৫৪।

২. দলীল ছাড়াই ফৎওয়া প্রদানঃ

মাযহাব পন্থী আলেমগণ প্রশ্নকারীকে সাধারণতঃ স্ব স্ব মাযহাবী কিফ্হ বা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল 'রায়' অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে থাকেন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ঐসব ফেক্হী সিদ্ধান্তের বহু বিষয় ছহীহ হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এমতাবস্থায় আমরা তাকলীদের নিয়ম অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ -এর দলীল পরিত্যাগ করে ফেক্হী সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেই। বরং ফিক্হের ফৎওয়ার উপরে অনুমান করে পুনরায় ফৎওয়া দেই। ফলে বর্তমানে মাযহাবী ফৎওয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছে 'এক অনুমানের উপরে আরেক অনুমান। এক ক্বিয়াসের উপরে আরেক ক্বিয়াস'।

এইসব বাতিল রায় ও ক্বিয়াস কেবল ব্যবহারিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং ফিক্হের সীমানা পেরিয়ে তা বাত্বেনী ইলমের মুখোশে মারেফত, তরীকত ও হাকীকত -এর নামে মুমিনের আক্বীদা-বিশ্বাস ও গায়েবী বিষয়াবলীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে সেখানেও ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে ও ছাহাবায়ে কেরামের দেওয়া ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচারিত বিভিন্ন ইসলামপন্থী মাসিক, দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িকীর প্রশ্নোত্তর বিভাগের দিকে নযর বুলালে এসবের বিস্তর প্রমাণ মিলবে।

অথচ ইসলামের সহজ-সরল বিধান হ'ল এই যে, আলেম হউন বা জাহেল হউন যার যা জানা নেই, তিনি সেটা ইসলামী বিষয়ে পারদর্শী যেকোন বিদ্বানের নিকট থেকে ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জেনে নিবেন (নাহ্ল ৪৩)। উক্ত আলেম তাকে ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল জানিয়ে দিবেন। প্রশ্নকারী উক্ত ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবেন। জওয়াব দানকারী আলেম ইজতিহাদের ভিত্তিতে জওয়াব দিলে সেটাও বলে দেবেন যে, এটা আমার রায়। এতে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। প্রশ্নকারী এর পরেও সেটা যাচাই করবেন এবং তার চেয়ে ছহীহ কোন দলীল পেলে তিনি সেটার অনুসরণ করবেন। কোন নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করবেন না। সে সময় তার প্রধান লক্ষ্য থাকবে ছহীহ দলীল তালাশ করা ও তার অনুসরণ করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল ও জান্নাত লাভ করা। এটাই হ'ল ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মূল কথা।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এর দ্বারাই কেবল বিভিন্ন দল ও মতের লোককে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব এবং ঐ সব লোকদের মুখে লাগাম পরানো সম্ভব, যারা হর-হামেশা বিনা দলীলে ফৎওয়া দিতে অভ্যস্ত। কেননা তখন তারা জানবেন যে, জনগণ ছহীহ দলীল ছাড়া কিছুই গ্রহণ করবে না। এর ফলে মাযহাবী ফিক্হের পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহ গুরুত্ব লাভ করবে এবং ক্রমাগত হাদীছ চর্চার ফলে উম্মতের মধ্যে অহি-ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নব জীবনের সূচনা হবে।

৩. কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা ও গবেষণার পথ রুদ্ধ হওয়াঃ

বর্তমানে দেশে বস্তুবাদী ও ধর্মীয় দু'ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। ফলে দু'ধরণের চিন্তাধারার লোক তৈরী হচ্ছে। একটি স্বাধীন দেশের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটি ভুল পদক্ষেপ। উচিৎ ছিল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ও সেইভাবে একমুখী শিক্ষিত নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা। সাধারণ শিক্ষা সিলেবাসে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নামকাওয়াস্তে ইসলামী শিক্ষার একটি বিষয় রাখা হয়েছে। অন্যদিকে মাদরাসা গুলিকে সাধারণ শিক্ষার সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে সেগুলির অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা'। এরপরেও ইসলামী শিক্ষার নামে সেখানে একটি নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্হ পড়ানো হয়। তাফসীর ও হাদীছ একই দৃষ্টিকোন থেকে পড়ানো হয়। বরং এটাই বাস্তব কথা যে, হাদীছ পড়ানো হয় 'তাবার্রুকান' অর্থাৎ বরকত হাছিলের জন্য। আর আমলের জন্য পড়ানো হয় নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্হ। ফলে ছাত্ররা কুরআন-সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ জ্ঞান হাছিলে ব্যর্থ হয়। কুরআন ও সুন্নাহ্কে প্রথমে অনুসরণীয় ইমাম ও ফক্বীহদের কথার সম্মুখে পেশ করা হয়। অতঃপর মিল হ'লে ভাল, নইলে বিভিন্নরূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যা ও তাবীল করে কিংবা কোন পথ না পেলে অবশেষে জলজ্যান্ত ছহীহ হাদীছকে 'মনসূখ' বা হুকুম রহিত ঘোষণা করতেও দলীয় সংকীর্ণতাদুষ্ট আলেমগণ কুণ্ঠাবোধ করেন না। ভাবখানা এই যে, মানুষের 'রায়' হ'ল মূল দলীল, কুরআন ও সুন্নাহ নয়। ওটা কেবল ভোট চাওয়ার হাতিয়ার হিসাবে শ্লোগানের বিষয়বস্তু মাত্র।

দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদের সিংহভাগ ব্যয় হচ্ছে কুরআন-হাদীছ বিরোধী প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা, বস্তুবাদী শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। অথচ কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণার জন্য যথার্থ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করার কোন সক্রিয় উদ্যোগ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের বাজেটে পরিদৃষ্ট হয় না। ফলে দেশের মানুষ ইত্তেবায়ে রাসূলের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন হ'তে মাহরূম হচ্ছে।

৪. জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্র হ'তে শরীয়ত অনুযায়ী আমলকে বিদায় দেওয়াঃ

ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ-তালাক, জানাযা, মসজিদ, মাদরাসা প্রভৃতি সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্র হ'তে ইসলামী শরীয়তকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইহুদী-খৃষ্টানদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক জগতে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দেশের আদালত সমূহ খৃষ্টানদের রচিত রোমান তথা বৃটিশ ল' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। তাদের রচিত আইন অনুযায়ী মুসলিম নাগরিকদের জেল-হাজত ও ফাঁসি হচ্ছে। আল্লাহ্র আইনের বদলে ত্বাগূতী আইন চলছে। বিচারের নামে অবিচার চলছে। দেশ দিন দিন অনাচার ও অনৈতিকতায় ভেসে যাচ্ছে। মুসলিম শাসক ও বিচারকদের হাতেই ইসলামী নৈতিকতার কবর রচিত হচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ইসলামকে নিয়ে এসেছিলেন بيضاء نقية বা 'উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ' জীবনাদর্শ হিসাবে[১১] মানবজাতির মুক্তি সনদ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে (বাক্বারাহ ১৮৫)। হতভাগা আমরাই যারা পেয়ে হারিয়েছি। হাতে টর্চ লাইট থাকতেও তার ব্যবহার শিখিনি। জীবনের চলার পথে তাকে কাজে লাগাইনি। রাসূল (ছাঃ)-কে 'মীলাদ' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে ঘর থেকে বিদায় করেছি। কুরআনকে মৃত লাশের পরকালীন মুক্তির অসীলা ধারণা করে কুলখানি ও কুরআনখানীর বিদ'আতী অনুষ্ঠানে বন্দী করেছি। তাকে কখনো জাতীয় সংসদে নিয়ে যাইনি। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কুরআন-হাদীছের সুদূর প্রসারী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক বিধান সমূহের উপরে উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়নি। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশের প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে কুরআন পাঠের পরপরই গীতা ও ত্রিপিটক পাঠের মাধ্যমে কুরআনকে মানব রচিত ভুল-শুদ্ধ মিশ্রিত সাধারণ ধর্মগ্রন্থের সারিতে নামিয়ে আনা হচ্ছে। অতঃপর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় হ'তেও ইসলামকে বিদায় করার সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। টিভি ও ভিসিআরের নীল দংশনে ঘরের মধ্যে জাহান্নাম সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের শো-কেসগুলি খেলনার ছলে মূর্তি ও পুতুল দিয়ে ভরে ফেলেছি। গাড়িতে ও মসজিদে, বাড়ীর দরজায় এমনকি ছালাতের সময় টুপীগুলিতে 'আল্লাহ ও মুহাম্মাদ' -কে পাশাপাশি রেখে খালেক ও মাখলূককে এক করে দেখানো হচ্ছে। এভাবে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার পার্থক্য ঘুঁচিয়ে দিয়ে হিন্দুদের 'নররূপী নারায়ণ' তথা অদ্বৈতবাদী শেরেকী আক্বীদা অতি সুকৌশলে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে রাসূল (ছাঃ) এখন কেবল ভক্তির পাত্র, অনুসরণের পাত্র নন। এমতাবস্থায় ইত্তেবায়ে রাসূল তথা কলেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয়াংশের বাস্তবায়ন সুদূর পরাহত হয়ে রয়েছে।

উপরোক্ত বাধা সমূহ দূর না হওয়া পর্যন্ত ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ) নিরংকুশ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য চাই সত্যিকারের নবীভক্ত সুশিক্ষিত ও সচেতন মুমিনদের একটি ঐক্যবদ্ধ জামা'আত। যারা ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সফল নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে স্ব-মহিমায় সমাসীন করবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেদিনই কেবল ইত্তেবায়ে রাসূল বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ॥

১১. আহমাদ, বায়হাক্বী দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭।

দরসে হাদীছ

শৃংখলে বন্দী হাদীছ শাস্ত্র

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن المقدام بن معدى كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا إنى أوتيتُ القرآنَ و مثله معه، ألا يُوْشكُ رجلٌ شَبعانُ على أريكته يقولُ: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتُمْ فيه من حلالٍ فأحلُّوه و ما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه، و إنَّ ما حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه و سلم كما حَرَّمَ اللهُ....-

অনুবাদঃ

হযরত মিক্বদাম বিন মা'দী কারিব☆ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জেনে রাখ যে, আমি প্রাপ্ত হয়েছি কুরআন ও তার সাথে তারই মত আরেকটি বস্তু। সাবধান! সত্বর তোমাদের নিকটে খাট-পালংকে শুয়ে থাকা বিলাসী কিছু লোকের আবির্ভাব হবে। যারা বলবে, তোমাদের জন্য এই কুরআনই যথেষ্ট। এর মধ্যে তোমরা যেগুলিকে হালাল পাও তাকে হালাল জানো এবং যেগুলিকে হারাম পাও, সেগুলিকে হারাম জানো। তবে মনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেন, তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার ন্যায়'।[১]

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

১. **আলা (أَلا)**ঃ 'সাবধান!' (।) হরফে তাম্বীহ حرف تنبيه। কাউকে হুঁশিয়ার করার জন্য ও নিজের কথার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য أَلا، أَمَا، هَا ইত্যাদি হরফে তাম্বীহ ব্যবহার করা হয়। এগুলি حروف غير عامله -এর অন্তর্ভুক্ত, যা বাক্যের উপরে কোন عمل বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

২. **ইন্নী উতীতুল কুরআ-না (إِنِّى أُوْتِيْتُ القرآنَ)**ঃ 'নিশ্চয়ই আমি প্রাপ্ত হয়েছি কুরআন'। اوتيتُ اى اتانىَ اللهُ আমি প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে প্রদান করেছেন (মিরক্বাত)।

৩. **ওয়া মিছলাহু মা'আহু (و مثله معه)**ঃ 'এবং তার সাথে তার মত আরেকটি বস্তু'। অর্থাৎ আমি কুরআনের সাথে তদনুরূপ আরেকটি বস্তু প্রাপ্ত হয়েছি। ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) বলেন, এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। (ক) প্রকাশ্য অহিয়ে মাতলু তথা কুরআনের ন্যায় অহিয়ে বাতেন গায়ের মাতলু অর্থাৎ হাদীছ প্রাপ্ত হয়েছেন। অথবা (খ) তিনি যেরূপ অহি-র মাধ্যমে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তেমনি অহি-র মাধ্যমে তার 'বায়ান' বা ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে তিনি সে মোতাবেক কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন। সাধারণ হুকুমকে নির্দিষ্ট করা, সেখানে কিছু কম করা, বেশী করা ইত্যাদি সর্ববিধ ব্যাখ্যা দান করেন। যার উপরে আমল করা উম্মতের জন্য কুরআনের ন্যায় ওয়াজিব (মির'আত, মিরক্বাত)।

৪. **আলা ইয়ুশিকু রাজুলুন শাব'আ-নু (أَلا يُوْشكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ)**ঃ 'সাবধান! শীঘ্র আবির্ভাব ঘটবে বিলাসী কিছু লোকের'। ইমাম ত্বীবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ) বলেন, এখানে 'আলা' (أَلا) হরফে তাম্বীহকে দ্বিতীয়বার নিয়ে আসার কারণ হ'ল ঐ ব্যক্তির উপরে ধিক্কার ও ক্রোধ প্রকাশ করা, যে ব্যক্তি কুরআনকে যথেষ্ট মনে করে হাদীছের উপরে আমলকে পরিত্যাগ করে। তাহ'লে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে, যে ব্যক্তি 'রায়'-কে হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার দেয়? ইমাম ত্বীবী-র উক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করার পর মিশকাতের আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, একারণেই ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) যঈফ হাদীছকেও শক্তিশালী রায়-এর উপরে অগ্রগণ্য করেছেন'।[২] অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, হানাফী মাযহাবের নামে পরবর্তী ফক্বীহরা তাদের রচিত উছূল সমূহের দোহাই দিয়ে যঈফ দূরে থাক অসংখ্য ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের রায় মানতে হানাফী মাযহাবধারী লোকদেরকে তাকলীদের নামে বাধ্য করেছেন।

أَوْشَكَ يُوْشِكُ বাবে এফ'আল থেকে এসেছে। اوشك، افعال مقاربة ইত্যাদি عسى، كاد، كَرَبَ অর্থাৎ নিকটবর্তী অর্থ প্রদান করে। 'রাজুলুন শাব'আনু' (رجل شعبان) অর্থাৎ 'বিলাসী পেটুক' বলে হাদীছ পরিত্যাগকারী লোকদের কটাক্ষ করা হয়েছে। এখানে পুরুষ বলার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী সকলকে বুঝানো হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কেবল পুরুষকে খাছ করা হয়েছে। কাযী আয়ায (রহঃ) বলেন, দু'টি কারণে এটা বলা হয়ে থাকতে পারে।

---

১. আবুদাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, আহমাদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৬৩ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরা' অধ্যায়।

☆ مَعْدِىْ كَرِبَ (মা'দী কারিব)ঃ সম্বন্ধ পদ হিসাবে শেষ অক্ষর ياء -কে তানভীনসহ পড়া যেতে পারে। অথবা যৌগিক শব্দ (مركب بنائى) হিসাবে 'মাবনী' হওয়ার কারণে শেষ অক্ষনে যের-এর বদলে যবর পড়া যেতে পারে (মিরক্বাত)। কেননা মাবনী হরফ শেষ অক্ষরে কখনো তানভীন বা যের কবুল করে না। -লেখক।

২. মিরক্বাত ১/২৩৭ পৃঃ।

(ক) অধিক পেট পুজারী লোকগুলি সাধারণতঃ বোকা ও বিলাসী হয়ে থাকে। (খ) এর দ্বারা অর্থ-বিত্ত ও পদ মর্যাদার অহংকারে বুঁদ হয়ে থাকা আহাম্মক লোকগুলিকে বুঝানো হয়েছে। যারা কুরআন-হাদীছের কোন পরোয়া করে না। বর্তমান যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ নেতা এবং গদ্দীনশীন ও সাজ্জাদানশীন ধর্মীয় নেতাদের অহংকারী ভাবসাব ও কুরআন-হাদীছের বিধান সমূহের প্রতি অনীহা ও নিস্পৃহ মনোভাব রাসূলের উক্ত বক্তব্যের বাস্তবতা প্রমাণ করে বৈ-কি!

৫. ইন্না মা হাররামা রাসূলুল্লা-হি (إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ)ঃ 'নিশ্চয়ই যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম করেন, তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার ন্যায়'। এখানে হালালকে বাদ দিয়ে কেবল হারামকে উল্লেখ করার কারণ এটা বুঝানো যে, বৈষয়িক বিষয় সমূহের মূল হ'ল সিদ্ধতা (الأصل فى الأشياء إباحتها) যতক্ষণ না সেখানে শরীয়ত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে ইবাদতের ক্ষেত্রে মূল হ'ল নিষিদ্ধতা (والاصل فى العبادة المنع)। অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশ ব্যতীত ইবাদত মনে করে নতুন কিছু করলে তা হবে বিদ'আত। ছহীহ বুখারীর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কৃত হারাম বা হালাল আল্লাহ কৃত হারাম বা হালালের ন্যায় (মিরক্বাত)। অতএব কুরআনের হুকুম 'অকাট্য' (قطعى) এবং হাদীছের হুকুম 'ধারণা নির্ভর' (ظنى), এই ধরণের বিভক্তি সম্পূর্ণরূপে বাতিল। বরং ছহীহ হাদীছ আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে কুরআনের ন্যায় অকাট্য দলীল হিসাবেই গণ্য।

ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছটি ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্য প্রদান করে। উক্ত হাদীছ থেকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন-

১. হাদীছ কুরআনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও একইরূপ আমল যোগ্য।

২. কুরআনের ন্যায় হাদীছও অহি-র মাধ্যমে নাযিল হয়েছে।

৩. হাদীছ কেবল কুরআনের ব্যাখ্যা নয় বরং হারাম-হালালের ব্যাপারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দাতা।

৪. হাদীছের অনুসরণ মুমিনের জন্য অপরিহার্য। হাদীছ বিরোধিতা রাসূলের বিরোধিতার শামিল।

৫. হাদীছের বিরোধিতা খাঁটি মুমিনের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। এটা কেবল তারাই করে থাকে, যারা আয়াসী কল্পনা ও বিলাসী চেতনার অধিকারী। এই লোকগুলি আর্থিক ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

৬. স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরাই কেবল হাদীছের বিরোধিতা করে থাকে। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালার দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু যদি সেখানে তাদের কোন 'হক' থাকে, তবে তাঁর নিকটে বিনীতভাবে চলে আসে' (নূর ৪৮-৪৯)।

৭. কুরআনে নেই এমন যেসব বিষয় হাদীছে হারাম করা হয়েছে, তা কুরআন কর্তৃক হারাম করার ন্যায়। অনুরূপভাবে কুরআনে উল্লেখিত নেই এমন সমস্ত আদেশ-নিষেধ যা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই কুরআনের ন্যায় আমলযোগ্য।

৮. আক্বীদা বা আহকাম সকল বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল মানদণ্ড এবং নিঃসন্দেহে তা কুরআনের ন্যায় অকাট্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) কোন কথা বলতেন না তাঁর নিকেট অহি না হওয়া পর্যন্ত (নাজম ৩-৪)। আর 'অহি' হ'ল চূড়ান্ত সত্যের অভ্রান্ত উৎস।

৯. হাদীছ বিরোধিতার পরিণাম হ'ল দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ ও আখেরাতে মর্মান্তিক আযাব (নূর ৬৩)।

১০. পথভ্রষ্টতা হ'তে বাঁচার একমাত্র উপায় হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ উভয়কে কঠিনভাবে আকড়ে ধরা। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ দু'টি একত্রিত থাকবে। অতএব উভয়কে পৃথক ভাবা সিদ্ধ নয়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, 'আমি তোমাদের নিকেট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে কঠিনভাবে ধরে থাকবে। আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাত। এ দু'টি কখনোই বিভক্ত হবে না যতক্ষণ না হাউয কাওছারের কিনারায় পৌঁছে যাবে'।[৩]

সুন্নাহ্র হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্রঃ

আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমরা যিকর নাযিল করেছি এবং আমরাই তার হেফাযতকারী' (হিজর ৯)। এখানে 'যিকর' অর্থ আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'। অহি দু'প্রকার। অহিয়ে মাতলু বা আবৃত্ত অহি, যা তেলাওয়াত করা হয় এবং যা কুরআন হিসাবে অবতীর্ণ। অন্যটি হ'ল অহিয়ে গায়ের মাত্লু বা অনাবৃত্ত অহি, যা ছালাতে তেলাওয়াত করা হয় না এবং যা হাদীছ নামে অভিহিত। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'রাসূল (শারঈ বিষয়ে) তাঁর ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না। তিনি অতটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে অহি করা হয়' (নাজম ৩-৪)। অহি-র অভ্রান্ততা

৩. মুওয়াত্ত্বা, সনদ মুরসাল; হাকেম অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন ও ছহীহ বলেছেন (আলবানী)।

সম্পর্কে আল্লাহ সাক্ষ্য দেন- لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ 'তাতে কোন বাতিল প্রবেশ করতে পারেনা সম্মুখ থেকে বা পিছন থেকে। ইহা মহাজ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' (হা-মীম সাজদাহ ৪২)। রাসূল (ছাঃ) যখন 'অহি' মুখস্ত করার জন্য খুব ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে বলেন,

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فاتبع قرآنه، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

'আপনি ব্যস্ত হয়ে আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই ওটার সংকলন ও পঠন-পাঠনের দায়িত্ব আমাদের । যখন আমরা এটা আপনাকে পড়াবো তখন আপনি কেবল পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর ওটার ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্বও আমাদের' (ক্বিয়ামাহ ১৬-১৯)। অতএব কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছের হেফাযতের দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ্র। বান্দা শত চেষ্টা করেও যেমন কুরআনকে মুছে দিতে পারেনি। তেমনি হাদীছ বিরোধীদের শত চেষ্টায়ও ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীছকে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাদের ষড়যন্ত্র যেমন পূর্বেও ছিল, তেমনি আজও রয়েছে। বলা চলে যে, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হকপন্থী মুমিন হাযারো চক্রান্তের মধ্যেই 'হক' খুঁজে নেবে ও তার অনুসারী হয়ে আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ। অবিশ্বাসীরা সন্দেহ-দ্বন্দ্বের ঘনঘটায় অন্ধকার পথে আলো-আঁধারীর লুকোচুরির মাঝে হোচট খেয়ে চলতে চলতে অবশেষে জাহান্নামের অগ্নিগহ্বরে চিরস্থায়ী আযাবে গ্রেফতার হবে। শী'আ পণ্ডিতরা বর্তমান কুরআন ও হাদীছ সমূহকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে না। আহলে কুরআনগণ হাদীছের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী নয়। যুক্তিবাদী হবার দাবীদার মু'তাযিলাগণ যুক্তির বাইরে উক্তি সমূহ মানতে রাযী নয়। ক্বাদিয়ানীরা নতুন নবীতে বিশ্বাসী। তারা মুসলিম হবার দাবী করলেও তারা নিঃসন্দেহে কাফির। তাদের কুফরীতে অবিশ্বাস করাটাও কুফরী হবে। কিন্তু শত অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস ও সন্দেহবাদীদের সন্দেহবাদ অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সত্যতা ও অভ্রান্ততাকে কখনোই গ্রাস করতে পারেনি। আজও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ সুন্নী মুসলমানের দেশ। এখানে শী'আ, ক্বাদিয়ানী, আহলে কুরআন না থাকারই মত। কিন্তু সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও এবং হাদীছের প্রতি অগাধ ও অকৃত্রিম ভক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়া হ'তে বঞ্চিত।

হাদীছের উপরে আমলে বাধার কারণঃ

১. পরবর্তী আলেমদের রচিত কিছু কিছু উছূল বা আইন সূত্র।

২. তাকলীদ।

প্রথমোক্ত বিষয়টিতে আমরা ভারতবর্ষ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-৭৬ হিঃ)-এর সুচিন্তিত মন্তব্য উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হব। শাহ ছাহেব আহলুর রায় (হানাফী) বিদ্বানদের রচিত কয়েকটি 'উছূল' উল্লেখ করে তার দ্বারা কিভাবে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল ব্যাহত হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, (ক) আহলুর রায়গণ 'উছূল' বা আইনসূত্র তৈরী করেছেন যে, الخاص لا يحتمل البيان لكونه بَيِّنًا অর্থাৎ 'নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশকারী হওয়ার কারণে 'খাছ' (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত) কোনরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না'। এই ফেক্হী মূলনীতি বা উছূল রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সুস্থিরভাবে ছালাত আদায় বা তা'দীলে আরকানকে ছালাতের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا 'তোমরা রুকু কর ও সিজদা কর' (হজ্জ ৭৭)। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল 'তোমরা দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাথা ঝুঁকাও এবং মাটিতে কপাল ঠেকাও'। অতএব মাথা ঝুঁকালে ও মাটিতে কপাল ঠেকালেই রুকু ও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এর জন্য ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সুস্থিরভাবে তা'দীলে আরকান সহ ছালাত আদায় করা (তাঁদের ভাষায়) খবরে ওয়াহিদ (একক সূত্রে বর্ণিত হাদীছ) দ্বারা কুরআনকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) করার শামিল হবে, যেটা সিদ্ধ নয়। অথচ রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দ্রুত ছালাত আদায়ের কারণে তিনবার ছালাত আদায় করান।[৪]

উক্ত উছূল মানতে গিয়ে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল বন্ধ হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং ছালাতের রূহ বিনষ্ট হয়েছে। কেননা ছালাত হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ইবাদত। এখানে বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হয়। এই ইবাদতে যিনি যত আন্তরিক, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি তত সৎ ও সফল। হাদীছের ভাষায় كنقرة الغراب বা 'কাকের ঠোকরের মত' (আবুদাঊদ) সিজদা করার মাধ্যমে নিশ্চয়ই উক্ত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। রাসূল (ছাঃ) ও শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণ ছালাত আদায়ের সময় আত্মভোলা হয়ে যেতেন। অধিকক্ষণ আল্লাহ্র ধ্যানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে পদযুগল ভারী হয়ে যেত। রুকুতে গেলে, সিজদাতে গেলে অনেক সময় পিছন থেকে 'লোকমা' দিতে হ'ত। হাদীছে জিব্রীলে বলা হয়েছে, 'তুমি ছালাত আদায় কর এমনভাবে যেন তুমি আল্লাহ্কে দেখতে পাচ্ছ। যদি এতদূর সম্ভব না হয় তবে মনে করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৫] যুদ্ধের ময়দানে রোম সম্রাটের প্রেরিত গুপ্তচর মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে গোপনে

৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯০; 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।
৫. বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২।

সংবাদ নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট দিচ্ছে و هم فى الليل رهبان و فى النهار فرسان 'তারা রাত্রিতে ইবাদত গোযার ও দিবসে ঘোড় সওয়ার'। বলাবাহুল্য ভুখানাঙ্গা ও সাজ-সরঞ্জামহীন মুসলিম বাহিনীর এটিই ছিল মূল শক্তি। এই ঈমানী শক্তিই মুসলিম উম্মাহকে প্রাথমিক যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিল। ছালাত ছিল সেই আত্মিক শক্তির উৎসমূল। রাসূল (ছাঃ) একারণেই জনৈক ব্যক্তিকে তিনবার ছালাত আদায়ে বাধ্য করলেন। অথচ আমরা নিজেদের রচিত উছূলের দোহাই দিয়ে রাসূলের (ছাঃ) সেই দূরদর্শী সিদ্ধান্তকে বাদ দিলাম। একবারও ভেবে দেখলাম না যে, وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا আয়াতটি যে রাসূলের উপরে নাযিল হয়েছে, এর ব্যাখ্যাও তাঁর নিকটে নাযিল হয়েছে এবং তাঁর বাস্তব আমল-আচরণই হ'ল এ আয়াতের যথার্থ ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। এক্ষণে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরবী অভিধানের শাব্দিক অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে? না রাসূলের দেওয়া বাস্তব আমল ও আচরণ গত ব্যাখ্যা গৃহীত হবে? একজন মুমিনের নিকটে নিঃসন্দেহে রাসূলের আচরিত আমলই গ্রহণযোগ্য হবে ও পররর্তীকালের ফক্বীহদের রচিত উছূল পরিত্যক্ত হবে। যে উছূল বা আইনসূত্র ছহীহ হাদীছ মানতে বাধা সৃষ্টি করে বরং ছালাতের মূল রূহকে হত্যা করে, ঐসব উছূলে ফিকহের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয় কি? ফলে ছালাত এখন ৫/১০ মিনিটের আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে এবং আজকের ঈমানদার মুসলমানরা ছালাতের মধ্যে রূহানী খোরাক না পেয়ে নিজেদের বানাওয়াট মা'রেফতী যিকর ও কাশ্‌ফ আবিষ্কার করে নিয়েছে ও বিভিন্ন শিরক-বিদ'আতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

(খ) অমনিভাবে উছূল রচনা করা হয়েছে العام قطعى كالخاص 'আম' বা সাধারণ হুকুম 'খাছ'-এর ন্যায় অকাট্য'। কুরআনে সাধারণভাবে নির্দেশ এসেছে فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর তা পড়' (মুযযাম্মিল ২০)। وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাক (আ'রাফ ২০৪)। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইমামের পিছনে (জেহরী) ছালাতে তোমরা কিছুই পড়ো না, কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পড়। কেননা لا صلوة لمن لم يقرأبفاتحة الكتاب সূরায়ে ফাতিহা যে পাঠ করেনা, তার ছালাত হয় না' (বুখারী মুসলিম, ইত্যাদির, নায়ল ৩/৫৫)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এটা তোমরা মনে মনে পড় (ঐ)। বর্ণিত আয়াতটি যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল হ'ল, তাঁর ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে মাযহাবী গোঁড়ামী প্রসূত উছূল রচনা করে আমরা উক্ত ছহীহ হাদীছের উপরে আমল বাদ দিলাম ও লাখ লাখ মুছল্লীকে ইমামের পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করলাম ও সূরায়ে ফাতিহার বরকত থেকে তাদের মাহরূম করলাম।

(গ) অমনিভাবে উছূল রচনা করা হ'ল যে,

لا يجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الرأى ، الراوى و إن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس و ابى هريرة إن وافق حديثُه القياسَ عَمِلَ به و إن خالفه لم يُترك الا بالضرورة-

অর্থাৎ 'ফক্বীহ নয় এমন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উপরে আমল করা ওয়াজিব নয়। যখন তা যুক্তির বিরোধী হবে। অমনিভাবে ন্যায়নিষ্ঠা ও স্মৃতিশক্তিতে প্রসিদ্ধ হ'লেও যদি তিনি ফক্বীহ না হন, যেমন আনাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)। যদি তাঁদের বর্ণিত হাদীছ ক্বিয়াসের অনুকূলে হয়, তবে তা আমলযোগ্য। কিন্তু যদি ক্বিয়াসের বরখেলাফ হয়, তবে নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে ক্বিয়াস বর্জন করা যাবে না'।[৬]

হযরত আনাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে কাছের মানুষ। আনাস (রাঃ) ছিলেন রাসূলের গোলাম ও আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন 'আছহাবে ছুফ্‌ফা' অর্থাৎ ঘর-সংসার বাদ দিয়ে নবীর নিকটে সর্বদা পড়ে থাকা ছাহাবীদের অন্যতম। তদুপরি রাসূলের খাছ দো'আ প্রাপ্ত সর্বাধিক হাদীছজ্ঞ ছাহাবী। ইনি পরবর্তীকালে ওমরের (রাঃ) সময় বাহরায়নের ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সময় মদীনার গভর্ণর ছিলেন। যদি তারা ফক্বীহ না হবেন, তবে এতবড় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্ব তাঁরা কিভাবে পালন করলেন? আমাদের উছূল বিদরা ছাহাবায়ে কেরামের ফিক্‌হ জ্ঞান পরিমাপ করার যোগ্যতা ও অধিকার কোথায় পেলেন? ভাবখানা এই যে, তাঁরাই যেন ছাহাবায়ে কেরামের চাইতে বড় ফক্বীহ (নাঊযুবিল্লাহ)।

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, وأمثال ذلك اصول مخرّجة على كلام الأئمة وإنه لا تصح بها رواية عن ابى حنيفة و صاحبيه অর্থাৎ 'অনুরূপ আরও বহু উছূল তৈরী হয়েছে ইমামদের কথার উপরে ভিত্তি করে। অথচ এসবের একটি বর্ণনাও আবু হানীফা ও তাঁর দুই শিষ্য থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়'।[৭]

৬. হাফেয আহমাদ ওরফে মোল্লাজিওন (মৃঃ ১১৩০ হিঃ/১৭১৭ খৃঃ) নূরুল আনওয়ার (ক্বামারুল আক্বমার সহ) (করাচী ছাপা, তাবি), 'সুন্নাহ্‌র প্রকারভেদ' অধ্যায় 'রাবীদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১৮২।

৭. ঐ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ দারুত তুরাছ ১৩৫৫ হিঃ/১৯৩৬ খৃঃ) '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' অধ্যায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬০।

উপরোক্ত উছূল সমূহের উপরে ভিত্তি করে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ-তালাক, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচারনীতি ও অর্থনীতির বহু মাসআলা-মাসায়েল নির্গত হয়েছে এবং আজও বহু ফৎওয়া তৈরী হচ্ছে। যার অধিকাংশের সাথে ছহীহ হাদীছের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি এইসব ফৎওয়া ও মাসায়েল যে সকল মহামতি ইমামের বা তাঁদের মাযহাবের নামে প্রদত্ত হচ্ছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও তাঁরা এসবের সাথে জড়িত নন। এসম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)-এর কঠোর মন্তব্য আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি। এক্ষণে আরও কয়েকজন প্রথিতযশা বিদ্বানের মন্তব্য শ্রবণ করুন।-

খ্যাতনামা হানাফী পণ্ডিত আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭২২-৯৩ হিঃ) 'তালবীহ'-এর মধ্যে 'সুন্নাহ'-এর আলোচনায় হাদীছের রেওয়ায়াত ছহীহ হওয়ার জন্য রাবী ফক্বীহ হওয়া সম্পর্কে যে বর্ণনা দান করেছেন, সেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রতি উক্ত বিষয়কে যুক্ত করার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করে বলেন,

الرابع كما دل العقل على ان فقه الراوى لا اثر له فى صحة الرواية فلا يستند قول ذلك الى ابى حنيفة، دل النقل من الثقات على انه قول موضوع مختلق على السلف الصالح و مستحدث من المتأخرين- دراسات صـ١٨٣

'জ্ঞানের দাবী এটাই যে, রাবীর ফক্বীহ হওয়া তাঁর রেওয়ায়াত ছহীহ হওয়ার উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। অতএব উক্ত বিষয়টিকে আবু হানীফা (রহঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করা চলেনা। বিশ্বস্ত বিদ্বানগণ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত কথাটি পুণ্যবান পূর্বসূরীদের নামে রচিত ও বানাওয়াট এবং পরবর্তীদের সৃষ্টি'।[৮]

উপরোক্ত উছূল সমূহের ভিত্তিতে গৃহীত এবং বিশ্বস্ত ফিক্হ গ্রন্থগুলির অমার্জনীয় হাদীছ বিরোধিতা সম্পর্কে খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪/১৮৪৮-১৮৮৬ খৃঃ) বলেন, كم من كتاب معتمد اعتمد عليه اجلة الفقهاء مملوّ من الاحاديث الموضوعة و لاسيما الفتاوى، فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن اصحابهم و ان كانوا من الكاملين لكنهم فى نقل الاخبار من المتساهلين (نافع كبير ١٣) ... ألا ترى الى صاحب الهداية من أجلة الحنفية والرافعى شارح الوجيز من أجلة الشافعية مع كونهما ممن اشار اليه بالأنامل و يعتمد عليه الأماجد والأماثل قد ذكروا فى تصانيفهما ما لم يوجد له اثر عند خبير الحديث (حقيقة الفقه ١٥١)

'কতই না বিশ্বস্ত কিতাব সমূহ রয়েছে বড় বড় ফক্বীহগণ যে সবের উপরে ভরসা করে থাকেন, সেগুলি পরিপূর্ণ হয়ে আছে মওযূ বা জাল হাদীছ সমূহ দ্বারা। বিশেষ করে ঐসব কেতাবের ফৎওয়াসমূহ। গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে আমাদের নিকটে পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, ঐ সকল গ্রন্থকার যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, তথাপি হাদীছ উদ্ধৃতির ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অলসদের অন্তর্ভুক্ত'।[৯] 'আপনি কি দেখেননি হে পাঠক 'হেদায়া' লেখকের দিকে? যিনি হানাফী বিদ্বানদের অন্যতম শিরোমণি! আপনি কি দেখেননি 'ওয়াজীয'-এর ভাষ্যকার রাফেঈ-র দিকে? যিনি শাফেঈ বিদ্বানদের অন্যতম পুরোধা। এই দু'জন ঐসকল প্রধান ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের দিকে আঙুলের ইশারা করা হয়। যাদের উপরে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ ভরসা করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের কিতাব সমূহে এমন সব বিষয় উল্লেখ করেছেন, হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের নিকটে সেসবের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না'।[১০]

(ঘ) অন্যতম উছূল হ'ল إن حديث الآحاد لا تثبت عقيدة 'আহাদ পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা কোন আক্বীদা সাব্যস্ত হবে না'। একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীছই 'আহাদ' পর্যায়ভুক্ত এবং তার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর আক্বীদা ও আমল নির্ধারিত হয়েছে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত বিখ্যাত হাদীছ انما الأعمال بالنيات 'নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' (বুখারী মুসলিম ইত্যাদি)। হাদীছটি ইসলামের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এটি এককভাবে কেবলমাত্র হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ভুক্ত হাদীছ। উক্ত বিষয়ে আরও উছূল রচনা করা হয়েছে, 'যদি কোন খবরে ওয়াহেদ -এর সাথে এইসব উছূলের বিরোধ ঘটে, তাহ'লে উক্ত খবরে ওয়াহেদ প্রত্যাখ্যাত হবে'। 'খবরে ওয়াহেদ -এর উপরে ক্বিয়াস অগ্রগণ্য হবে'। 'কুরআনের হুকুমের চাইতে হাদীছে বেশী কিছু থাকলে সেটা মনসূখ অর্থাৎ হুকুম রহিত হিসাবে গণ্য হবে এবং সুন্নাহ কখনো কুরআনকে মনসূখ করবে না'। 'ছহীহ হাদীছের বিপরীতে মদীনাবাসীদের আমলকে অগ্রগণ্য করা' ইত্যাদি।

উপরোক্ত উছূল বা আইনসূত্র সমূহ রচিত হওয়ার ফলে রাবী অর্থাৎ হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী (রাঃ)-এর উপরে পরোক্ষভাবে মিথ্যারোপ করা হয়। অন্ততঃপক্ষে তাঁকে বা তাঁর বর্ণিত হাদীছকে সন্দেহযুক্ত মনে করা হয়। অথচ ছাহাবায়ে কেরামের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সত্যায়ন করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁদের উপরে রাযী হয়েছেন। কিন্তু কেন যেন আমরা তাঁদের ব্যাপারে নিশ্চিত

৮. মোল্লা মুঈন সিন্ধী হানাফী, দিরাসাতুল লাবীব (লাহোরঃ ১২৮৪ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ) পৃঃ ১৮৩।

৯. জামে ছাগীর -এর ভূমিকা 'নাফে কাবীর' (মুছতাফায়ী প্রেস, লাক্ষ্ণৌ ১২৯১ হিঃ) পৃঃ ১৩।

১০. ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্হ, সংশোধনেঃ দাউদ রায (বোম্বাইঃ ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, তাবি) পৃঃ ১৫১।

হ'তে পারলাম না। আল্লাহ বলেন, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا 'যখন তোমাদের নিকটে কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে আসে, তখন তা যাচাই কর' (হুজুরাত ৬)। এক্ষণে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, রাসূলের নামে কোন হাদীছ যদি কোন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়, তখন সেটা কি যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে? যদি প্রয়োজন মনে করি তবে ছাহাবীদেরকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি তা ভেবে দেখেছি কি? হাঁ 'সনদ' বা বর্ণনাসূত্রগুলি আমরা যাচাই করব। কেননা তাঁরা ছাহাবী নন। যদি সনদ ছহীহ হয়, তবে ছাহাবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত রাসূলের হাদীছ-এর উপরে নিঃসন্দেহে আমল করতে বাধা কোথায়? অথচ নিজেদের রচিত 'উছূল' ও তার আলোকে রচিত ফিক্হী বিধান যা ভুল-শুদ্ধ ও পরস্পর বিরোধিতায় পূর্ণ, তার উপরে অন্ধের মত আমল করে যাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না। যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও তাদের একজনের পরিমাণ বা তার অর্ধেক পরিমাণ পৌঁছতে পারবে না'।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে, 'তোমরা আমার পরে আমার ছাহাবীদেরকে শত্রুতার লক্ষ্যে পরিণত কর না'।[১২] তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' ও ইবনে হিব্বান 'ছহীহ' বলেছেন।[১৩] তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের সেরা ব্যক্তিগণ হ'লেন আমার যুগের। অতঃপর তার পরবর্তীদের, অতঃপর তার পরবর্তীদের'।[১৪] তিনি বলেন, اكرموا أصحابى فانهم خيـاركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 'তোমরা আমার ছাহাবীদের সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবেঈ)গণ। অতঃপর তাদের পরবর্তী (তাবে তাবেঈ) গণ'।[১৫] নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহ্র আলেম-জাহিল নির্বিশেষে ছাহাবায়ে কেরামকে উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করে থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত উছূল রচনার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদাকে ও বিশ্বস্ততাকে নিঃসন্দেহে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। রাসূলের (ছাঃ) নামে তাঁদের পক্ষে বানাওয়াট হাদীছ বর্ণনার কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। এমনকি একটি হরফ কমবেশী করারও কল্পনা করা যায় না। তাঁরা কেবল হাদীছের বর্ণনাকারী ছিলেন না বরং কুরআনেরও বর্ণনাকারী ছিলেন। কুরআন ও হাদীছ আল্লাহ্র অহি। এই দুই অহি-র পুংখানুপুংখ হেফাযত আল্লাহ ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই করেছেন। তাঁদের স্মৃতিপটেই এগুলি প্রাথমিকভাবে রক্ষিত হয়েছিল। পরে লিখিতভাবে আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। অতএব তাঁদের বর্ণিত হাদীছের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের অর্থই হ'ল ইসলামী বিধানের সুউচ্চ ইমারতকে ধ্বসিয়ে দেওয়া। এই ধরণের সন্দেহবাদী অন্তর থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাই।

ফলাফলঃ

উপরোক্ত উছূল সমূহকে অগ্রগণ্য করার ফলে আমরা অসংখ্য ছহীহ হাদীছের বরকত ও তার অনুসরণের নেকী থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বরং বলা যেতে পারে আমরা কবীরা গোনাহগার হয়েছি। কেননা আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' (হাশর ৭)। অথচ আমরা আমাদের রচিত উছূলের দোহাই দিয়ে হাদীছের অনুসরণ থেকে বিরত হয়েছি। রাসূলের কথার উপরে নিজেদের 'রায়'-কে অগ্রাধিকার দিয়েছি। অতএব তাতে নেকী হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। বরং গোনাহের আশংকাই বেশী। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। যেখানে আমরা ঐসব উছূলের দোহাই দিয়ে হাদীছকে পরিত্যাগ করেছি। যেমন-

(১) 'হালালাকারী ব্যক্তি ও যার জন্য হালালা করা হয় সেই ব্যক্তি দু'জনকেই আল্লাহ পাক লা'নত করেন'।[১৬] এই ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করার ফলে আজ সর্বত্র ধর্মের নামে 'হালালা' বা 'হীলা' করে 'বিদ'আতী তালাক' (طلاق بدعى) -এর অসহায় শিকার নিরীহ মহিলাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ তিন মাসে তিন তালাকই হ'ল কুরআনী বিধানের (বাক্বারাহ ২২৮-২৩০) অনুকূলে। রাসূল (ছাঃ)-এর অসংখ্য ছহীহ হাদীছে -এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু নিজেদের স্বীকৃত 'বিদ'আতী তালাক' অর্থাৎ এক মজলিসে তিন তালাককে 'তিন তালাক বায়েন' হিসাবে গণ্য করার মর্মান্তিক পরিণামে পুনর্মিলনেচ্ছু স্বামী-স্ত্রীকে 'হালালা' নামক নোংরা পন্থা গ্রহণে বাধ্য করা হয় ধর্মীয় বিধানের নামে। অথচ এটা কখনোই বিধান নয়।

(২)'অলী ব্যতীত বিবাহ নেই' 'যে মহিলা তার অলি বা অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল'।[১৭] এই হাদীছকে অগ্রাহ্য করার ফলে মেয়েরা এখন ইচ্ছামত 'কোর্ট ম্যারেজ' করছে ও ছয় মাস-এক বছর যেতে না যেতেই তালাক অথবা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

(৩) 'সকল মাদকদ্রব্য হারাম'।[১৮] এই হাদীছকে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার ফলে আজ মুসলমানের ঘরে তামাক, জর্দা ঢুকেছে ও সেই ফাঁকে বিড়ি-সিগারেট, হিরোইন, ফেনসিডিল ঢুকে দেশকে সর্বনাশা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

১১. বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়।
১২. তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০০৫।
১৩. ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১৪ শ খণ্ড পৃঃ ৭০-৭১ টীকা দ্রষ্টব্য।
১৪. বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০১।
১৫. নাসাঈ, আহমাদ, হাকেম সনদ ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/৬০০৩।
১৬. দারেমী, সনদ ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/২৩৯৬।
১৭. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩০, ৩১৩১।
১৮. মুসলিম, মিশকাত 'হুদূদ' অধ্যায়, হা/৩৬৩৮, ৩৬৩৯।

(৪) 'ঐ ব্যক্তির ছালাত পূর্ণাংগ হবেনা, যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদাতে তার শিরদাড়া সোজা না করবে'। এই হাদীছকে এড়িয়ে যাওয়ায় এখন আমাদের ছালাত গুলি অতি দ্রুতভাবে শেষ হচ্ছে এবং ধীর-স্থির ইবাদতের বদলে মাত্র কয়েক মিনিটের আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। ফলে আমাদের ছালাত আমাদেরকে আল্লাহ ভীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে পরছে না। আমাদের হৃদয় গুলি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হচ্ছে না। বরং ইহুদী-নাছারাদের মত দিন দিন পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছে (বাক্বারাহ ৭৪)।

(৫) 'রুকুতে যাওয়া ও রুকু হ'তে ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন বা দুই হস্ত উত্তোলন করা।'

অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এই মর্মের ছহীহ হাদীছ গুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ্র সম্মুখে হস্ত উত্তোলন পূর্বক আত্মসমর্পন করার নেকী ও ছওয়াব থেকে আমরা প্রতিনিয়ত মাহরূম হচ্ছি।

ইবনু হযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, এমনি ধরণের উদাহরণের সংখ্যা হাযার হাযার হবে, যেখানে বিভিন্ন অজুহাতে রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ ও নিষেধাবলীকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে'।১৯

২. 'তাক্বলীদ'ঃ

'তাক্বলীদ' সম্পর্কে আমরা দরসে কুরআন-এর মধ্যে আলোচনা করেছি। ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে এসে তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে এবং মুসলিম উম্মাহ্কে হাদীছের অনুসরণের বদলে ব্যক্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমামের বক্তব্য ছিল একটাই إذا صح الحديث فهو مذهبنا 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, মনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব'।২০ ফলে সর্বত্র মাযহাবী গোঁড়ামী প্রকট আকার ধারণ করে ও পরিশেষে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অশান্তি ও অধঃপতন হয়। যা এখনও চলছে। বলা আবশ্যক যে, চার ইমামের অধিকাংশ পরস্পরের ছাত্র হ'লেও তাঁরা যেমন কেউ কারু মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তেমনি তাঁদের শিষ্যরা স্ব স্ব উস্তাদের দিকে সম্পর্কিত হ'লেও তাঁরা তাঁদের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। বরং তাঁরা স্ব স্ব উস্তাদের শিক্ষা অনুযায়ী সাধ্যপক্ষে হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এর জন্য স্বীয় উস্তাদের ফৎওয়ার বিরোধিতা করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। যদিও পরবর্তী যুগের ফক্বীহ নামধারী মুক্বাল্লিদ বিদ্বানগণ তাদের পূর্বসুরী বিদ্বানদের রীতি এবং ইমামদের মহান শিক্ষা লংঘন করে তাক্বলীদকেই নির্বিঘ্ন চলার পথ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। ফলে কুরআন-হাদীছ গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। নবোদ্ভূত সমস্যাবলীর যুগোপযোগী সমাধান পেতে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক যুগমানস ক্রমেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ এখন আর কেবল বিগত কোন মুজতাহিদের নির্দিষ্ট উছূলের তাক্বলীদ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা এখন সরাসরি ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শন ও মতবাদ সমূহের অন্ধ তাক্বলীদ করছে। ফলে একজন মুসলমান ধর্মীয় মতবাদে হানাফী ও চিশতী, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী ও অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি হয়ে পড়েছে। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও আয়েম্মায়ে দ্বীন সকলেরই শিক্ষা ছিল একটাই- সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় ব্যক্তির তাক্বলীদ ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাও এবং সরাসরি সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ কর।

এক্ষণে দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কুরআন ও সুন্নাহ্কে উপরোক্ত শৃংখল সমূহ হ'তে মুক্ত করা। আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে ছহীহ সুন্নাহ্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা। নিজেদের রচিত উছূল ও তাক্বলীদের পর্দা হটিয়ে দিয়ে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র আলো থেকে সরাসরি আলো গ্রহণ করা। এজন্য সমাজ চেতনাকে মাযহাব ও তরীকার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছপন্থী কর্মী গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক রসম-রেওয়াজ ও সরকারী বাধাকে উপেক্ষা করে সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করার আপোষহীন জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে ময়দানে নামতে হবে। আলেম ও বিদ্বান সমাজকে জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকারের তাক্বলীদ ও অন্ধ গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে অহি-র বিধানকে সার্বিক জীবনে কায়েম করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজের মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। নিজেকে ও নিজ সমাজকে আল্লাহ্র রহমত লাভের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন-আমীন!!

১৯. আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন পৃঃ ৫০।
২০. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লীঃ ১২৮৬ হি/১৮৭০ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৩, ৭৩।

প্রবন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী
অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী*

(৯ম কিস্তি)

(৪) والعذر في المسائل الدقيقة الخفية آكد و أولى من العذر في غيرها) 'সূক্ষ্ম ও গোপনীয় মাসআলা গুলোর ব্যাপারে (আলেমদেরকে) মা'যূর বা অপারগ মনে করাতো অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ বলেন, সূক্ষ্ম বা গোপনীয় বিষয়গুলোতে ভুল হ'লে উম্মতে মুহাম্মাদী যে ক্ষমার যোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও তা ইলমী বিষয় হয়। নচেৎ উম্মতের বড় বড় আলেমগণ ধ্বংস হয়ে যেতেন।

যখন কোন লোক অশিক্ষিত পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে ইলম শিখেনি এবং মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারটি তার অজানা থাকার কারণে (সে মদ পান করতে থাকে) তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তখন একজন মুজতাহিদ যিনি তাঁর দেশে সে যুগে যা শিখেছিলেন তা দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকেন, কাজেই তাঁর নেকীগুলো আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হওয়ারই অধিকার রাখে। তাঁর ইজতেহাদের জন্য তাকে নেকী দেওয়া হবে। আর তার ভুলগুলোর জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। এ কথাটির বাস্তবায়ন স্বরূপ আল্লাহ্ বলেন, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 'হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের ভুল-ত্রুটির জন্য আমাদেরকে অপরাধী করো না' (বাক্বারাহ ২৮৬)।[১]

আর রাসূল (ছাঃ) যা নির্দেশ দিয়েছেন তা (সবই) আদল ও ইনসাফ। তাতে কোন যুলুম নেই। যে কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মানতে নিষেধ করে সে মূলতঃ আদল থেকেই নিষেধ করে। আর যে আদলের বিরুদ্ধে হুকুম করে, সে প্রকারান্তরে যুলুমেরই নির্দেশ দেয়। কারণ আদলের বিপরীতটিই হ'ল যুলুম।

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২০/১৬৫-১৬৬।

আর আদলের বিরুদ্ধে যা হবে তা অজ্ঞতা, যুলুম, ধারণা ও খাহেশাতে নাফস বা প্রবৃত্তির তাড়নায়ই হবে।

যুলুমগুলো দুই প্রকারঃ

(১) সর্বোত্তমটি হ'ল- এটা কোন নবীর যামানায় জায়েয ছিল, পরে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

(২) সর্বনিম্ন পর্যায়েরটি হ'ল- এটি কোন দিনই জায়েয ছিল না, বরং কোন বৈধ নির্দেশকে বদলিয়ে এটি করা হয়েছে।

অতঃপর যে হুকুম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) হুকুমের বিপরীত হবে তা মানসূখ শরীয়ত বা পরিবর্তিত শরীয়ত। যা আল্লাহ কোন দিনই জায়েয করেননি। বরং অন্য কোন প্রবর্তক এটি প্রবর্তন করেছে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন অনুমতি নেই। আল্লাহ বলেন,

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

'তাদের কি কোন শরীক দল আছে, যারা তাদের জন্য এমন কিছু শরীয়ত বা নিয়ম চালু করে দিয়েছে যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন অনুমতি নেই' (শূরা ২১)।

কিন্তু এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোতে মুজতাহিদগণের ইজতেহাদের কারণেই মতবিরোধ ঘটেছে। তাঁরা হক খুঁজতে গিয়ে তাঁদের সমস্ত প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়েছেন। তাঁদের সঠিক সিদ্ধান্ত ও ইত্তেবার (সংখ্যাধিক্যের) কারণে এগুলো ঢাকা পড়ে যাবে। যেমন- তালাক, ফারায়েয ও অন্যান্য কিছু মাসআলায় কোন কোন ছাহাবীদের হয়েছিল। আর এগুলো প্রকাশ্য ও বড় বড় ব্যাপার হয় নাই। কারণ এর বর্ণনা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাদের জানা ছিল। এগুলোর বিরোধিতা শুধু তারাই করবে যারা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করে। তাঁরা (ছাহাবাগণ) তো আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুত করে ধরেছিলেন। তাঁদের বিরোধ মীমাংসার জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর ফরমানগুলো মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) সম্মুখে অগ্রগামী হয়ে কোন কিছু বলতেন না। আর ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করার তো প্রশ্নই আসে না।

দিন যতই অতিবাহিত হ'ল ততই অনেক বিষয় মানুষের অজানা হ'তে লাগল, যা ছাহাবাগণের জানা ছিল। অনেকের নিকট বহু বিষয় অতি সূক্ষ্ম হয়ে দেখা দিল, যা ছাহাবাগণের নিকট বড় ছিল। ফলে পরবর্তী লোকদের অধিকাংশই কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সাথে অনেক মাসআলাতে বিরোধিতা করল, যা সালাফে ছালেহীনের মাঝে ছিল না। কাজেই এ বিরোধিতার কারণে মুজতাহিদগণকে আমরা মা'যূর বা অপারগ মনে করব। আল্লাহপাক তাদের ভুলগুলো ক্ষমা করবেন এবং ইজতেহাদের কারণে

তাঁদেরকে নেকী দিবেন।[২]

(৫) (والعذر فى الزمان والمكان الذى يغلب فيه الجهل، و يقل العلم، كذلك أولى وآكد) 'বিভিন্ন সময় ও জায়গায় ইলমের স্বল্পতা ও অজ্ঞতা বেশী হওয়ার কারণে ওযর কবুল করা অধিক হক রাখে'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, পরবর্তী যুগে রিসালাতের ইলমের স্বল্পতা এবং মূর্খতা ও অজ্ঞতার ছড়াছড়ির কারণে উক্ত কাজের দরুন (কুফুরী কাজ) কাউকে কাফের বলা হ'ত না; অর্থাৎ আম্বিয়া ও নেক্কার বান্দাদেরকে ডাকা বা তাদের নিকট প্রার্থনা করার কারণে তাদেরকে ততক্ষণ কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ না নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক আনিত রিসালাত ও এর বিপরীতমুখি জিনিষ গুলি তার নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়।

আর এ ধরনের (মূর্খ) লোক এযুগে যদিও বেশী হয়ে গেছে, তবুও ইলম ও ঈমানের 'দাঈ'র সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এবং অধিকাংশ দেশে রিসালাতের চর্চা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে আর এদের অধিকাংশের নিকট রাসূলের হাদীছ ও নবুঅতের মীরাছ না থাকার কারণে (যা দ্বারা তারা হেদায়াতকে জানবে) তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছে। আর তাদের অধিকাংশের নিকট এটি পৌঁছেনি।

ইসলামের অবনতিশীল সময় ও দেশে মানুষের নিকট যে সামান্য ঈমান থাকবে তাতেই সে নেকী পাবে। আর যতক্ষণ কারো নিকট দলীল প্রমাণ না পৌঁছে ততক্ষণ সে ক্ষমার যোগ্য (সে যেকোন পাপ করুক না কেন)। পক্ষান্তরে যার নিকট দলীলাদি পৌঁছে গেছে তার গুনাহ মাফ হবে না। যেমন- প্রসিদ্ধ হাদীছে আছে-

يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاةً، و لا صيامًا، و لا حجًا، و لا عمرةً، إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، و يقولون: أدركنا آباءنا و هم يقولون: لا إله إلا الله

'মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন তারা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও ওমরাহ সম্বন্ধে কিছুই জানবে না তাদের বড় বড় শায়খ ও বৃদ্ধ লোক ছাড়া। তারা বলবে, আমাদের বাপ দাদাদেরকে পেয়েছি যে, তারা বলতেন, لا إله إلا الله 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকারের মাবুদ নেই'।

২. মাজমূ'আ ফাতাওয়া ১৩/৬৪-৬৫।

হোযায়ফা বিন ইয়ামান -কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, لا إله إلا الله তে কি লাভ হবে? তিনি বললেন, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে।[৩]

ঈমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) হ'তে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এটা এমন কিছু নয় যে, যা দ্বারা মানুষ নিজের ধারণা ও খাহেশাতে নাফ্স বা প্রবৃত্তির তাড়নার হুকুম দেয়। আর যারা নিজ ধারণা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কথা বলবে তারা কাফের একথা বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার ব্যাপারে কুফরীর শর্ত প্রমাণিত হবে। কাফের বলার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেগুলো দুরিভূত হ'লেই তাকে কাফের বলা যাবে।[৪]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযী বলেন, হুজ্জত (দলীল) কায়েম হওয়া সময়, জায়গা ও ব্যাক্তির কারণে ভিন্নতর হবে। কোন কোন সময় বা যুগে, কোন কোন জায়গা বা প্রান্তে হুজ্জত কায়েম হ'তে পারে কিন্তু অন্যত্র বা অন্য সময় নাও হ'তে পারে। যেমন- একজন জানল কিন্তু অন্য একজন জানতে পারল না। আর এটা তার বয়স কম অথবা পাগল হওয়ার কারণে তার বুদ্ধি নেই অথবা পার্থব্য করার মত তার ক্ষমতা নেই অথবা সে বক্তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু বুঝে না এবং কোন দোভাষী তার ভাষান্তর করার জন্য উপস্থিত ছিল না ইত্যাদি কারণে হ'তে পারে। আর এ সমস্ত কারণে তাকে নিরপরাধ মনে করা হবে।[৫]

(৬) (والعذرُ فى حقِّ غير المتمكن من العلم أوالعاجزِ عنه أولى و آكدُ من المتمكن منه، القادر على تحصيله) 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে সক্ষম নয় তার ওযর গ্রহণ করা বেশী দাবি রাখে ঐ ব্যক্তির চেয়ে, যে ইলম অর্জন করতে সক্ষম ও ইলম অর্জন করতে পারে'।

শায়খুল ইসলাম (ইবনে তায়মিয়াহ) বলেন, 'বান্দার উপর দলীল সাব্যস্ত হবে দু'টি শর্তে (১) কুরআনের ইলম অর্জন করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং (২) তার উপর আমল করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কিন্তু যে লোক ইলম শিখতে অপারগ, যেমন- পাগল অথবা আমল করতে অপারগ, যেমন- যে দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানে না অথবা তার দ্বীনের ইলম শিক্ষা করার কোন ক্ষমতাই নেই (তার উপর দলীল সাব্যস্ত হবে না)। আর এটাতো ইলমের অবনতিরই যুগ.....'।[৬]

৩. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৪৯; হাকেম ৪/৪৭৩; সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ, পৃঃ ৮৭।
৪. মাজমূ'আ ফাতাওয়া, ৩৫/১৬৫-১৬৬।
৫. ত্বারীকুল হিজরাতাইন, পৃঃ৪১৪।
৬. মাজমূ'আ ফাতাওয়া, ২০/৫৯।

আর জানা উচিৎ যে, ইলম, এ'তেক্বাফ, ইচ্ছা ও শারীরিক কসরত বা এবাদতের উপর অন্তরের ক্ষমতা আছে। ভুল-ভ্রান্তি ইলমের অন্তর্ভুক্ত হয় ইলম অর্জন করা অসুবিধা অথবা কষ্টকর হবার কারণে (ইলম অর্জন করা সম্ভব হয় নাই)।[৭]

যখন জানা গেল যে, যদি কেউ ইলম না থাকার কারণে যে ঈমানটি ওয়াজেব তা ছেড়ে দেয়, আর সেটি ইলম অর্জন করা হয়নি বলে। যেমন- তার নিকট রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছেনি অথবা ইলম অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ তাকে বলা হয়নি অসুবিধা থাকলেও ইলম অর্জন করতে হবে। আর এটি যে তার জন্য ঈমান ও দ্বীনের অপরিহার্য অংশ তা সে জানত না। যদিও তা প্রকৃত পক্ষে দ্বীন ও ঈমানের অপরিহার্য অংশ। যেমন- অসুস্থ, ভীত, এস্তেহাযা মেয়েলোক এবং ঐ সমস্ত ওযর ওয়ালা ব্যক্তি যারা পুরোপুরি ভাবে ছালাত আদায় করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় তারা যেভাবে ছালাত আদায় করতে সক্ষম হবে সেভাবে আদায় করাই ছহীহ হবে। আর এভাবেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে যারা সক্ষম তাদের যথানিয়মে ছালাত আদায় করা পূর্ণ ও উত্তম....।[৮]

আর এসবের প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী لا يكلف الله نفسا الا وسعها 'আল্লাহ কাওকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করার নির্দেশ দেন না' (বাক্বারা ২৮৬)।

[চলবে]

৭. আল-ইসতেক্বামাত ১/২৮।
৮. মাজমু'আ ফাতাওয়া, ১২/৪৭৮-৭৯।

রাজশাহী যেলা সম্মেলন

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

প্রিয় আহলেহাদীছ ভাই সকল!

যেলা সম্মেলন উপলক্ষে আপনাদের জানাই মুবারকবাদ। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৯৯ রোজ শনিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে রাজশাহী যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। উক্ত সম্মেলনকে সফল ভাবে পরিচালনার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন- আমীন!

আহবায়ক
সম্মেলন ব্যবস্থাপনা, কমিটি'৯৯
রাজশাহী যেলা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান*

ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে হজ্জ অন্যতম। ৯ম হিজরীর শেষে হজ্জ ফরয হয়।[১]

হজ্জের কতিপয় মাসায়েলঃ

সামর্থ্যবান মুমিনের উপরে হজ্জ ফরয। আল্লাহ বলেন,

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً-

'মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করা ফরয, যার পথের সামর্থ্য আছে' (আলে ইমরান ৯৭)।

অপর জায়গায় এসেছে- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ কর' (বাক্বারা ১৯৬)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا... رواه مسلم

'হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ কর।.....[২]

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا

'যে ব্যক্তি হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পরিত্যাগ করল, সে ইহুদী অথবা নাছারা হয়ে মৃত্যুবরণ করুক তাতে (ইসলামের) কিছুই যায় আসে না।[৩]

অন্য হাদীছে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه- متفق عليه

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে। অতঃপর সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি। সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে।[৪]

* গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়ায, সঊদী আরব ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
১. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ, ৯ম খণ্ড পৃঃ ৩।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৫।
৩. শায়খ বিন বায, মাসায়েলুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ, পৃঃ ২।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭।

অন্য হাদীছে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة- متفق عليه

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ এবং কবুল করা হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়।[৫]

মুহরেম ছাড়া অন্য কারো সাথে মেয়েদের হজ্জ সিদ্ধ নয়ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم و ليلة إلا و معها ذو محرم- متفق عليه

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন একদিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে কোন মুহরেমের সাথে ব্যতীত'।[৬]

এহরাম বাঁধার পূর্বে আতর বা খোশবু ব্যবহার করাঃ

عن عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأنى أنظر إلى وبيض الطيب فى مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو محرم- متفق عليه

'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর এহরামের জন্য এহরাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর এহরাম খোলার জন্য (১০ তারিখে) কা'বার তাওয়াফ করার পূর্বে খোশবু লগিয়েছি, এমন খোশবু যাতে ছিল মেশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধির ন্যায় সুগন্ধি, যেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার সিঁথায় এখনও খোশবু তৈলের ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি, অথচ তখন তিনি মুহরেম ছিলেন'।[৭]

তালবিয়া ছাড়া অতিরিক্ত শব্দ বলা ঠিক নয়ঃ

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل ملبدا يقول اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات- متفق عليه

'হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লা (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি "لبيك اللهم لبيك..."। (রাবী বলেন) তিনি এই ক'টি কথার অতিরিক্ত কিছু বলেননি'।[৮]

হজ্জ যাত্রার পূর্বে উপদেশ ও তওবা করাঃ

যখন কোন মুসলমান হজ্জ সম্পাদনের সংকল্প করবে, তখন তার উচিৎ হবে নিজ পরিবার-পরিজন এং সঙ্গী-সাথীগণকে তাক্‌ওয়ার উপদেশ দেওয়া। তার কোন দেনা-পাওনা থাকলে ওয়ারিছগণকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিবে এবং এর উপর সাক্ষী রাখবে। অতঃপর নিজের সকল প্রকার গুনাহ হ'তে তওবা করবে যাতে ঐ অন্যায়গুলি পুনরায় সংঘটিত না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

و توبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون –

'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর যাতে তোমরা কামিয়াব হবে' (নূর ৩১)।

হজ্জের প্রকারভেদঃ

হজ্জ তিন প্রকার। তামাত্তু, ক্বেরান ও ইফরাদ।

হজ্জে তামাত্তুঃ হজ্জের মাসে উমরার এহরাম বেঁধে ওমরার কাজ সম্পন্ন করে হালাল হওয়া। অতঃপর তালবিয়ার দিন (যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে) মক্কা বা তার পার্শ্ববর্তী কোন স্থান থেকে হজ্জের এহরাম বাঁধা।

হজ্জে ক্বেরানঃ এটি দু'ভাবে হ'তে পারে- (১) একই সাথে হজ্জ ও ওমরার এহরাম বাঁধা। এই জাতীয় হজ্জের নিয়তকারী কুরবানীর দিন ছাড়া হজ্জ ও ওমরাহ হ'তে হালাল হ'তে পারবে না। (খ) ওমরার এহরাম বেঁধে তারপর ওমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজ্জের নিয়ত ওমরার সঙ্গে শামিল করবে।

হজ্জে ইফরাদঃ শুধু হজ্জের এহরাম বাঁধবে এবং যখন মক্কা পৌঁছবে তখন 'তাওয়াফে কুদুম' করবে ও হজ্জের জন্য 'সাঈ' করবে। কিন্তু 'হালক' (মাথা মুণ্ডানো) বা 'কাছর' (চুল ছোট) করবে না এবং ঈদের দিন 'জামারাতুল আকাবা'য় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত এহরাম অবস্থায় থাকবে।

হজ্জে ক্বেরান ও ইফরাদের একই নিয়ম। পার্থক্য শুধু হজ্জে ক্বেরানে 'হাদী' (পশু) দেওয়া লাগবে আর ইফরাদে 'হাদি দেয়া লাগবে না। তবে হজ্জে তামাত্তু করাই উত্তম। কেন নবী করীম (ছাঃ) হজ্জে তামাত্তু করেছেন।

৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।
৬. বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৫।
৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৪০।
৮. বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৪১।

মুহরেমের পরিধেয় বস্ত্রঃ

পুরুষগণ সাদা সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করবে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের কাপড় পরিধান পূর্বক এহরাম বাঁধা বৈধ। তবে লক্ষণীয় যে, তাদের পোষাক যেন পুরুষদের পোষাকের ন্যায় না হয়।

মীকাতঃ

এহরাম বাঁধার স্থানকে মীকাত বলা হয়। মীকাত সর্বমোট পাঁচটি। যা নিম্নরূপ-

১. **(ذو الحليفة) যুল হুলাইফাহ্** মদীনা বাসীদের জন্য এবং যারা মদীনা হয়ে মক্কা যাবে তাদের মীকাত। বর্তমানে সেটি 'আবইয়ারে আলী' (أبيار علي) বলে পরিচিত।

২. **(الجحفة) আল-জুহ্ফাহ্** সিরিয়া বাসীদের এবং ঐ পথে যারা আগমন করবেন তাদের জন্য।

৩. **(قرن المنازل) কারনুল মানাযিল** নজদ বাসীদের (রিয়াযের) এহ্রাম বাঁধার স্থান। বর্তমানে 'আস্সায়েল' নামে প্রসিদ্ধ।

৪. **(يلملم) ইয়ালামলাম** ইয়েমেন বাসীদের মীকাত। এটিই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান বাসীদের মীকাত।

৫. **(ذات عرق) যাতে ইর্ক**। ইহা ইরাক বাসীদের মীকাত।

যে সমস্ত হাজীগণ বিমানে হজ্জে গমন করে থাকেন তারা বিমান বন্দরে এহরাম বাঁধতে পারেন অথবা মীকাত পৌঁছার পূর্বে হাজীগণকে বর্তমানে বিমানের দায়িত্বশিলগণ এহরাম বাঁধার ঘোষণা দিয়ে থাকেন। তখন সেখানে এহরাম বাঁধবেন।

পাঁচটি মীকাতের দলীলঃ

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذى الحليفة والطريق الآخر الجحفة و مهل أهل العراق من ذات عرق و مهل أهل نجد قرن و مهل أهل اليمن يلملم- رواه مسلم

'হযরত জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনাবাসীদের মীকাত হ'ল যুলহুলাইফা, অন্য পথে অর্থাৎ শামের পথে গমন করলে জুহফা, ইরাক বাসীদের মীকাত হ'ল যাতু ইরক, নজদ বাসীদের মীকাত হ'ল ক্বারনুল মানাযিল এবং ইয়ামান বাসীদের মীকাত হ'ল ইয়ালামলাম'।[৯]

৯. মুসলিম, মিশকাত আলবাণী হা/২৫১৭।

এহরাম বাঁধার পূর্বে করণীয়ঃ

হাত ও পায়ের নখ, গোঁফ, বগলের ও নিম্নের লোম প্রভৃতি পরিষ্কার করা এবং গোসল করা এবং এহরামের কাপড় পরিধানের পর সম্ভব হ'লে সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি।

হজ্জ ও ওমরাহ্ সম্পাদনঃ

অতঃপর হজ্জ বা ওমরার নিয়ত মৌখিক উচ্চারণ করবে। যদি তার নিয়ত শুধু ওমরার জন্য হয় তবে বলবে,

لبيك عُمْرَةً أو اللهم لبيكَ عمرةً

(লাব্বাইকা ওমরাতান' কিংবা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান')

অর্থাৎ 'উমরাহ করার জন্য তোমার দরবারে হাযির'। অথবা 'হে আল্লাহ উমরাহ করার জন্য তোমার দরবারে আমি হাযির'।

আর যদি তার নিয়ত হজ্জের জন্য হয়, তবে বলবে ,

لبيك حَجًا أو اللهم لبيكَ حَجًا

(লাব্বাইকা হাজ্জান' অথবা 'আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান')

অর্থাৎ 'হজ্জের জন্য তোমার দরবারে আমি হাযির। হে আল্লাহ হজ্জের জন্য তোমার দরবারে আমি হাযির'। এহরাম ব্যতীত অন্য যেকোন ইবাদতে সশব্দে নিয়ত উচ্চারণ ও পাঠ করা বিদ'আত।

কা'বা শরীফ না দেখা পর্যন্ত পুরুষদেরকে নিম্নের তাকবীরটি একাকী সশব্দে পড়তে হবে। আর মেয়েরা চুপে চুপে বলবে।

"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা)

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দ্বারে হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার, তোমার কোন শরীক নেই'। যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তখন ডান পা বাড়িয়ে বলবে,

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم و

بوجهه الكريم و بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم-

(বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হি আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা আ'উযূ বিল্লা-হিল আযীম ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম ওয়াবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম)

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি এবং দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

অতঃপর কা'বার দক্ষিণ পূর্ব কোণে 'হাজরে আসওয়াদে'র নিকট যাবে এবং সেটিকে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করে চুম্বন করবে। যদি ভীড়ের জন্য চুম্বন করা সম্ভব না হয় তবে بسم الله والله أكبر (বিসলিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার) বলে হাত দিয়ে ইশারা করে তাওয়াফ আরম্ভ করবে। 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শ করার সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়বে-

بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك و تصديقًا بكتابك و وفاء بعهدك و اتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم-

(বিসলিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার *আল্লাহুম্মা ঈমা-নাম বিকা ওয়া তাছদীক্বাম বিকিতা-বিকা ওয়া ওয়াফায়া বি আহদিকা ওয়া ইত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিইয়িকা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে আমি এই কর্তব্য পালন করছি'।

'হাজরে আসওয়াদ' হ'তে প্রত্যেক চক্র আরম্ভ করে পুনরায় সেখানে পৌঁছলে প্রথম চক্র শেষ হবে। এইভাবে সাত বার তাওয়াফ করতে হবে। 'রুকনে ইয়ামানী' হ'তে 'হাজরে আসওয়াদ' পর্যন্ত এই জায়গায় নিম্নের দু'আটি পড়তে হবে-

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

(রাব্বা-না আ-তিনা ফিদদুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযা-বান্না-র)

অর্থাৎ 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন'। 'রুকনে ইয়ামানী'তে পৌঁছে স্পর্শ করবে চুম্বন করবে না। ভীড় থাকলে প্রয়োজন নেই। তাওয়াফ শুরু করার সময় পুরুষদের দু'টি কাজ করতে হবে। মেয়েদের জন্য নয়। সেটি হচ্ছে-

১. **ইযতিবাঃ** ডান কাঁধ খোলা রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদর নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখতে হবে। অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রেখে বাম কাঁধ আবৃত করে উক্ত চাদর পরতে হবে। এর ফলে চাদরের দুই কোণই বাম দিকে থাকবে। তাওয়াফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইযতিবা অবস্থায় থাকবে।

২. **রামল করাঃ** রামল হ'ল ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা।

১ম তিন চক্করে 'রামল' বা দ্রুত চলতে হবে। বাকী ৪ চক্র স্বাভাবিক ভাবে চলতে হবে। তাওয়াফ শেষ হ'লে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে বা ভিড় থাকলে হারামের যেকোন স্থানে সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। ১ম রাক'আত قل يا أيها الكافرون.... (কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন...) এবং দ্বিতীয় রাক'আতে قل هو الله أحد... (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ...) সূরা ফাতেহার পর পড়ে ছালাত শেষ করবে। সম্ভব হ'লে ছালাত শেষে 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করবে। নচেৎ যম্‌যমের পানি পান করে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে যেন কা'বা দেখা যায় এমতাবস্থায় দুই হাত উঠিয়ে নিম্নের দো'আটি পড়বে-

لا إله إلا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده-

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহ ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহদাহু)

অর্থাৎ 'আল্লাহই কেবল ইবাদতের যোগ্য। তিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। যত প্রতিজ্ঞা তিনি পূর্ণ করেছেন। স্বীয় বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে ধ্বংস করেছেন'।

যতবার 'ছাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠবে ততবার এ দো'আটি পড়তে হবে।

অতঃপর 'ছাফা' হ'তে নেমে 'মারওয়া' পর্যন্ত সাত চক্র দিয়ে 'সাঈ' করতে হবে এবং দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে দ্রুত চলতে হবে এবং এ চিহ্নের আগে ও পরে স্বাভাবিক ভাবে চলতে হবে। তবে মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে ৭ চক্র শেষ করবে। তারপর 'ছাফা' হ'তে যখন 'মারওয়া' পৌঁছবে তখন 'ছাফা' পাহাড়ের ন্যায় হাত উঠায়ে দু'আ করতে

হবে। তবে ভীড় থাকলে পাহাড়ে উঠার প্রয়োজন নেই। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' এক 'সাঈ' এবং 'মারওয়া' হ'তে 'ছাফা' এক 'সাঈ'। এইভাবে 'ছাফা' হ'তে শুরু করে 'মারওয়া' গিয়ে সাত 'সাঈ' সমাপ্ত করবে। তাওয়াফ ও 'সাঈ'-এর জন্য কোন নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য দো'আ নেই। বরং তাওয়াফ ও সাঈ কারী ব্যক্তি যিকির, দো'আ অথবা কুরআন তেলাওয়াত যেটি সহজ মনে করবে সেটিই করবে। তবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে যেসব যিকির, দো'আ সাব্যস্ত আছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সাঈ পূর্ণ হ'লে মাথার চুল 'হাল্ক' বা মুণ্ডন (নেড়ে) করতে হবে অথবা মাথার সব চুল 'কাছর' বা ছোট করে ছেঁটে নিতে হবে। অধিকাংশ মাথা বাদ দিয়ে সামান্য কিছু চুল ছোট করা মোটেই উচিৎ নয়। তবে নেড়ে করা উত্তম। মেয়েরা তাদের চুলের বেনী হ'তে সামান্য এক গুচ্ছ চুল কেটে হালাল হবেন। এক্ষণে এহরামের কারণে যেসব বিষয় হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে।

মিনায় আগমনঃ

হজ্জে ইফরাদ বা ক্বেরানের নিয়তকারীগণ এহরাম অবস্থায় এবং হজ্জে তামাত্তু সম্পাদন কারীকে তার অবস্থান হ'তে ৮ই যিলহাজ্জ তারবিয়ার দিনে গোসল করে এহরাম বাঁধতে হবে। সম্ভব হ'লে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। অতঃপর 'তালবিয়া' পড়তে হবে।-

"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"

তালবীয়া পড়তে পড়তে মিনার দিকে অগ্রসর হবে এবং মিনায় পৌঁছে সময়মত যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের ছালাত আদায় করবে। তাহাজ্জুদ, ফজরের সুন্নাত ও বিতর বাদে অন্যান্য সুন্নাত-নফল আদায়ের কোন দলীল নেই। ছালাত 'কছর' করতে হবে। 'জমা' করা চলবে না। মিনায় অবস্থান কালে দো'আ, যিকির, তালবিয়া অধিক পরিমাণে পড়তে থাকবে।

যিলহাজ্জ মাসের নবম তারিখে সূর্য উদয়ের পর মিনা হ'তে আরাফার দিকে নীরব, নিস্তব্ধ ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে রওয়ানা হ'তে হবে। সূর্য উদয়ের পূর্বে রওয়ানা দেওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

আরাফাতে করণীয় কাজ সমূহঃ

আরাফায় পৌঁছে সেখানে যোহর ও আছরের ছালাত আওয়াল ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ছালাতের জন্য দুই একামত দ্বারা 'কছর' সহ একত্রে 'জমা' করে আদায় করতে হবে। সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ করে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তোলে দো'আ ও যিকির-আযকার করতে হবে। আরাফা ময়দানের যেকোন স্থানে অবস্থান করতে পারলেই 'উকূফে আরাফা'র হুকুম আদায় হয়ে যাবে। সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। তবে অনেকেই যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা দেন। এটি সুন্নাতের বিপরীত কাজ। বরং সুন্নাত তরীকা হচ্ছে সূর্য ডুবার পর রওয়ানা দিতে হবে। আবার অনেকেই আরাফাতেই মাগরিবের ছালাত আদায় করেন এটিও সুন্নাতের বিপরীত কাজ। বরং সূর্যাস্তের পর ধীরে সুস্থে গমন করতে হবে এবং মুজদালেফাতে গিয়ে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করে আদায় করতে হবে। এশার ছালাত কছর করতে হবে আর মাগরিবের তিন রাক'আত ফরয আদায় করতে হবে। অতঃপর রাত্রি শেষে সেখানে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তোলে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অধিক হারে দো'আ ও যিকির-আযকার করতে হবে।

সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনার দিকে রওয়ানা হ'তে হবে। তবে মহিলা, বৃদ্ধ ও দুর্বল লোকেরা যদি অর্ধ রাত্রির পর পরই যেতে চায়, তাতে কোন দোষ নেই। কংকর নিক্ষেপ করার জন্য মাত্র সাতটি ছোট ছোট কংকর মুযদালেফাহ হ'তে সঙ্গে নিতে হবে। বাকী কংকর মিনায় সংগ্রহ করতে হবে।

মিনায় পৌঁছার পর করণীয় কাজ সমূহঃ

মিনায় 'জামারাতুল আকাবাহ' নামক স্থানে পৌঁছে 'তালবিয়াহ' পাঠ বন্ধ করবে এবং পরপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

কংকর মারার পরে কুরবানীর পশু যবেহ করবে। কুরবানী নিজে অথবা বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মাধ্যমেও করা যায়। যবেহ করার সময় বলতে হবে-

بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك و لك

(বিসমিল্লা-হে ওয়া-ল্লাহু আকবার আল্লা-হুম্মা হাযা মিনকা ওয়া লাকা)

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করছি। আল্লাহ অতি মহান। হে আল্লাহ! ইহা তোমারই তরফ হ'তে প্রাপ্ত ও তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত'।

উক্ত কুরবানীর গোশত নিজে খাবে ও গরীব মিসকিনদেরকে দান করবে।

কুরবানী করার পর মাথা মুণ্ডন করবে অথবা সব চুল ছোট করে কাটবে। আর মেয়েরা তাদের চুল আঙ্গুলের অগ্রভাগ

পরিমাণ কাটবে। চুল কাটা হ'লেই প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর অন্য কাপড় পরিধান করবে ও স্ত্রী সম্ভোগ ব্যতীত অন্য সব হালাল হয়ে যাবে।

তারপর মিনা হ'তে কা'বা গৃহে 'তাওয়াফে ইফাযা' করার জন্য আসতে হবে। 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী 'তাওয়াফে ইফাযা' করে ছাফা-মারওয়া সাঈ করবে। আর হজ্জে ক্বেরান বা ইফরাদ সম্পাদনকারী যদি প্রথমে মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম (আগমনের তাওয়াফ) ও সাঈ করে থাকে, তাহ'লে 'তাওয়াফে ইফাযার' পর 'সাঈ' করবে না। এরপর পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে।

'তাওয়াফে ইফাযা'র পর মিনায় ফিরতে হবে এবং সেখানে অবস্থান করবে ১১, ১২ ও ১৩ই ই যুলহিজ্জাহ পর্যন্ত অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো সেখানেই কাটাতে হবে। কেউ যদি ১১ ও ১২ তারিখের রাত্রি অতিবাহিত করে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা পোষণ করে তবে তাও জায়েয আছে।

'তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদন কারীর পক্ষে যদি কুরবানী করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে দশ দিন ছিয়াম রাখা তার জন্য ওয়াজিব। তিন দিন হজ্জের সময় ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রাখলে সহজ হবে এবং সাতদিন ঘরে ফিরার পর রাখবে।

মিনায় অবস্থান কালে ১১ তারিখ হ'তে প্রতিদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর একটি বিকট আওয়াজ হবে (সাইরেনের ন্যায়), তখন ৩টি জামারাতে সাত সাত করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবে ও প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। অনেকেই কংকরের পরিবর্তে জুতা, ছাতা, সেণ্ডেল ইত্যাদি নিক্ষেপ করে থাকেন। এটি শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। ১১ তারিখের ন্যায় ১২ তারিখেও তিন জামারাতে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবে। ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা ত্যাগ করবে। নচেৎ সূর্য যদি মিনায় অস্ত যায় তাহ'লে ১৩ তারিখেও ২১টি কংকর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করবে। মিনাতে তিন রাত অবস্থান করা উত্তম।

অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তিরা যদি কংকর নিক্ষেপ করতে সামর্থ্য না রাখে তাহ'লে তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা কংকর নিক্ষেপের কাজ সম্পাদন করবে। তবে প্রথমে নিজের তরফ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে এবং পরে স্বীয় মুয়াক্কিলের (প্রতিনিধি) পক্ষ থেকে একই স্থানে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করবে। তিনটি জামারার পীলারের গায়ে মারা শর্ত নয়। বরং পীলারের গোড়ায় ঘেরা বাউণ্ডারীর মধ্যে কংকর পড়লেই চলবে। হজ্জের কার্যসমূহ সম্পাদনের পর দেশে ফিরার পূর্বে কা'বা শরীফে 'তাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ করবে। ঋতুবর্তী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েরা তাওয়াফ নাও করতে পারেন।

'তাওয়াফে বিদা'র পর হজ্জের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। এরপর যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করতে চায় তবে তিনি মদীনায় যাবেন। কিন্তু হজ্জের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এক নযরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ

☆ মীকাত হ'তে এহ্‌রাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবে।

☆ 'হাজরে আসওয়াদ' হ'তে তাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত তাওয়াফ সমাপ্ত করবে এবং 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজরে আসওয়াদে'র মধ্যে 'রাব্বানা আতিনা.....' পড়তে হবে।

☆ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে অথবা অন্য কোথাও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যমযমের পানি পান করবে।

☆ অতঃপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু.... ওহদাহ' পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবে। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবে। তবে মেয়েরা স্বাভাবিক গতিতে চলবে। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সাত বার 'সাঈ' করবে এবং 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

☆ সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করতে হবে। আর এটিই উত্তম। তবে সব চুল ছোট করাও জায়েয আছে। মেয়েরা চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা বরাবর চুল ছাঁটবে।

☆ 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষে পূর্ণ হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবে। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বেরান' সম্পাদনকারী এহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, যদি সাথে কুরবানীর পশু না থাকে।

☆ ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের এহরাম বাঁধতে হবে এবং "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" বলতে বলতে মিনার দিকে অগ্রসর হবে।

☆ মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহ্‌র, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত প্রত্যেক ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় 'কছর' আদায় করবে। জমা করা চলবে না।

☆ ৯ই তারিখে সূর্যোদয়ের পর নীরবে আরাফার দিকে যাত্রা আরম্ভ করবে। সেখানে গিয়ে দো'আ ও যিকির-আযকার অধিক মাত্রায় করবে এবং মসজিদে নামেরায় আরাফার ভাষণ শেষে সমবেতভাবে সূর্য ঢলার সাথে সাথে যোহর ও আছরের ছালাত কছর ও জমা তাক্বদীম করে আদায় করতে হবে।

সূর্য ডুবার সাথে সাথে মুজদালেফার দিকে রওয়ানা দিতে হবে। আরাফায় মাগরিবের ছালাত আদায় করবে না বা মাগরিবের আগেও সেখান থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা দিবে না।

☆ মুজদালিফায় পৌঁছে এক আযান ও দুই একামতে মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করবে। এ সময় মাগরিব ৩ রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত কছর ছালাত পড়তে হবে। অতঃপর রাতে বিশ্রাম নিয়ে ফজরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ফর্সা হ'লে পুনরায় মিনার দিকে অগ্রসর হবে। মুজদালেফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে আসবে।

☆ মিনায় পৌঁছে প্রথমে 'জামারাতুল আকাবা'তে গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কংকর মারা হ'লে কুরবানী থাকলে যবেহ করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটতে হবে।

☆ অতঃপর হালাল হয়ে এহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে আবার কা'বার দিকে রওয়ানা দিতে হবে 'তাওয়াফে ইফাযা' করার জন্য।

☆ 'তাওয়াফে ইফাযা' করে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীকে পরে ছাফা-মারওয়া সাঈ করতে হবে। আর হজ্জে ক্বেরান কিংবা ইফরাদ সম্পাদনকারী প্রথমে মক্কায় পৌঁছে 'তাওয়াফে কুদুম' করে থাকলে শেষে 'তাওয়াফে ইফাযা'র পর সাঈ করবে না।

☆ কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় চলে যাবে এবং সেখানে বিশ্রাম নিবে ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কেবল কংকর নিক্ষেপ করবে।

☆ ১১ তারিখে দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে ১ম জামারাতুল আকাবাতে ৭টি নিক্ষেপ করবে। অতঃপর ২য়টিতে ৭টি ও ৩য়টিতে ৭টি কংকর মারবে এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

☆ ১২ তারিখে ১১ তারিখের ন্যায় ২১টি কংকর মারবে। ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্য ডুবার আগেই যদি কেউ ফিরতে চায় তবে ফিরতে পারে। আর যদি ১২ তারিখে সূর্য মিনায় ডুবে যায় তাহ'লে তাকে তথায় অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে।

☆ ১২ বা ১৩ তারিখে কংকর মারার পর কা'বা গৃহে এসে 'তাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। শুধুমাত্র ঋতুবর্তী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'তাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[১০]

আল্লাহ সকলকে হজ্জে গমন করার এবং মহানবী (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হজ্জ সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

১০. মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন

মূলঃ শামস পীরযাদা
ভাষান্তরঃ আব্দুর রাযযাক

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

রাসূলের (ছাঃ) হাদীছের সম্পর্ক দ্বীন ও তার শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত, তাই যে কথাই হাদীছের নামে পেশ করা হবে, তা দ্বীনের একটি অংশ রূপে স্বীকৃত হবে। অন্য কথায়, এর দ্বারা এই ব্যাপারটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের (ছাঃ) মাধ্যমে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই এই কাজগুলো তাঁর পসন্দনীয় এবং এই এই কাজগুলো তাঁর অপসন্দ অথবা অমুক অমুক কাজে তিনি এই এই পুরস্কার এবং অমুক অমুক কাজে তিনি এই এই সাজা দেবেন। বলাই বাহুল্য যে, এটা একটা মস্তবড় দায়িত্বের ব্যাপার। যদি প্রকৃতই এই হাদীছ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা ছহীহ হয় তাহ'লে তা দ্বীনের শিক্ষার মধ্যে গণ্য হবে এবং তখন এ ব্যাপারে মুসলমানদের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের অবকাশ থাকে না। তার উপর এটা বাধ্যতামূলক যে, সে রাসূলের (ছাঃ) প্রতিটি কথা মেনে নেবে এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করবে। হাদীছের এই গুরুত্বকে সামনে রেখে অতীতের বুজুর্গগণ হাদীছ গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং অবিশ্বাস্য রিওয়ায়াতগুলোকে গুরুত্ব দিতেন না। বিখ্যাত তাবেঈ ইবনে সীরীন বলেন, 'হাদীছ হ'ল দ্বীন সুতরাং তুমি লক্ষ্য রেখো যে, কার কাছ থেকে দ্বীন হাছিল করছ।

(আলকিফায়াতু ফি ইল্‌মীর রিওয়ায়েত, খতীব বাগদাদী, পৃষ্ঠা-১৬২)

আল্লাহ ও রাসূলের নামে মিথ্যা কথা পেশ করা

কিন্তু যদি কোন 'হাদীছ' বাস্তবিকই রাসূলের (ছাঃ) কথা বা কাজ না হয় তাহ'লে তা একটি মিথ্যা, যা রাসূলের (ছাঃ) নামে এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নামের সাথে জুড়ে দিয়ে দ্বীনের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। এটা হ'ল আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা। এ ব্যাপারে কুরআনে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ-

'ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা রচনা করে অজ্ঞ লোকদের গুম্‌রাহ করার জন্যে?' (আন'আম ১৪৪)।

'বলো! আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছিলেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করছ' (ইউনুস ৫৯)।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তারা

কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে কি মনে করেছে? (ইউনুস ৬০)।

অনুরূপভাবে নবী (ছাঃ)ও ঐ ব্যক্তিদের জন্যে জাহান্নামের অভিশাপ শুনিয়েছেন, যারা তাঁর নামে মিথ্যা আরোপ করে-

'যে আমার নামে জেনে-বুঝে মিথ্যা কথা বলে সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করুক' (বুখারী)।

'যে ব্যক্তি আমার নামে কোন হাদীছ বর্ণনা করে এবং সে জানে যে, তা মিথ্যা। তাহ'লে সেও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন' (মুসলিম)।

কোন্ ব্যক্তিরা হাদীছ রচনা করে

এই অভিশাপ ও সতর্কবাণী সত্ত্বেও অসংখ্য হাদীছ বানিয়ে নবী (ছাঃ) -এর নামে বলা হয়েছে। এ রকম হাদীছকে 'মাওযূ' অর্থাৎ বানানো বা জাল বলা হয়। এই সব যারা বানিয়েছে তাদের মধ্যে বদ নিয়ত সম্পন্ন লোকও ছিল এবং নেক নিয়েত সম্পন্ন লোকও ছিল। সুতরাং দ্বীনের দুশমনরা ইসলামের আচ্ছাদন গায়ে জড়িয়ে উম্মতের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি করার জন্যে হাদীছ বানিয়েছে। সুলতানদের সন্তুষ্ট করার জন্যেও নবী (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বলা হয়েছে এবং তারগীব ও তারহীব অর্থাৎ ভালো কাজে উৎসাহ দিতে এবং গুনাহের ব্যাপারে ভয় দেখাবার জন্যেও হাদীছ বানানো হয়েছে। নেক নিয়তের সাথে হাদীছ বানানোর এই কাজ কিছু ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি ও ছূফীদের মাধ্যমেও হয়েছে।

কোন কোন ফিৎনাবাজ লোক এটা প্রকাশও করেছে যে, তারা হাদীছ বানিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মাহদী আব্বাসীর খিলাফত কালে আব্দুল করীম বিন আবুল উরজাকে যখন হত্যা করার জন্যে আনা হলো, তখন সে প্রকাশ করল যে, সে চার হাজার হাদীছ বানিয়েছে। আবু আসমাহ নূহ বিন আবি মারইয়াম নামক একজন লোক ছিল, যে কুরআনের প্রতি সূরার ফযীলত বর্ণনা করে হাদীছ বানিয়েছিল এবং পরে তা প্রকাশ করে বলে, যখন সে দেখল যে, আবু হানীফার ফিকাহ এবং মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের 'মাগাযী'র দিকে লোকেদের হৃদয়ের টান বেড়ে যাচ্ছে এবং কুরআনের দিকে মনোযোগ হ্রাস পাচ্ছে তখন সে নেকীর কাজ মনে করে এইসব হাদীছ বানিয়েছিল (কিতাবুল মাউযূ'আত, ইবনে জাওযী, পৃষ্ঠা ১৪)

ওয়াহ্হাব বিন মুমবাহ, যে একজন ইহুদী ছিল এবং পরে মুসলমান হয়েছিল আমলের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীছ জাল করত (মুক্বাদ্দামাহ, প্রণেতা আব্দুর রহমান বিন উসমান, কিতাবের নাম আল-মাওযূ'আত, পৃষ্ঠা ৮)।

আবু দাউদ নাখঈ নিতান্তই ইবাদাত গুযার ব্যক্তি ছিলেন। রাতে দীর্ঘক্ষণ নামায পড়তেন এবং দিনে প্রায়ই রোযা রাখতেন। আবার সেই সঙ্গে হাদীছও বানাতেন (কিতাবুল মাউযূ'আত, পৃষ্ঠা ৪১)।

গোলাম খলীলকে 'রিকায়েক' অধ্যায়ের হাদীছগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে বলতে থাকে, 'আমরা এই হাদীছগুলো এইজন্যে বানিয়েছি, যাতে জনসাধারণের অন্তরে অনুরাগ পয়দা হয়' (কিতাবুল মাওযূ'আত পৃষ্ঠা ৪০)।

গল্পপ্রিয় মহাশয়রা লোকদের মুগ্ধ করার জন্যে ও নিজের মজলিসের সৌন্দর্য বাড়াতে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নবী (ছাঃ) -এর প্রতি আরোপ করত। ইরাকে তো প্রায় ইহার ট্যাকশাল ছিল। যেখানে মিথ্যা হাদীছের সিক্কা তৈরী করা হ'ত। শি'আরা এ ব্যাপারে সম্মুখ সারিতে ছিল। ডঃ মুস্তাফা আস্‌সাবায়ী বলেন, 'ওয়াযকারীরাই প্রথম ব্যক্তিত্বের ফযীলতমূলক হাদীছ বানানো শুরু করেন। তারা নিজেদের ইমামদের ও নিজেদের ফিরকার নেতাদের মহিমার প্রমাণ পেশ করার জন্যে প্রচুর হাদীছ তৈরী করেছেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, এই কাজ সর্বপ্রথম শি'আদের বিভিন্ন দল আঞ্জাম দিয়েছে। সুতরাং ইবনে আবি হাদীদ 'নাহজুল বালাগা'র ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'এটা বোধগম্য হয়ে যাওয়া উচিৎ যে, ফাযায়েলের হাদীছগুলোতে শি'আদের পক্ষ থেকেই মিথ্যা আনা হয়েছে এবং এর মোকাবেলায় আহলে সুন্নাতের অজ্ঞ লোকেরাও হাদীছ বানিয়েছে' (আস্‌সুন্নাতো ওয়া মাকানাতিহা ফিত তাশ্‌রীইল ইসলামী, পৃষ্ঠা ৭৫)।

রাফেযীরা হযরত আলী ও আহলে বাইতের ফযীলত বর্ণনা করে হাযার হাযার হাদীছ বানিয়েছে। ইমাম শাফেঈ বলেন, আমি স্বৈরাচারীদের মধ্যে রাফেযীদের মত মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী দল আর দেখিনি।

মওযূ হাদীছের বর্ণনা

এখানে আমরা মওযূ হাদীছের কিছু নমুনা পেশ করছি যা থেকে অনুমান করা যাবে যে, লোকদের মধ্যে হাদীছের নামে কত ভুল কথা বিখ্যাত হয়ে গেছে এবং সাধারণ লোকতো বটেই কখনো কখনো আলেমদের মুখ থেকেও এইসব হাদীছ শোনা যায়।

(১) 'দেশপ্রেম ঈমানের অন্তর্গত' (حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الاِيْمَانِ)।

এর কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু বর্তমান যুগে যখন দেশপূজার প্রথা চালু হয়েছে তখন শুধু নেতারাই নয় বরং কিছু আলেমও এটাকে নবী (ছাঃ) -এর হাদীছ হিসাবে পেশ করা শুরু করেছেন। অথচ এ কথা বলাই বাহুল্য যে, দেশের প্রতি ভালবাসা এমন কোনো জিনিস নয় যার সম্পর্ক ঈমানের সাথে হবে। মানুষ নিজের ঘরের প্রতি ভালবাসা রাখে এবং নিজের পালিত পশুর প্রতিও ভালবাসা রাখে কিন্তু এটা ঈমানের কোন শাখা নয় কেননা এই ভালবাসার

ব্যাপারে মুমিন ও কাফির সবাই সমান। আর দ্বীনের খাতিরে তো নবী (ছাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে মক্কা সবচেয়ে পবিত্র ভূমি এবং নবী (ছাঃ) -এর জন্মভূমি ছিল।

আল্লামা মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবানী এটাকে জাল বলে ঘোষণা করে লিখেছেন যে, সিগানী (পৃঃ ৭) ও অন্যান্যরা এটা জাল হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল মাওযু'আহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫)।

(২) 'আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরওয়াজা' (اَنَا مَدِيْنَةُ العِلْمِ وعَلِىٌّ بَابُهَا) এর সনদের ব্যাপারে ইবনে জাওযী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং লিখেছেন, এর রাবীদের মধ্যে আবুস সলাত হারবী রয়েছে যে মিথ্যাবাদী এবং সেই-ই এই হাদীছ বানিয়েছে এবং অপরাপর রাবীরা তার থেকে নিয়ে বর্ণনা করেছে (কিতাবুল মাওযু'আত, জিল্দ ১, পৃঃ ৩৫০-৩৫৫)।

শায়খ ইসমাঈল আল-আজলূনী বলেন, এই হাদীছ অসংবদ্ধ এবং অপ্রমাণিত। যেমনটা দারকুতনী 'আল-ইল্লাল' এ লিখেছেন এবং তিরমিযী এটাকে মুনকার বলে ঘোষণা করেছেন। বুখারী বলেন যে, এর কোন সনদই ছহীহ নয় এবং খতীব বাগদাদী ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটা মিথ্যা এবং এর কোন ভিত্তি নেই (কাশফুল খুফা, জিল্দ ১, পৃঃ ২০৩)।

(৩) 'যদি তুমি না হ'তে তাহ'লে আমি আকাশ সৃষ্টি করতাম না' (لَوْ لاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الاَفْلاَكَ)।

এই হাদীছ নবী (ছাঃ) -এর শানে পেশ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই কথা আল্লাহতা'আলা নবী (ছাঃ) -এর উদ্দেশ্যে বলেছেন। কিন্তু কুরআনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সত্যের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কোন ব্যক্তিত্বের জন্যে পয়দা করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। আল্লামা আলবানী এই হাদীছের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, এটা জাল। যেমন ভাবে সাগানী 'আল আহাদীছুল মাওযু'আত' -এ এর উল্লেখ করেছেন (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা, জিল্দ ১, পৃষ্ঠা ২৯৯)।

(৪) 'আমার উম্মাতদের মধ্যকার মতবিরোধ রহম স্বরূপ' (اِخْتِلاَفُ اُمَّتِى رَحْمَةٌ) আল্লামা আলবানী বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই এবং এই হাদীছ নিজের অর্থের দিক থেকে সত্যপন্থী আলেমদের নিকট গ্রহণের অযোগ্য। ইবনে হাযাম এটাকে নিতান্তই বাজে কথা বলে ঘোষণা করেছেন (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা, জিল্দ ১, পৃঃ ৭৬)।

কুরআনে মতবিরোধ করতে নিষেধ করা হয়েছেঃ

'এবং নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করোনা নতুবা তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা পয়দা হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে' (আনফাল ৪৬)।

এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি কোন মতবিরোধ পয়দা হয়ে যায় তাহ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।

'যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হয় তাহ'লে সেটাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' (নিসা ৫৯)।

বোঝা গেল যে, শরীয়ত মতবিরোধকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং ঘটনাও এই যে, উম্মতের মধ্যে যে মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছে তা মিল্লাতকে দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাহ'লে তাকে আবার রহমত বলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? বোঝা গেল যে, এ হাদীছ হাদীছই নয়।

(৫) 'জ্ঞানের অনুসন্ধান করো যদি তা চীনেও থাকে' (اُطْلُبُوا العِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ)। ইবনে জাওযী লিখেছেন যে, এই হাদীছের সম্বন্ধ রসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সাথে ছহীহ ভাবে যুক্ত হয়নি। এর একজন রাবী হাসান বিন আতিয়াকে আবু হাতিম রাযী যাঈফ বলেছেন এবং অপর একজন রাবী আবু-আত্কাহকে বুখারী মুনকার বলেছেন এবং ইবনে হিব্বান বলেছেন, এ হাদীছ বাতিল ও ভিত্তিহীন (কিতাবুল মাওযু'আত, জিলদ ১, পৃঃ ২১৬)।

এবং আল্লামা আলবানী বলেন, এ হাদীছ বাতিল। (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফ, জিল্দ ১, পৃষ্ঠা ৪১৩)। হাদীছটির বক্তব্যও তার হাদীছে রাসূল না হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা দ্বীনের পরিভাষায় ইল্মের অর্থ হ'ল দ্বীনের ইল্ম এবং ইলমের উৎস হ'ল কিতাব ও সুন্নাহ যার আধার হ'ল মদীনাতুর রাসূল। একে ছেড়ে ইলমের অনুসন্ধানে চীনে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

(৬) 'যার কোন সন্তান জন্মালো আর সে তার নাম বরকত পাবার জন্যে মুহাম্মাদ রাখলো তাহ'লে সে ও তার সন্তান উভয়েই জান্নাতে থাকবে' (مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِه كَانَ هُوَ وَ مَوْلُوْدُهُ فِى الْجَنَّةِ)। আল্লামা আলবানী লিখেছেন যে, এই হাদীছটি জাল এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম একে বাতিল বলেছেন (সিলসিলাতুল আহাদিছুয যঈফ, জিল্দ ১, পৃষ্ঠা ২০৭)।

কুরআন পারলৌকিক সাফল্যের জন্যে ঈমান ও সৎকর্মকে প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছে। এই হাদীছে জান্নাতে

যাবার জন্যে এই সহজসাধ্য (Short cut) রাস্তা বের করেছে যে, সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখো আর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। যেন আল্লাহ্র নিকট কাজের বিচার হবে না। এটা স্বতঃই প্রকাশিত হচ্ছে যে, এই হাদীছ কোন বিদ'আতীর বানানোই হ'তে পারে।

(৭) 'সূদ হারাম হওয়ার সত্তরটি স্তর আছে। আল্লাহ্র নিকট সর্বনিম্ন স্তর এই যে, মানুষ নিজের মায়ের সাথে যেনা করে' (الرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا أصغرها عندَ اللهِ كَالَّذِى يَنْكِحُ أُمَّهُ)।

এই হাদীছকে ইবনে জাওযী বিভিন্ন ভাবে পর্যালোচনা করে লিখেছেন যে, এর মধ্যে কিছুই ছহীহ নেই (কিতাবুল মাওযু'আত, জিল্দ ১, পৃঃ ২৪৫)।

(৮) 'প্রতিটি নবীর একজন করে তত্ত্বাবধায়ক থাকে। আলী আমার তত্ত্বাবধায়ক ও ওয়ারিশ' (لِكُلِّ نَبِىٍّ وَصِىٌّ وَ اِنَّ عَلِيًّا وَصِىِّ وَ وَارِثِى)। ইবনে জাওযী বলেন, এই হাদীছ দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি হ'ল মুহাম্মাদ বিন হামীদের মাধ্যমে যাকে আবু যারয়াহ ও ইবনে ওয়ারাহ মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করেছেন এবং দ্বিতীয়টি ফারইয়া নানীর মাধ্যমে, যার সম্বন্ধে ইবনে হিব্বান বলেন যে, সে গুরুত্বপূর্ণ রাবীদের থেকে এমন ভাবে হাদীছ বর্ণনা করে, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবৃত নয়। তাছাড়া বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে একজন রাবী মুসলিমাহ বিন ফযল। তার সম্বন্ধে ইবনে মদনী বলেছেন, আমরা তার হাদীছকে রদ করে দিয়েছি (কিতাবুল মাওযু'আত, জিল্দ ১, পৃষ্ঠা ৩৭৬)।

ঘটনা হ'ল যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর ফযীলত এবং তাঁর ইমামত ও খিলাফত সম্বন্ধে শি'আরা প্রচুর হাদীছ জাল করেছে, যেগুলোর মধ্যে আমাদের পেশকৃত নমুনা হাদীছটি অন্যতম।

(৯) 'যার মৃত্যু এই অবস্থায় হবে যে, সে তার যুগের ইমামকে চেনেনি সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে' (مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً)। নাছীরুদ্দীন আলবানী বলেন যে, এই রকম শব্দবিশিষ্ট হাদীছের কোন ভিত্তি নেই এবং এই হাদীছ শি'আদের ও কাদিয়ানীদের কিতাবে পাওয়া যায় (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা, জিল্দ ১, পৃঃ ৩৫৪)।

[চলবে]

[ইদারা দাওয়াতুল কুরআন, ৫৯ মোহাম্মাদ আলী রোড, বোম্বাই-৩, ভারত থেকে প্রকাশিত জনাব আব্দুর রাজ্জাক অনূদিত 'মওযূ ও যায়ীফ হাদীসের প্রচলন' নামক বইটি ঈষৎ বানান পরিবর্তন করে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'ল। -সম্পাদক]

ধূমপান এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র

*-আব্দুল আউয়াল**

প্রারম্ভিকঃ

'ধূমপানে (Smoking) বিষপান' কথাটি জানে না সমাজে এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার। তবে কেন এ ধূমপান, কেনই বা মানুষ প্রতিনিয়ত এমন এক শোচনীয় মৃত্যুর দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায়? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দু'কথা লিখছি। সম্ভবতঃ কাজের কাজ তেমন কিছুই হবেনা, কেননা আমরা সভ্য জগতের লোকেরা অনেক কিছু খারাপ জেনেই করি। কেন করি? সদুত্তর দিতে পারি না।

ধূমপানের গোড়ার কথাঃ

সিগারেট-বিড়ির কাঁচামাল হ'ল তামাক। আমেরিকার 'মায়া' ভাষায় 'সিকার' শব্দের অর্থ হ'ল 'ধূমপান'। আর 'সিকার' থেকে পরবর্তীতে ফ্রান্সে 'সিকারো' শব্দটির 'সিগারেট' নামকরণ হয়েছে।

তামাক মূলতঃ দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর, বলিভিয়া, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় জন্মায় বলে ভ্যভিলভ (VAVILOV) নামক জনৈক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৪৯৮ সালে রাণী ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা রেড ইন্ডিয়ানদের ধূমপান করতে দেখেন। এক ধরনের পাতা ছোট বাঁশের নলের ভিতর দিয়ে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে রেড ইন্ডিয়ানরা ধোঁয়া পান করত। সে সময়ে ধূমপানকে এরা এক ধরনের চিকিৎসার অংশ হিসাবে মনে করত। যে পাতাতে আগুন জ্বেলে ধূমপান করত তার নাম ছিল 'কয়োবা'। আর নলটির নাম ছিল 'টোবাকো'। পরবর্তী সময়ে পাতার মূল নামের পরিবর্তে নলের নামে পাতাটির পরিচয় 'টোবাকো' (TOBACO) হয়ে যায়। আমেরিকার বর্তমান ভার্জিনিয়া রাজ্যে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পর স্যার ফ্রান্সিস ডেক্পাইপ দিয়ে তামাক খাওয়ার অভ্যাস আয়ত্ত করেন রেড ইন্ডিয়ানদের নিকট থেকেই। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের এই ভার্জিনিয়াতেই প্রথম কয়েকজন ইংরেজ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং তাদের অনূঢ়া রাণীর নামানুসারে জায়গাটির নাম দেয় ভার্জিনিয়া। ভার্জিনিয়ার গভর্ণর র‍্যালফ ছিলেন একজন ধূমপায়ী।

** বি,এস-সি (অনার্স) এম,এস-সি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। নারুলী, বগুড়া।*

স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ভার্জিনিয়ার গভর্ণর র‍্যালফ এর কাছ থেকে তামাক সেবন শেখেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রথম রাণী এলিজাবেথের রাজদরবারে ধূমপান চালু করেন। উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে ইউরোপিয়রা ভার্জিনিয়া থেকে তামাকের ছোট ছোট চারাগাছ ও তামাক পাতা ইউরোপে আমদানী শুরু করে। তামাক চাষ ও ধূমপান এভাবেই শুরু হয় ইউরোপে। ১৮৫৩ সালে কিউবার রাজধানী হাভানায় সর্বপথম সিগারেটের কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৮৮৩ সালে সিগারেট উৎপাদন শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে।[১] এভাবে আমেরিকা, ইউরোপ এবং পরবর্তীতে বিশ্বের প্রায় সকল জায়গায় তামাকের ব্যবহার ও চাষ শুরু হয়। ১৬০৫ সালে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে তামাক আনয়ন করে। বাংলাদেশে তামাকের চাষ শুরু হয় ১৭৯০ সালে। সুদূর ভার্জিনিয়া থেকে এ তামাকের বীজ আমদানী করা হয়।[২] কাল পরম্পরায় এবং জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণাগুণের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল যেলাতেই তামাক উৎপন্ন হয়।

ধূমপানকে ভয় কেন?

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সিগারেটে প্রায় ১২ হাযার রকমের পদার্থ আছে, যার কোনটিই আমাদের জন্য উপকারী নয়। বরং সবকটিই ক্ষতিকর। তামাক পাতায় থাকে নিকোটিন, টার, ক্যাডমিয়াম, জৈব এসিড ও নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ। এছাড়া সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকে মরণবিষ কার্বন মনোক্সাইড ও ক্যান্সার উদ্রেককারী নানারকম কারসিনোজেন। যেমন- বেনজোপাইরিন, ডাই মিথাইল নাইট্রোসোমাইন, মিথাইল, ইথাইল, নাইট্রোসোমাইন, ডাই ইথাইল নাইট্রোসোমাইন, এন নাইট্রোসোনর নিকোটিন, নাইট্রোসোপাইরেলেডিন, কুইনোলিন প্রভৃতি।[৩]

ধূমপানের সময় বেশীরভাগ নিকোটিন ও টার সিগারেটের ধোঁয়ার বাইরে বেরিয়ে আসে। নিকোটিন শরীরের রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে। ফলে রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রধান প্রধান অঙ্গের বিশেষ করে হার্টের করোনারী রক্ত নালিকা আক্রান্ত হ'লে যেকোন মুহূর্তে একজন মানুষের জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। নিকোটিন অপেক্ষাও বেশী ক্ষতিকর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস, যা ২৮% বেশী গৃহীত হয় সিগারেটে ফিল্টার সংযুক্ত থাকলে। অথচ এ ফিল্টার ব্যবস্থা সহজ-সরল নির্বোধ মানুষকে বোকা বানানোর এক ধরনের অপকৌশল মাত্র। অক্সিজেনের প্রতি রক্তকণিকা সমূহের যে আকর্ষণ, তার চেয়ে ২০০ গুণ বেশী আকর্ষণ কার্বন মনোক্সাইডের প্রতি। এই কার্বণ মনোক্সাইড রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে, যা রক্ত কণিকাকে অক্সিজেন বহনে অক্ষম করে রাখে। এ প্রক্রিয়ায় শরীরের টিসুগুলো একদিকে যেমন অক্সিজেন সংকটে ভোগে অন্যদিকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে নির্জীব হ'তে থাকে।[৪] তামাকের অন্যতম উপাদান ক্যাডমিয়াম ধোঁয়ার সাথে ফুসফুসের ভিতরে জমে যায়। ফলে ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা কমে আসে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্যান্সার উদ্রেককারী যে কারসিনোজেন থাকে, প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে আসার আগে এই কারসিনোজেনগুলি শরীরের বিভিন্ন টিসুর সংস্পর্শে আসে। দীর্ঘদিন এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে শরীরের টিসুগুলিতে ক্যান্সার হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।[৫]

এছাড়া ক্রমাগত ধূমপানের ফলে জিভের স্নায়ু কমে যেতে থাকে, রক্তে ভিটামিন-সি নষ্ট হ'তে থাকে, পুরুষের ক্ষেত্রে সচল শুক্রের সংখ্যা কমতে থাকে, মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্ক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় ও ওজন কম হয়। জরায়ুর সংকোচন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এমনকি সন্তান বিকলাঙ্গও হ'তে পারে। ইউনিভার্সিটি অব সুইডিশ স্কুল অব মেডিসিনের জনৈক গবেষক বলেছেন, 'ধূমপায়ী মহিলার সদ্যজাত শিশুও ক্যান্সারের জীবাণু নিয়ে জন্মায় এবং তা আসে মায়ের শরীর থেকে'।[৬]

এগুলি ছাড়াও হ'তে পারে ফেরিনজাইটিস, ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার, হাই ব্লাডপ্রেসার, হৃদরোগ, রক্তবাহী নলের রোগ, মুখ গহ্বরে ক্যান্সার, গলা ব্যথা, পেপটিক আলসার ও প্রায় সময়ই সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগা। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস মস্তিষ্কের কর্মকুশলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২০টি সিগারেট পান করে তার হৃদরোগে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর আশংকা একজন অধূমপায়ী থেকে তিনগুণ বেশী থাকে।[৭]

১. ধূয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, প্রকাশক সারোয়ার জাহান; প্রকাশকাল ১৯৯২; পৃঃ ৫।
২. মাসিক অগ্রপথিক, আগষ্ট ১৯৯৬ ইং; পৃঃ ৪৫।
৩. ধূয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, পৃঃ ৫।
৪. ধূয়ার কবলে জীবন ক্ষয়, পৃঃ ৬।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

অধূমপায়ী বন্ধুটি কেমন থাকেন?

একজন অধূমপায়ী ব্যক্তি যদি দৈনিক এক ঘণ্টা করে ধূমপায়ী ব্যক্তির ধোঁয়ার সান্নিধ্যে থাকেন তাহ'লে যে পরিমাণ ক্যান্সার উদ্রেককারী ডাইমিথাইল নাইট্রোসোমাইন টেনে নেন, তা ১৫ থেকে ৩৫ টি ফিল্টারযুক্ত সিগারেটের সমতুল্য। দীর্ঘদিন একজন অধূমপায়ী ব্যক্তি ধূমপায়ীর সাথে অবস্থান করলে তার ফুসফুসের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি শতকরা ২০-৩০ ভাগ বেড়ে যায়।[৮] ধূমপান না করেও কাছের মানুষটি না জেনে প্রতিনিয়ত এর অশুভ প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন। ধূমপায়ীর সামান্য সৌজন্যবোধের ফলে অধূমপায়ী বন্ধুটি এমন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। ধূমপানের বিষয়ে যদি আমরা এভাবে ভাবতে পারি যে, একটি সিগারেটের নির্যাস একটি গিনিপিগকে অথবা ১০০টি সিগারেটের নির্যাস একটি ঘোড়াকে ইনজেকশনের মাধ্যমে পুশ করলে সংগে সংগে মারা যায়, তাহ'লে কখনও একটি সিগারেট ঠোঁটে উঠতে পারে কি? ইনজেকশনের ফল তাৎক্ষনিক আর ধূমপানের ফল দেরীতে। পার্থক্য কেবল এটুকুই। কিন্তু ফলাফল একই। তাই নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি বন্ধুটিও যেন এমন বিষ দিয়ে আপ্যায়িত না হয় এ বিষয়ে আমাদের মানসিক প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে ধূমপায়ী স্বামীগণ তাদের অধূমপায়ী অসহায় স্ত্রী ও প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানদের দিকে তাকিয়ে এ বদভ্যাস থেকে তওবা করুন!

আধুনিক বিশ্বে ধূমপানঃ

বর্তমানে পৃথিবীর ১.১ লক্ষ কোটি ধূমপায়ী প্রতিবছর ৬০০০ মিলিয়ন (৬০০ কোটি) সিগারেটের ধূমপান করছে। যার মধ্যে ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি ধূমপায়ী আমাদের মত গরীব উন্নয়নশীল দেশের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে শতকরা ৪৭ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ১২ ভাগ মহিলা ধূমপায়ী। উন্নয়নশীল দেশে এ হার পুরুষ শতকরা ৪৮ ভাগ এবং মহিলা শতকরা ৭ ভাগ। উন্নত দেশে পুরুষ শতকরা ৪২ ভাগ ও মহিলা শতকরা ২৪ ভাগ। ২০২০ সালের মধ্যে তামাকের মহামারী ধনী দেশ থেকে কমে গরীব দেশগুলোতে বাড়তে থাকবে এবং ধনী দেশগুলোতে মাত্র ১৫ ভাগ ধূমপায়ী থাকবে। বিশ্বে প্রতি ১০ সেকেণ্ডে একজন লোক তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের ফলে সৃষ্ট রোগ থেকে মৃত্যুবরণ করে। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন ১০ হাযার লোক এবং প্রতিবছর ৩৬ লক্ষ ৫০ হাযার লোক তামাক গ্রহণের ফলে মৃত্যুবরণ করে এবং ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি লোক ধূমপানে মৃত্যুবরণ করবে।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

বাংলাদেশে ধূমপানঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি ধূমপায়ী আছে। যার ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লাখ মহিলা। ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের তরুণদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা শতকরা ২৩.৩ ভাগ।[৯] মে'৯০-তে ধূমপানের উপর ক্যাব পরিচালিত একটি জরীপে জানা যায়, বাংলাদেশে শতকরা ৭৬.৯৬ ভাগ লোক ধূমপান করেন। ধূমপায়ীদের শতকরা ৩৯.৫৫ ভাগ বিভিন্ন ধরনের শারিরীক অসুস্থতা বোধ করেন। প্রতিজন ধূমপায়ী বছরে গড়ে ৮,৬৮৮.৭৫ টাকা ব্যয় করেন। ধূমপানের কারণে স্বাস্থ্যখাতে প্রতিবছর ব্যয় হয় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৯৪০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে প্রতিবছর ধূমপানে ব্যয় হয় ৩৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ দশ বৎসরের ধূমপানের ব্যয়ে একটি যমুনা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। এই বদভ্যাস ছাড়তে পারলে বিদেশের কাছে আমাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হ'ত না।

ধূমপানের উৎসাহ সন্ধানেঃ

ধূমপানে উৎসাহ দানের উৎস সন্ধানে সর্বপ্রথমে আমাদের নজর কাড়ে অতি উচ্চ ডিগ্রীধারী ডাক্তারের ঠোঁটে অত্যন্ত দামী ব্রাণ্ডের সিগারেটটি। আর যে শিক্ষক মহোদয় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন অথবা শিক্ষা সফরে বা অন্যকোন বিনোদনে গিয়ে ছাত্রের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে নিজের সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করেন। আবার চোখে পড়ে যে বাবা তার ছেলেকে ধূমপানে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে ছেলেকে নিজের জন্য সিগারেট আনতে দোকানে পাঠান। আবার নজর আটকে যায়, যখন দেখি সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ - 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'। ধন্যবাদ সরকার বাহাদুর! সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই সত্য সমাজ!!

ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপানঃ

মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা। কোন বস্তুর স্রষ্টাই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন কিসে সৃষ্টি বস্তুর মঙ্গল নিহিত। তাই খাদ্য বস্তুতে কি আমাদের জন্য গ্রহণীয় কি বর্জনীয় তা নির্ধারণ করার অধিকার ও ক্ষমতা কেবল তারই। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য-

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلاً ط قُلْ آللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ -

৯. প্রফেসরস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জুলাই'৯৮; পৃঃ ৫০।

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তার মধ্যে তোমরা হালাল-হারাম নির্ধারণ করে নিয়েছে? বল, আল্লাহ কি তোমাদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ?' (সুরা ইউনুস ৫৯)। এক্ষণে ধূমপান বৈধ কি অবৈধ তা কেবলমাত্র আল-কুরআন ও রাসূল (ছাঃ) -এর হাদীছের মাধ্যমেই বিচার্য। আসুন! আমরা নিম্নের আয়াত ও হাদীছ গুলোর দিকে একবার নযর দেই-

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ

'লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সে সব জিনিস, যা পবিত্র' (মায়েদাহ ৪)।

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ-

'তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না' (বাক্বারাহ ১৯৫)।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ -

'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই' (বনী ইসরাঈল ২৭)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ -

'নিজের ক্ষতি করবে না। অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না'[১০]

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) -এর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন, اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ- 'যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে, তা-ই 'খামর' এবং নিষিদ্ধ'। [১১]

অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন-

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ -

'যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তার কম পরিমাণও হারাম' [১২]

১০. আহমাদ, ইবনে মাজাহ্ মাওলান, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯৭)।
১১. বুখারী ও মুসলিম; ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃঃ ১০৩।
১২. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃঃ ১০৩। গৃহীতঃ আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখেছি ধূমপানে পবিত্রতার স্পর্শও নেই কিংবা ধূমপানে সামান্যতম উপকারিতাও নেই। বরং ধূমপানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নেয়, সেই সাথে অন্যকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে ধূমপান নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর ও অপব্যয়। ধূমপান ক্ষণিকের জন্য হ'লেও মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেই সাথে মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান অবশ্যই মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে। এ সকল দিকের বিচারে একথা দৃঢ়চিত্তে বলা সম্ভব যে, ধূমপানের বিন্দুমাত্র বৈধতা ইসলামে নেই।

নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন-

لاَ تَرْكَبُوْا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُوْدُ وَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللّٰهِ بِاَدْنَى الْحِيَلِ -

'ইহুদীরা যে কাজ করেছিল তোমরা তা করো না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা কৌশলের সাহায্যে হালাল করতে যেও না'।[১৩] আর তাই আমরাও যেন ধূমপানকে হালাল করার জন্য কৌশল অবলম্বন না করি। মহান আল্লাহ কালামে পাকে ঘোষণা করেন –

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পর কোন মুমিন নর-নারীর -এর বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন স্বাধীনতা নেই' (আহযাব ৩৬)।

ধূমপান থেকে মুক্তির উপায়ঃ

মনে রাখা প্রয়োজন ধূমপান শুধু ব্যক্তিগত বদ অভ্যাসই নয়, সত্যিকার অর্থে এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই এ থেকে মুক্তি লাভে সমাজের সকল স্তরের লোককেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। প্রত্যেককে সচেতন হ'তে হবে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে হবে। দু'একটি প্রেক্ষাগৃহে 'ধূমপান নিষেধ' স্লোগান ঝুলিয়ে কিংবা দু'চারটি ভবনে বা হাসপাতালে 'ধূমপান মুক্ত এলাকা' লিখে কিংবা ব্যানার নিয়ে তাতে 'আসুন! ধূমপান মুক্ত জীবন গড়ি' ছাপিয়ে তেমন কোন ফায়দা হবে না।

১৩. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান পৃঃ ৫১।

বরং এ ব্যাধি নির্মূলে কঠোর হ'তে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজের অপর এক ভাইয়ের জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ কোন কাজ করার অধিকার আমার নেই।

ধূমপান রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুধুমাত্র আইন না করে প্রয়োজনীয় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জনগণের মাঝে ধূমপানের ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিকে এ বিষয়ের বাস্তব ভূমিকা পালন করতে হবে। পত্র-পত্রিকায় ও রেডিও-টিভিতে ধূমপানের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে। তামাকজাত সকল পণ্যের আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। তামাক চাষ ও শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অন্য কোন লাভজনক কৃষি পণ্যের চাষ ও শিল্পখাতে পুনর্বাসিত করতে হবে। সর্বদা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে কঠোর মনোবলের মাধ্যমে এ ব্যাধি থেকে দূরে সরে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে– আমার শরীর ও মনের সুস্থতা আগামীতে আমার দেশকে অনেক সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শেষ কথাঃ

ধূমপান একটি ঘাতকের নাম। এটি মরণের আহবান। কাগজের পাতায় নীতি বাক্য লিখে তার প্রয়োগ ছাড়া যেমন নীতিবান হওয়া যায় না। তেমনি যে ডাক্তার হাতের আঙ্গুলে সিগারেট প্রজ্জ্বলিত রেখে সিগারেটের বিরুদ্ধে থিসিস লেখেন, সে থিসিসে কখনও ক্যান্সার সাড়তে পারে না। আসুন! জীবনের জন্য সময় থাকতে সজাগ হই। ঈমানী শক্তিকে জাগ্রত করি। তামাক-জর্দা-বিড়ি-সিগারেটের তথা যাবতীয় ধূমপান থেকে বিরত থাকি।

আল্লাহ আমাদের সকলকে ধূমপানের বিষাক্ত ছোবল থেকে বিরত রেখে ইহলৌকিক সুস্থতা এবং পারলৌকিক মুক্তির তাওফীক দান করুন -আমীন!

হে সালাফীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও অপেক্ষা কর!!

*-ভাষান্তরঃ মুহাম্মাদ ফযলুল করীম**

যে সকল 'দাঈ' (আহবানকারী) পূর্বসুরীদের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বর্তমান যুগে ইসলামের সংস্কারক, হাদীছশাস্ত্রে ঈমানদারগণের আমীর আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর সে সময়ের স্মরণীয় বাণী, যখন তিনি একজন যুবকের নিকট থেকে একজন সালাফী 'দাঈ'র একটি দুঃখজনক ঘটনা শ্রবণ করেন ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

'যে সকল মুসলমান দ্বীন ইসলামকে এই পৃথিবীর বুকে উড্ডীন ও উচুঁ করে রাখতে চান তারা অবশ্যই জানেন যে, আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের পরম ও চরম শত্রু হ'ল ইহুদী সম্প্রদায়। যারা ভয়ানক ও মারাত্মক শত্রু। তাদের বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষমতা ও শক্তির উৎস কোথায় তা তারা গোপনীয়ভাবে অবগত হয় ও তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। অতঃপর সেই শক্তিকে উৎখাত করার নিমিত্তে সর্বপ্রকার কৌশল ও বল প্রয়োগ করে'।

সম্মানিত পাঠকগণ! নিম্নের ঘটনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং উপলব্ধি করুন যে, ইহুদীগণ মুসলমানদের আসল ও বাস্তব তথ্যের খবর কিভাবে জানে? মুসলমানগণ যেন তাদের আসল ও বাস্তব লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারে সে জন্য তারা সকল প্রকারের রাস্তাকে বন্ধ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইহুদীগণ সালাফীদের দাওয়াত, প্রচার ও প্রসারকে বন্ধ করার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তাই প্রকৃতপক্ষে সালাফী দাওয়াত এবং এ দাওয়াত-ই হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) অনুসরণীয় পথ। মুসলিম উম্মাহ্কে সে পথের দিকেই ফিরিয়ে আনার জন্য সালাফী দাঈগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী এ পথের সকল বিপদকে দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি একজন যুবকের নিকট থেকে একজন সালাফী 'দাঈ' সম্পর্কে যে ঘটনাটি শ্রবণ করেন তা নিম্নরূপ-

ঘটনাঃ ফিলিস্তীনের খান ইউনুস এলাকায় শায়খ হাসান আবু শাকরা নামে একজন 'সালাফী দাঈ' ছিলেন।

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তিনি জনৈক যুবককে বলেন, ফিলিস্তীন থেকে বিতাড়ীত হওয়ার পূর্বে খান ইউনুস এলাকার একজন ইহুদী শাসক

আমাকে বলল, আমার নিকট ইসরাঈল সরকারের উঁচু পর্যায়ের লোকজন আসা-যাওয়া করে। তারা আপনার সাথে বৈঠক করতে চায়। আমি মনে করি আপনি তাদেরকে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে উত্তর দিবেন। শায়খ আবু শাকরা ইহুদী শাসকের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং তার দফতরে গমন করেন। সেখানে ইসরাঈল সরকারের উঁচু স্তরের অফিসার ও বড় বড় দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের উপস্থিত দেখতে পান। তাদেরকে দেখে শায়খ আবু শাকরা কিছুটা ভীত হন। যাহোক তিনি আসন গ্রহণের পর সালাফী দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হ'ল। আলোচনা শেষে একজন ইয়াহুদী ক্রোধে শায়খ আবু শাকরাকে বলল, 'সালাফী দাওয়াত ব্যতীত অন্য যে কোন দাওয়াত ও মতাদর্শ আপনি এদেশে প্রচার করতে পারেন। কিন্তু কোনক্রমেই সালাফী দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি নেই। কেননা এ সালাফী দাওয়াত তো সেই দাওয়াত যা মানুষকে এমন দ্বীন ও শরীয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করায়, যে দ্বীন ও শরীয়তের উপর হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কায়েম ছিলেন। আমরা আপনাদেরকে এই সালাফী দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোনক্রমেই অনুমতি দিতে পারি না।'

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী একজন যুবকের নিকট থেকে উক্ত ঘটনাটি শ্রবণ করে সালাফীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে সালাফীগণ! সালাফী দাওয়াত এমন একটি বাস্তব ও হক দাওয়াত, যে দাওয়াতকে কাফেররাও বুঝতে পেরেছে। এজন্য তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও অপেক্ষা কর, এবং খুশি হয়ে যাও। আল্লাহ্র রহমতে অবশ্যই তোমরা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছ।'

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! এই লেখাটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন ও উপলব্ধি করুন। এশিয়া মহাদেশের বর্তমান মাযহাবী মতাদর্শ ও পথ সমূহের অশান্ত পরিবেশের প্রতি উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! তাহ'লে বর্তমানে কতেক যায়েদ ও বকর অর্থাৎ গুটি কয়েক লোককে একত্রিত দেখতে পাবেন, যাদেরকে সালাফী ও পথভ্রষ্ট দল বলে মনে হবে এবং তাদের সম্পর্কে বলা হবে যে, অল্পকিছুদিন পূর্বে তাদের জন্ম হয়েছে এবং তাদের চরিত্র সম্পর্কে কতই না কি বলবে এবং এদের সম্পর্কে বলা হবে যে, তারা কন্টকময় পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে এবং তাদের সাথে বর্তমান সময়ে জিহাদ করাকেই বড় কাজ বলে মনে করবে।

আমরা এ ধরনের মুজাহিদের খিদমতে ওযর ও আপত্তির সাথে পংক্তি তুলে ধরছি-

زاہد تنگ نظرنے ہمیں کافر جانا
اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلماں ہم ہیں

'সংকীর্ণমনা লোকের দৃষ্টি আমাদেরকে কাফের বলে জানে। কিন্তু কাফের ঠিকই জানে যে, আমরা মুসলমান'। অতএব তাদের নিকট আবেদন যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন জিহাদ বন্ধ করুন যে জিহাদে ঈমান, আমল ও দ্বীন ধ্বংস করা ছাড়া কোন উপকার নেই। তাই আসুন! আমরা সকলেই মিলে-মিশে কিতাব ও সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীনের সেই দাওয়াত প্রচার করি। যে দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার হওয়ার কারণে আমাদের চির শত্রু ইহুদীরা ভীত ও কম্পিত হয়েছে। আসুন! আমরা খাঁটি সুন্নাতের ধারক ও বাহক শায়খ আলবানীর স্মরণীয় উপদেশের উপর আমল করে সালাফী দাওয়াত তথা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র প্রচার ও প্রসার করি এবং সালাফী দাওয়াত দিতে গিয়ে যে সকল বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয় সেগুলিতে ধৈর্যধারণ করি। আল্লাহ আমাদের হিফাযতকারী ও একমাত্র সাহায্যকারী।

[দিল্লী থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'নওয়ায়ে ইসলাম' ১৫ বর্ষ ১০ম সংখ্যা অক্টোবর'৯৮ -এর সৌজন্যে।]

বেরিয়েছে! বেরিয়েছে !! বেরিয়েছে!!!

নবীন কবি শরিফুল ইসলাম মোহাম্মাদী প্রণীত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের উপর অতি সরল, সহজ ও সাবলীল ভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর ভিত্তি করে লিখিত 'সিরাতুল মুস্তাক্বীম' নামক প্রথম কাব্য গ্রন্থ। আসুন না একখানী কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে কবিকে উৎসাহ যোগাই এবং আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ করি।

বিনীত-
প্রকাশক

প্রাপ্তিস্থানঃ প্রধানতঃহাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী ও ন্যাশনাল লাইব্রেরী, রাজশাহী।

মনীষী চরিত

মাওলানা আহমাদ আলী

- আব্দুল লতীফ*

এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর মুসলমানরা যে শুধুমাত্র রাজশক্তি হারিয়েছিল তা নয়, তাদের সংস্কৃতির উপরও চরম আঘাত এসেছিল। বৃটিশ ভারতে মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন পিছিয়ে পড়েছিল, তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে এসেছিল চরম অরাজকতা। ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন অনৈসলামিক আচার ও অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শিরক ও বিদ'আতী কার্যকলাপ ইসলামের পালনীয় বিধান হিসাবে সাধারণ মুসলমানদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে মুসলমানগণ ক্রমেই তাদের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। এই অবনতিশীল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুরু হয় বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন। **মাওলানা আহমাদ আলী** (১৮৮৩-১৯৭৬) সেই আন্দোলনের একজন নিরলস কর্মী হিসাবে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্যালোচিত হ'ল-

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

সাতক্ষীরা যেলার ৭নং আলীপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বুলারাটি গ্রামের 'মণ্ডল' বংশের সম্মানিত আলেম পরিবারে ১২৯০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা আহমাদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্সী যীনাতুল্লাহ ও মাতা জগত বিবি। তাঁর ষষ্ঠ পিতৃপুরুষ মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর আবরদেশ হ'তে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সৈয়দ বংশের এই পরিবারটি ধর্মীয় অনুশাসনের একনিষ্ঠ সেবক হবার কারণে সকলের নিকট 'শরাওয়ালা' (শরীয়ত ওয়ালা) নামে অভিহিত ছিল। সেই সূত্রে বুলারাটীতে মাওলানা আহমাদ আলীর বাড়ী আজও 'মৌলবী বাড়ী' হিসাবে পরিচিত।

শিক্ষা জীবনঃ

পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত মাওলানা আহমাদ আলীর প্রথম পাঠ শুরু হয় নিজ গৃহেই। বাড়ীতেই তিনি পবিত্র কুরআন এবং বাংলা, উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০০ সালে তাঁর জীবনে ঘটে যায় সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। উচ্চ শিক্ষার ব্রত নিয়ে রাতের অন্ধকারে তিনি পাড়ি জমান কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় অবস্থান না করে সোজা চলে যান উত্তর প্রদেশের আযমগড়ে। সেখানে আহলেহাদীছ মাদরাসায় তিন বছর অধ্যয়নের পর কলকাতা সরকারী আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরবী ব্যাকরণে একজন কৃতি ছাত্র রূপে বরিত হন। অতঃপর 'আলেম' ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এরপর তিনি কৃতিত্বের সাথে ফাযেল বা 'উলা' পাশ করেন। অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'কামেল' (টাইটেল) টেষ্ট পরীক্ষায় সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দুর্ভাগ্য কামেল পরীক্ষার মাত্র ১৪ দিন পূর্বে মাতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁর ভাগ্যে উক্ত ডিগ্রী অর্জন সম্ভব হয়নি। অতঃপর বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর কলকাতার তাঁতী বাগানের 'দারুল হাদীছ' মাদরাসার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুন নূর দারভাঙ্গাবীর নিকট 'ছিহাহ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করেন।

মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কণ্ঠে ছিল মধুর সুর। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের আযান শুনে তাকে লজিং রাখার জন্য বিভিন্ন মহল্লা হ'তে আবেদন আসতে থাকে। সকলের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে তের বাড়ী লজিং নিতে হয়। তাঁর আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে মুরব্বী লজিং মাষ্টার অধিকাংশ দিন তাঁর খাবার সময় নিজ হাতে বাতাস করতেন।

কর্মজীবন (১৯১৭-১৯৬৮ খ্রীঃ/১৩২৩-১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)ঃ প্রায় শতায়ু এই মনীষীর শিক্ষা ও কর্মজীবন উভয়ই ছিল সুদীর্ঘ। ১৭ বছরের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই বাগ্মী ও আলেম হিসাবে তাঁর চতুর্দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্য বশতঃ কর্মজীবনের সূচনাতেই তিনি সাহচর্য লাভ করেন মুসলিম সাংবাদিকতার জনক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সর্বোপরি আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রসেনা মাওলানা আকরাম খাঁর। দীর্ঘ ৪ বছর তাঁর নিকটতম সাহচর্যে থাকার ফলে মাওলানা আহমাদ আলীর সুপ্ত প্রতিভা রওশনদীপ্ত হয়ে উঠে। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সমাজের ভিতকে মযবুত করতে হ'লে এবং সমাজ থেকে গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও অরাজকতা দূরীভূত করতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতার। তাই মাওলানা আকরাম খাঁর ব্যক্তিগত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নিজ গ্রাম ২৪ পরগণা যেলার হাকিমপুর জামে মসজিদে ইমামতি ও শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সুবাদে অত্র অঞ্চলে অগণিত ছাত্র ও গুণগ্রাহী ভক্তের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

অতঃপর সাতক্ষীরা সদর থানাধীন লাবসার জমিদারের ঐকান্তিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'লাবসা মাদ্‌রাসায়' সেকেণ্ড মৌলবীর পদ অলংকৃত করেন। এখানে দুই দফায় মোট ২৭ বছর অতিবাহিত হয়। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

১৯৫৬ সালে কলারোয়া থানাধীন সীমান্তবর্তী কাকডাঙ্গা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর জীবনে শেষ কীর্তি **'কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা'**। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন অত্র মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি। অত্যন্ত সুখ্যাতির সাথে ১২ বছর শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৮ সালে তিনি চাকুরী হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।

সুদীর্ঘ ৫২ বছরের কর্মময় জীবনে শিক্ষকতা ও ইমামতির দায়িত্ব পালন ছাড়াও বাগ্মীতা, সমাজ সেবা, সাহিত্য রচনা ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক সুবিশাল পদচারণা ছিল তাঁর। স্বীয় উদ্যোগে উভয় বাংলায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন ১১টি মসজিদ ও ৫৫টি মাদরাসা ও পাঠাগার। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচনা করেন ১৬ খানা মূল্যবান পুস্তক। তাঁর লেখনীর অধিকাংশই ছিল সমাজ সংস্কারমূলক এবং যা ছিল রীতি-নীতির অনেক কিছুর বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর ভিত্তি করে রচিত। ফলে সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে তাঁর লেখনী। এ জন্য তাঁকে অনেক সময় তর্কযুদ্ধেও অবতীর্ণ হ'তে হয়। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাক্যেশ্বর বাহাছ, সাতক্ষীরা যেলায় কালিগঞ্জের বাহাছ এবং খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ্‌র সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী বিতর্ক অন্যতম। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় তামাক বিরোধী আন্দোলন। সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মধ্যে তাঁর অন্যতম ছিল কবর পূজা বিরোধী আন্দোলন, বন্ধকী প্রথা বিলোপ আন্দোলন প্রভৃতি।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাধিককাল শিক্ষকতার জীবনে তিনি হাযার হাযার ছাত্রের বরণীয় উস্তাদ হওয়ার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। তাঁর আমলে বাগের হাট, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর ও বিশেষ করে সাতক্ষীরা এলাকার বড় বড় আলেম ও উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বাদে প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বর্তমানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চপদস্থ তাঁর বহু ছাত্রের মুখে 'আদর্শ শিক্ষক' হিসাবে মাওলানা আহমাদ আলীর উচ্চ মর্যাদার কথা সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে দেখা যায়।

চরিত্রঃ

মাওলানা আহমাদ আলীর চরিত্রে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল লেখনী, বাগ্মিতা, নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক গুণাবলীর। সেই সঙ্গে অন্যান্য মানবীয় গুণাবলীর কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা, অতিথি পরায়ণতা, হালাল রোযগারের প্রতি সুক্ষ্ম দৃষ্টি, অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি বিরাগীভাব প্রভৃতি হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর মত পূণ্যবান ছাহাবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, উন্নত নৈতিক চরিত্র মাধুর্য, বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সংবেদনশীল অনুভূতি প্রভৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মৃত সুন্নাতকে জীবন্ত করার উদগ্র বাসনা নিয়ে আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তিনি।

পরহেযগার ব্যক্তিই ছিলেন তাঁর পরমাত্মীয়। যারা মসজিদের নিয়মিত মুছল্লী ছিলেন, তাদেরকেই তিনি সর্বাগ্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে নিমন্ত্রণ করতেন।

মাওলানা আহমাদ আলী সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিতজনদের মন্তব্য তুলে ধরে অত্র নিবন্ধের যবনিকা টানতে চাই। ঢাকা হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকা মাওলানা আহমাদ আলীর মৃত্যুতে লিখিত দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে। সম্পাদক মৌঃ আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি তাঁর মন্তব্যে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রদল ও তস্য ছাত্রমণ্ডলী, তাঁহার সেবা মূলক কর্মকাণ্ড এবং পুস্তকাদির মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিন সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিবেন'। মৃত্যুর ১৮ দিন পূর্বে তাবলীগ জামা'আতে আগত জনৈক সঊদী মেহমান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তাঁদের মধ্যে আরবীতে যে কথোপকথন হয় তাতে বিস্মিত হয়ে উক্ত মেহমান বলেন, 'এই বৃদ্ধ বয়সে কঠিন রোগ শয্যায় শায়িত এমন একজন গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন আলেমের সাক্ষাত ও দো'আ লাভ করে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি'। রোগ শয্যায় শায়িত মাওলানাকে দেখতে গিয়ে বিচারপতি কে, এম, বাকের বলেন, কুঁড়ে ঘরের নীচে এমন রত্ন লুকিয়ে আছে আগে জানতাম না'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ, ন, ম, আব্দুল মান্নান খান বলেন, 'এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলেম কখনো দেখিনি। সাতক্ষীরায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তে না পারলে জীবনে অনেক কিছুই শেখার বাকী থাকত'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান স্বীয় পত্রে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন একজন গভীর জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্য সম্পন্ন আলেম'। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী মাওলানার মৃত্যুতে তাঁর কনিষ্ট পুত্রের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে বলেন, 'মাওলানা আহমাদ আলী শুধু তোমাদেরকেই ইয়াতীম করেননি; তাঁর তিরোধানে ইয়াতীম হয়েছি আমরা সবাই.....'। বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মনীষীর কর্মময় জীবনালেখ্য শুধুমাত্র তাঁর বংশধরদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য নিঃসন্দেহে প্রেরণার এক মহান উৎস হয়ে থাকবে।।

চিকিৎসা জগৎ

আমাশাঃ কারণ ও প্রতিকার

*-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন**

আমাশা রোগের ইংরেজী নাম 'ডিসেন্ট্রি'। এ রোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার, যেমন- ১. ক্যাটার‍্যাল ডিসেন্ট্রি, ২. এমিবিক ডিসেন্ট্রি, ৩. ম্যালিগন্যান্ট বা ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি। ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রিকে ব্লাড ডিসেন্ট্রি বা রক্ত আমাশাও বলা হয়। শেষোক্ত ডিসেন্ট্রি অত্যন্ত কঠিন। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে এমনকি প্রাণনাশকও।[১]

কারণঃ

ঘিয়ে ভাজা, তৈলাক্ত বা চর্বি যুক্ত খাবার, অধিক ঝাল, ভাজা-পোড়া এবং অনিয়মিত আহার এ রোগের প্রধান কারণ।

হোমিও চিকিৎসাঃ

মলে আমের চেয়ে রক্তের ভাগ বেশী অথবা শুধু রক্তবাহ্য হ'লে **'মার্কুরিয়াসকর ৬'** বা **'নাক্সভূম ৬'** ঔষধ প্রযোজ্য। আর আমের ভাগ বেশী এবং রক্তের ভাগ কম বা রক্তের ছিঁটা থাকলে **'মার্কুরিয়াস সল ৩X'** শক্তি অধিক ফলদায়ক। শিকনির মত সাদা আম বা রক্তের ছিঁটা থাকলে **'নাক্সভূম ৬'** বা **'পাল্‌সেটিনা ৩০'** প্রয়োগ করা বিধেয়।

পুরাতন আমাশায় অবশ্য **'সালফার ৩০'** এবং **'চ্যাপারো এমার Q বা ৩ X'** শক্তি উপযোগী। **'ব্রুমিয়া অডোরেটা Q'** শক্তি ২/৩ মাত্রা ব্যবহার্য্য।[২]

দেশীয় চিকিৎসাঃ

(১) দুই ভরি ইসবগুলের ভুসি এবং ২/১ ভরি মিছরীর গুড়া একত্রে মিশায়ে পান করলে এ রোগের বিশেষ উপকার হয়। ফুলকুড়ি পাতার রস ২ চা চামচ ও ছাগলের দুধ ২ চা চামচ সকাল সন্ধ্যায় পান করলে কিংবা চারা তেঁতুল গাছের পাতা ২ তোলা আধসের পানিতে সিদ্ধ করে আধা পোয়া থাকতে ঠাণ্ডা করে সকালে খালি পেটে সেবন করলে শ্বেত ও রক্তামাশা রোগ আরোগ্য হয়।

(২) চারা জাম গাছের ৭/৮টি কচি কুড়ি পাতার রশ এক চামচ, ছাগলের দুধ এক চামচ -এর সাথে মিশিয়ে প্রত্যহ তিন বার সেবনে যেকোন আমাশা সেরে যায় (পরীক্ষিত)।

(৩) রজন গুড়া ২/৪ আনা ওজনের একটি পাকা কাঁঠালি বা চাঁপা কলার মধ্যে পুরে ৪/৫ দিন খেলে আমাশা রোগের উপশম হয় (ইহাও পরীক্ষিত)।[৩]

পথ্যঃ

আমাশায় আক্রান্ত রোগীকে ছানার পানি, ডাবের পানি, এরারোট, বার্লি, গ্লুকোজ, ঘোল, গাঁদালের বেসন, বেদানার রস, ছাগলের দুধ প্রভৃতি সুপথ্য দিতে হবে। জ্বর কম থাকলে খই মণ্ড, চিড়ার মণ্ড এবং শেষে ভাতের মাড়, সিং বা মাগুর মাছের ঝোল দেওয়া যায়। তাছাড়া পাকা বা কাচা বেল পোড়া চিনি সহ সেব্য।

সাবধানতাঃ

আমাশার রোগীকে কখনও দুধ পান বা কঠিন দ্রব্য খেতে নেই। রোগীকে পৃথক ঘরে রেখে তার মলমূত্র ছাই বা ব্লেছিং পাউডার দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। নচেৎ মাছি দ্বারা রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। কেননা আমাশা একটি বড় সংক্রামক রোগ।

আনুসাঙ্গিক সেবা-শুশ্রূষাঃ

পেটে সর্বদা ফ্লানেল বা গায়ে মাখা সাবান পানিতে ঘষে সে পানিতে নেকড়া ভিজিয়ে (৪ পর্দা নেকড়া) নিংড়িয়ে সে নেকড়া পেটে পটি দেয়া কিংবা পঁচা কাদা পরিষ্কার নেকড়াতে জড়িয়ে পেটে পটি দেয়া যেতে পারে। এতে পেটের বেদনা-কামড়ানির উপশম হয় (ইহাও পরীক্ষিত)।[৪]

---

* এ, এম, এইচ আই (ক্যাল) এইচ, এম, পি (পাক) হোমিও ফিজিশিয়ান (বাংলাদেশ); হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস্‌সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ডাঃ এন, সি, ঘোষ, কম্প্যারেটিভ মেটেরিয়া মেডিকা, পৃঃ ১০৩৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩৯, ৬৮৬, ৯৫৭; ডাঃ মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৩. কম্প্যারেটিভ মেটেরিয়া মেডিকা পৃঃ ১০৩৯।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩৭; সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা, পৃঃ ১৪৭।

মাসিক আত-তাহরীক

নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে।

গ্রাহক হউন!

লেখা পাঠান!

বিজ্ঞাপন দিন!

কবিতা

জাগো মুসলিম তরুণ!

-আব্দুর রশীদ (৭ম শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আসবে যখন জিহাদের ডাক
তরুণের মাঝে ভেসে,
জাগব আমরা মুসলিম তরুণ
ঈমানী মশাল হাতে।
চলব সবাই এক কাতারে
নেইকো কোন লেশ,
ধরব এবার মুশরিকের ঐ
মূর্খ মাথার কেশ।
জিহাদ করব আল্লাহ্র রাহে
নেইকো কোন বাধা,
বিনা দ্বিধায় জান বিলাব
পাব আল্লাহ্র রেযা।
আশা মোদের পূর্ণ হবে
ধন্য হবে দেশ,
শির্ক-বিদ'আত মুক্ত হবে
মোদের বাংলাদেশ

***

আমি কি পারবো তা লিখতে?

-রাযিয়া এ্যানি
যশোর সরকারী মহিলা কলেজ।

প্রভাতে যখন পূর্বাকাশের দিকে তাকালাম
তখন রক্তিম সূর্য বলল,
আল্লাহ্র মহিমার কথা লিখতে
আমি বললাম, লিখব।
এরপর যখন সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম
তখন রূপালী শিশির বিন্দু বলল,
আল্লাহ্র মহত্ত্বের কথা লিখতে
আমি বললাম, লিখব।
দুপুর বেলা প্রখর রোদে গাছের নীচে বসেছিলাম
সারল্যের প্রতীক গাছেরা বলল,
আল্লাহ্র দানশীলতার কথা লিখতে
আমি বললাম, লিখব।
বিকাল বেলা নীল আকাশের দিকে তাকালাম
বৈচিত্রময় আকাশ বলল,
মহান আল্লাহ্র বিশালতার কথা লিখতে
আমি বললাম, লিখব।
সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের দিকে তাকালাম
মিটিমিটি উজ্জ্বলতা নিয়ে শুকতারা বলল,
করুণাময় আল্লাহ্র করুণার কথা লিখতে
আমি বললাম, লিখব।
নিস্তব্ধ রাতে কান পেতে শুনলাম
স্নিগ্ধ চাঁদ সহ বিশ্ব প্রকৃতি বলছে,
আল্লাহ্র সকল প্রশংসার কথা লিখতে
আমি কি পারব তা লিখতে?

***

তত্ত্বের ইতিকথা

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
গ্রাম+পোঃ করমদি
গাংণী, মেহেরপুর।

সত্য কথা মিথ্যা দিয়ে ঢেকে চলেছে মুন্সী
অন্ধ হয়ে শান্তির কথা তাইতো মোরা শুনছি।
পেটটি ভরে খাইছে এখন শুনছি বাণী তার
দেখছি নাকো সত্য কি-তা তত্ত্ব কথা কার?
আকাশ সমান দিচ্ছে ছওয়াব, মনে হয় ঝুড়ি ঝুড়ি,
কাণ্ডারী বিহীন সাগর মাঝে চলছে এ কোন তরী?
মা'রেফত ভেঙ্গে হকীকত তথা তরীকতের কত খেলা
ইমাম বিহীন তরী চলবে না কভু ডুবে যাবে মোদের ভেলা।
রাসূল কিসের? ইমাম আছে মোদের; এই হ'ল সারকথা
মাযহাবীদের তত্ত্ব কথা শুনে লাগে প্রাণে ব্যথা।

***

গাহি তারই গান

-আফরোযা খাতুন
কাজলা, রাজশাহী।

গাহি তারই গুণ-গান
যাঁর ইশারায় সৃষ্টি হ'ল
এ ধরা ও আসমান।
বিশ্ব চরাচরে যা কিছু বহমান
পাহাড়, সাগর, গাছ-গাছালি
আর ঝর্ণার গান,
জানি, প্রভু জানি সবই
তোমার দান।
ভালবেসে তুমি, মানুষ করে
মোদের করেছ সৃষ্টি।
নবীর মাধ্যমে দেখালে সত্য পথ
খুলে দিলে নব দৃষ্টি।
আরো দিলে তুমি, আল-কুরআন
মোদের উপহার

তোমার কাছে তাইতো মোরা
সকলে মেনেছি হার।
তোমার কাছে হার মানে যে জন
সে জন হবে জয়ী
মুক্তকণ্ঠে আজ তাই মোরা
তোমারী গুণ গান গাহি॥

***

মুক্তি

-ফারহানা ইয়াসমিন
গ্রামঃ কাকডাঙ্গা, পোঃ হঠাৎগঞ্জ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জাগো মানব! নীরব থেকোনা
খুলে দাও ঐ বদ্ধ দুয়ার,
আত-তাহরীক এসেছে ছুটে
মুক্তি দিতে আজ সবার।
এগিয়ে চল সম্মুখ পানে
থেমে দাঁড়াবেনা পথে,
ফিরে তাকাবেনা কভু
কারো ডাকে পশ্চাতে।
ছিন্ন করে এগিয়ে চল
কুসংস্কারের বেড়াজাল,
অজ্ঞানতার গহীন তিমিরে
জ্বালাও তুমি জ্ঞানের মশাল।
মৃত্যু দেখে থমকে থেকোনা
জয় কর তুমি তাকে,
আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর
সাড়া দাও দুঃখির ডাকে।
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
সৎ পথে সদা চল,
মিথ্যাকে ধ্বংস করে
সত্যের আলো জ্বালো।
আত-তাহরীক সবার বন্ধু
দেবে সঠিক পথের দিশা,
পড়ব সবে মিটবে তবে
অসীম জ্ঞানের তৃষা।

***

ঈমানী জোশ

-মাওলানা মুহাম্মাদঃ মাহফূযুর রহমান
গ্রামঃ মালোপাড়া, পোঃ পদ্মানাভপুর
থানাঃ হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

আমি বিশ্বনবীর উম্মত,
ইসলাম আমার ধর্ম;
সত্য হয়ে সইব না আর
মিথ্যা অপকর্ম।
আল্লাহ্‌র জন্য হেন জীবন
ভয় কি তবে আসলে মরণ,
মরতেই যখন হবে একদিন
মাফ্ যখন নাই
তখন যার জীবন তারে দিতে
ভয় নাহি পাই।
মুমিন যারা ভয় কি তাদের
এ বিশাল সংসারে
ভয় থাকলে কি বিশ্বের বুকে
মুমিন হ'তে পারে?
ধরব নবীর আদর্শ
চলবে সত্য সংঘর্ষ
যেভাবেতে মোদের নবী
দিয়ে গেছেন পথ
সে আদর্শে গড়ব পুনঃ
গোটা বিশ্ব সৎ।
নারায়ে তক্‌বীর জয় ধ্বনীতে,
তুলবো আওয়াজ গগনেতে।
যেভাবেতে আওয়াজ তুলেন
মোদের নবী পাক,
ছাহাবীদের শক্তি নিয়ে
আবার দেখা যাক্।
আমি এতীম, আমি মিসকিন,
যদিও আমি একা,
সহস্র হাতির শক্তি আমার
বাহুতে আছে রাখা।
আমার শক্ত পিঠের চাম,
আসুক বুলেট মেসিনগান।
বিশ্ব মাওলার রহম দৃষ্টি
যদি আমার থাকে,
ভয় কি তবে সারা বিশ্বের
বম্বিং হওয়া দেখে।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❒ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** মীযানুর রহমান, হাসান আলী, সাব্বির আহমাদ, সোহান আলী, জান্নাতুল মাওয়া, নীতু সুলতানা, জাকিয়া আখতার, শিফা খাতুন, শিরিন আখতার, শারমীন আখতার, তাসনীম হুদা, স্বপ্না, রেবেকা, ছাবাহ্ ও জোৎসনা।

❒ **উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ থেকেঃ** আল-হেলাল, আমীনুল ইসলাম, মাহফূযুল, শহীদুল, খবীরুদ্দীন, শাহীন রেযা ও রফীকুল ইসলাম।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. ৯ই যিলহজ্জ অর্থাৎ হজ্জের দিন।

২. সোমবার ও বৃহস্পতিবার। বান্দার আমল আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হয় তাই।

৩. ৭০ বছরের পথ।

৪. ৯ম মাস। শাওয়াল মাসে ৬টি ছিয়াম।

৫. ৮টি। রাইয়ান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. সূরা আহযাব ৪০ নং আয়াত।

২. ইবরাহীম (আঃ)। সূরা হজ্জ ৭৮ নং আয়াত।

৩. ১২টি, সূরা তাওবা ৩৬ নং আয়াত।

৪. রামাযান ১ স্থানে এবং ছিয়াম শব্দ ১০ স্থানে আছে। রামাযান, বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত।

৫. অসুস্থ ও সফর অবস্থায়, বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. 'যুন্নূরাইন' কার উপাধি ছিল? কেন তিনি এই উপাধি লাভ করেছিলেন?

২. হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে কয়জনকে খলীফা নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন? তাঁদের নাম কি?

৩. হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উপনাম কি ছিল? তিনি কতগুলো হাদীছ বর্ণনা করেছেন?

৪. নবী (ছাঃ) একদা তাঁর তিনজন অন্যতম ছাহাবীকে নিয়ে এক পাহাড়ে চড়লে পাহাড়টি কাঁপতে শুরু করে। ঐ পাহাড়টির নাম এবং ছাহাবীগণের নাম কি?

৫. হযরত ওছমান (রাঃ) কখন শাহাদত বরণ করেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (রহস্য)

১. একজন কৃষক ১০টি আমের চারা প্রতি লাইনে চারটি করে ৫ লাইনে কিভাবে লাগাবে? প্রমাণ করে দেখাও।

২. তিনটি ম্যাচের কাঠি দিয়ে যেকোন ভাষায় ৯ লিখে প্রমাণ করে দেখাও?

৩. তিনটি জিনিষকে একটি অস্ত্র দিয়ে একবার কাটলে ৯ টুকরো হবে। জিনিষ তিনটি ও অস্ত্রের বর্ণনা দাও।

৪. এক মন লোহা ও তুলার মধ্যে কোন্টির ওজন বেশী? উপর থেকে ছেড়ে দিলে কোন্টি আগে মাটিতে পড়বে?

৫. একটি বৈদ্যুতিক ট্রেন পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। দক্ষিণা বাতাস বইছে। এমতাবস্থায় ট্রেনের ধোঁয়া কোনদিকে যাবে?

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(৫৮) বাউসা হেদাতীপাড়া বালক শাখা, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ হাফেয আবুল বাশার (শিক্ষক)
উপদেষ্ট ঃ মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
পরিচালকঃ " আযীবুর রহমান

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম, শাহীদুল ইসলাম, মনযূরুল ইসলাম ও মনছূরুল ইসলাম।

(৫৯) বাউসা হেদাতীপাড়া বালিকা শাখা, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ ছুফিয়া খাতুন (শিক্ষীকা)
উপদেষ্ট ঃ " তহমিনা খাতুন
পরিচালিকাঃ " শামসুন নাহার

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ নেহেরা খাতুন, রীনা খাতুন, শাদীদা খাতুন ও মর্জিনা খাতুন।

(৬০) মাখনপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় বালক শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা (শিক্ষক)
উপদেষ্ট ঃ " আলাউদ্দীন
পরিচালকঃ " রাজ উদ্দীন

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ এরশাদ আলী, মুহাম্মাদ মিলন, শাহাবুল ইসলাম ও সুজাউদ্দীন।

(৬১) মাখনপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিকা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (শিক্ষক)
উপদেষ্ট ঃ " ওয়াসিম
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ খাদীজা

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ শিউলী খাতুন, মৌসুমী খাতুন, ফেন্সী খাতুন ও মরিয়ম খাতুন।

(৬২) বজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালক শাখা মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ ডাঃ আব্দুস সাত্তার (এলাকা সভাপতি)
উপদেষ্ট ঃ আব্দুর রশীদ
পরিচালকঃ ফিরোয আলী

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ রাজ উদ্দীন, শাহজামাল, এরশাদ আলী ও ইমরান আলী।

(৬৩) বজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালিকা শাখা মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন
উপদেষ্ট ঃ " আবুল হোসায়েন
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ তাহিরা খাতুন

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ রূপালী খাতুন, সুফিয়া খাতুন, আফরোযা খাতুন ও রেখা খাতুন।

(৬৪) ঝাউবোনা ওয়াক্তিয়া মসজিদ বালক শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
উপদেষ্ট ঃ " ফারুক হোসায়েন
পরিচালক ঃ " শাহজালাল

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, মাস'উদ, শরীফুদ্দীন ও মানছুর রহমান।

(৬৫) ঝাউবোনা ওয়াক্তিয়া মসজিদ বালিকা শাখা, চারঘাট, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ নূর মুহাম্মাদ
উপদেষ্ট ঃ আযীমুদ্দীন মোল্লা
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মদীনা বেগম

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ তানযিলা খাতুন, মরিয়ম খাতুন, শামসুন নাহার ও আরিফা খাতুন।

(৬৬) টিকইল উছরাকান্দার জামে মসজিদ বালিকা শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ রেহেনা আখতার
উপদেষ্ট ঃ " রোযিনা খাতুন
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ইফতারুন নাহার

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ তাহেরা খাতুন, ইয্যাতুন নাহার, ফাহিমা খাতুন ও খাইরুন্ নাহার।

(৬৭) আটভাগ জামিরাপাড়া বালক শাখা, ভালুকগাছী, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
উপদেষ্ট ঃ " গোলাম মুস্তফা
পরিচালকঃ " আবুবকর ছিদ্দীক

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ তুফায্যল হোসায়েন, আব্দুস সোবহান, আব্দুল আলীম ও আব্দুস সালাম।

(৬৮) আটভাগ জামিরা পাড়া বালিকা শাখা, ভালুকগাছী, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
উপদেষ্ট ঃ " আব্দুস সোবহান
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ লাভলী খাতুন

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ রোযিনা খাতুন, ফাহিমা খাতুন, চাম্পিয়া খাতুন ও শাহিনা আখতার।

(৬৯) চিতলমারী আহলেহাদীছ মাদরাসা শাখা, বাগের হাটঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ আহমাদ আলী রাহমানী
উপদেষ্ট ঃ মুহাম্মাদুল্লাহ খাঁন
পরিচালিক ঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ হেদায়াতুল ইসলাম, শফীকুল ইসলাম, মোস্তাক আহমাদ ও আব্দুর রব।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ

(ক) গত ৩ জানুয়ারী'৯৯ রাজশাহী শহরের হাতেম খাঁ সোনামণি এলাকার পক্ষ থেকে এক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বায়তুল আমান, হাতেম খাঁ, রাজশাহী কোর্ট, শেখপাড়া, নগরপাড়া, মিয়াপুর এবং হরিষার ডাইং সহ সর্বমোট ১৬টি শাখা থেকে প্রায় শতাধিক সোনামণি সদস্য/সদস্যা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিষয়ের মধ্যে ছিল, কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী জাগরণী, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা ইত্যাদি। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সোনামণি পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, আবুবকর, ওবাইদুর রহমান এবং হাফেয ইদ্রিস আলী। হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

(খ) গত ১২ জানুয়ারী রাজশাহী যেলার বজরপুর এলাকায় সোনামণিদের নিয়ে এক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অত্র এলাকার ১৪টি শাখার প্রায় ৫০ -এরও অধিক সোনামণি অংশ নেয়। এ সময় শাখার উপদেষ্টাবৃন্দ ও ধূরইল মাদরাসার শিক্ষক বৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

ছোট্ট মণি

-মেহেদী হাসান (৭ম শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আমরা সবাই ছোট্ট মণি
ছোট্ট মোদের আশা
আমরা সবাই পেতে চাই
নবীজির ভালবাসা।
দুঃখ শুধু একটাই মোদের
নেই নবীজী পাশে
থাকলে কত আদর করতেন
বসে মোদের কাছে।
তাঁর মুখেতে শুনতাম কত
ভাল ভাল কথা
যে কথাতে সদাই থাকে
আল্লাহ্‌র ভালবাসা।
আমরা ছোট্ট তাই বলে ভাই
প্রাণটা ছোট্ট নয়
মোদের প্রাণে লুকিয়ে আছে
আল্লাহ তা'আলার ভয়।

***

আবেদন

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
খেসবা দাখিল মাদরাসা
নাচোল, চাপাই নবাবগঞ্জ।

আমরা যারা সত্য পথে
জীবন চালাতে চাই,
সেই চাওয়ারই নির্দেশিকা
আত-তাহরীকে পাই।
আত-তাহরীক সত্যি তুমি
মহান উদার ভাই
অজানা সব তথ্যগুলো
তোমার মাঝে পাই।
সম্পাদকের বরাবরে
তাইতো নিবেদন
আত-তাহরীক পাক্ষিক করতে
জানাই আবেদন।

***

সত্যের ডাক

-কাওছারুল বারী (৫ম শ্রেণী)

আজকে তুমি ছোট্ট আছ
কালকে হবে বড়,
ভাল হবার শর্ত হ'ল
সত্য পথ ধর।
সত্য পথে চলব মোরা
সত্য কথা বলব,
এমনিভাবে সারা বিশ্বে
সত্যের ঝড় তুলব।
রাসূল মোদের বলে গেছেন
সত্য পথে চলতে,
সত্য কথা বললে নিশ্চয়
আসন পাবে জান্নাতে।
মিথ্যা কথা বললে
হবে জাহান্নামী,
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে
সেথায় চিরস্থায়ী।
এসো ভাই সোনামণি!
সত্য কথা বলি,
সত্য কথা বললে মোদের
দুঃখ যাবে চলি।

***

আত-তাহরীক

-মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন (২য় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এসো বন্ধু সোনামণি
সবাই মিলে তাহরীক পড়ি
আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করি
আল-কুরআনের আলোকে জীবন গড়ি
ছহীহ হাদীছ মেনে চলি
নবীর সুন্নাত কায়েম করি
সকল বিধান বাতিল করে
অহি-র বিধান কায়েম করি।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

অর্থনৈতিক মন্দার আটানব্বই

জাতীয় অর্থনীতিতে চরম মন্দা ও স্থবিরতার মধ্য দিয়ে বিদায় নিয়েছে আটানব্বই। গোটা বছর ছিল অর্থনৈতিক মন্দার বছর। অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যের মুখ দেখেনি। শিল্প উৎপাদন আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। রফতানী বাণিজ্যে বিরাজ করেছে স্থবিরতা। রাজস্ব আয়ে ঘাটতি আগের বছরের চেয়েও বেড়েছে। শেয়ার মার্কেটের রুগ্নদশা। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমেছে সাম্প্রতিককালে সর্বাধিক। মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশের উপরে। শিল্প বিনিয়োগে বন্ধ্যাত্ব ছিল। দেশী-বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাব ক্রমশ প্রবল ছিল।

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদাসীনতা, শিল্প বিনিয়োগে অনীহা, রফতানী ক্ষেত্রে জটিলতা, দীর্ঘস্থায়ী বন্যাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিলতা ইত্যাদি কারণে অর্থনৈতিক মন্দা চরম রূপ নিয়েছিল ১৯৯৮ সনে। বাংলাদেশ ব্যাংক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে ১৯৯৮ সনের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৯৯৮ সনে শিল্পখাতে উৎপাদন কমেছে শতকরা ৮ ভাগের বেশী। গত ২/৩ বছরেই শিল্প উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অর্থবছরের প্রথম তিন মাস তথা জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার মাইনাস (–) ৪ দশমিক ২ শতাংশ। শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই পূর্ববর্তী বছর একই সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ১২ শতাংশ। বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করে এবছর রফতানী বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাজস্ব আদায়ে ধারাবাহিক ব্যর্থতার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৮ সনের প্রথম ৫ মাসে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৬২১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। শুধু নভেম্বরেই রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৬ দশমিক ১৯ ভাগ। আমদানী-রফতানী ভিত্তিক শুল্ক কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৪৬ কোটি কম আদায় হয়েছে। একদিকে রাজস্ব আয় হ্রাস অন্যদিকে সরকারের চলতি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত জনশক্তি রফতানীর ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২ শতাংশ। এবার তা নেমে এসেছে ২ দশমিক ২৮ শতাংশে।

১৯৯৮ সালে দেশে ভয়াবহ বন্যায় কৃষিখাতে বিপর্যয় ঘটেছে। সার্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপট বিদায়ী বছরের শেষ প্রান্তে এসে মুদ্রাস্ফীতির হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হার ৮ শতাংশ। নিকট ভবিষ্যতে এ জিম্মি দশা থেকে রেহাই পাবার কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না।

অপরাধের এক বছর

বিদায়ী বছর আটানব্বই ছিল অরাজকতা আর অপরাধের। সারা দেশে ব্যাপক হারে খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, শিশু ও নারী নির্যাতন, অপহরণ, ছিনতাই হয়েছে ব্যাপক ভাবে। পুলিশী হেফাযতে খুন, ধর্ষণ আগের বছরের চেয়ে বেশী হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান মতে, সারা দেশে প্রায় ৩ হাযার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যা ৭৮টি। আহত হয় প্রায় ৩ হাযার। গ্রেফতারের ঘটনা ছিল প্রায় দেড় হাযার। কোর্ট কারাগার ও পুলিশ হেফাযতে নিহতের ঘটনা ছিল ৬০টি। যৌতুকের বলি ছিল ৮৩ জন মহিলা। ধর্ষণ হয়েছে ৯৬১ টি। এসিডদগ্ধ হয়েছেন ১৬৪ জন মহিলা।

গত বছর বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর অপরাধ সংঘটিত হয়। পুলিশ কর্তৃক রুবেল হত্যা, শাজনীন হত্যা, কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতা তরীকুল্লাহ হত্যা ও আওয়ামীলীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার নূরুল ইসলাম হত্যা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষের হত্যা দু'টো ১৯৯৮ সনের প্রথম হত্যাকাণ্ড (৩ জানুয়ারী)।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি
বিপন্ন নাগরিক জীবন

গত এক বছরে জীবন যাত্রার ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। নাগরিক জীবন হচ্ছে বিপন্ন। কম আয়ের মানুষদের ভোগান্তির অন্ত নেই। ছিন্নমূল মানুষ অশেষ দুর্ভোগে দিশেহারা। ক্রেতা সংগঠন 'ক্যাব' সম্প্রতি এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। 'ক্যাব' আরও বলেছে, ১৯৯৮ সালে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৮০ শতাংশ।

দ্রব্যমূল্য বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ। তথ্য মতে, গত বছরের শুরু থেকেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। জুলাই নাগাদ ব্যাপক রূপ নেয়। নভেম্বর মাসে এসে মূল্য পরিস্থিতি নযীরবিহীন পর্যায়ে উপনীত হয়। নভেম্বরে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে ১২ দশমিক ৪৪ শতাংশ। অর্থাৎ এর আগের বছরের নভেম্বরে একজন ক্রেতা যে দ্রব্য ১০০ টাকায় কিনেছেন, এক বছরের মাথায় তা কিনতে হয়েছে ১১২ দশমিক ৪৪ টাকায়।

জাহেলী যুগের বর্বরতা বাংলাদেশে

বাংলাদেশে বর্তমানে এমন ঘটনা ঘটছে যা জাহেলী যুগের বর্বরতাকেও যেন হার মানাচ্ছে। এমনই একটি ঘটনা কুমিল্লা যেলার দাউদকান্দি থানায় ঘটেছে। বারপাড়া ইউনিয়নের ছবিবাদ গ্রামের রাজামিয়া (৪০) কে সন্ত্রাসীরা কাটা রাইফেল দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর উপস্থিত শত শত মানুষের সামনে তাকে জবাই করে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে। বিচ্ছিন্ন মাথা নিয়ে সন্ত্রাসীরা ফুটবল খেলতে থাকে! পরে শরীর থেকে হাত-পা কেটে নিয়ে ফাঁকা গুলী করতে করতে সন্ত্রাসীরা নিরাপদে চলে যায়। থানা থেকে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছতে ১০ মিনিট লাগার কথা। কিন্তু পুলিশ পৌঁছে ২ ঘন্টা পর। গত ১০ই জানুয়ারী লোমহর্ষক এ ঘটনাটি ঘটে।

পলিথিনের জন্য পরিবেশ হুমকীর সম্মুখীন

পলিথিন ব্যাগ ঢাকার নগর জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলছে। পরিবেশকে রেখেছে মারাত্মক হুমকীর মধ্যে। এক জরীপে দেখা গেছে, রাজধানীর শতকরা প্রায় ৯৩ জন মানুষই পলিথিন ব্যবহার ও উৎপাদন বন্ধের পক্ষে। এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অবগত আছেন শতকরা ৯৮ জন। বর্তমানে সারা দেশে ৩০০ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরী রয়েছে। এর মধ্যে খোদ ঢাকাতেই ২৫০টি। এসব ফ্যাক্টরীর দৈনিক গড় উৎপাদন দেড় থেকে পাঁচ টন। অর্থাৎ প্রতিদিন উৎপন্ন হচ্ছে দেড় কোটিরও বেশী ব্যাগ। হিসাব মতে, ঢাকার ড্রেনে-রাস্তায় প্রতিদিন জমছে ৬০ লাখ পলিথিন ব্যাগ। গত বন্যার সময় তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ লাখ। পলিথিন অপচনশীল পদার্থ। ফলে পানিতে কিংবা মাটিতে মিশে বা গলে যায় না। নীরবে ধ্বংস করে যায় পরিবেশ। এক সমীক্ষা মতে, একনাগাড়ে ৬ মাস কোন স্থানে যদি পলিথিন বা প্লাসটিকজাত সামগ্রী মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয় তাহ'লে মাটির উর্বরা শক্তির শতকরা ২২ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে এবং মাটির দানা বাঁধার ক্ষমতাও শতকরা ৩০ শতাংশ হ্রাস পায়। পলিথিন মাটির পুষ্টি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, মাটিতে সূর্যালোক প্রবেশে বিঘ্ন ঘটায়। উপকারী ব্যাকটোরিয়া সমূহের ক্ষতি করে। হিসাব মতে, সারাদেশে শত শত কোটি পলিথিন ব্যাগ মিশে আছে মাটির সাথে। কেবল মাত্র ঢাকার ড্রেনে ও মাটিতেই মিশে আছে ১'শ কোটি পলিথিন ব্যাগ। পলিথিন উৎপাদন এবং এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। পলিথিন উৎপাদন নিষিদ্ধ কিংবা পলিথিনের বিকল্প ব্যাগের সহজলভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা যরুরী। নতুবা এক সময় আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় আনবে মারাত্মক আঘাত। ঘটাবে পরিবেশের বিপর্যয়। মানুষ আক্রান্ত হবে প্রতিনিয়ত নানা রোগে।

রাজহাঁস পালন করে মাসে ১৪ হাযার টাকা আয়

কুমিল্লার নারচর গ্রামের গৃহিনী রওশন হায়দার সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য রাজহাঁস পালন করে বেশ লাভবান হয়েছেন। তাঁর খামারে ১৭০টি রাজহাঁস রয়েছে। একটি রাজহাঁস বছরে ৩ কিস্তিতে কমপক্ষে ৩০টি বাচ্চা দেয়। যা ১ বছরে পালন করে বিক্রি করলে প্রতিটি ২০০ টাকা হারে ৬ হাযার টাকা পাওয়া সম্ভব। একটি রাজহাঁস বছরে ৩ থেকে ৪ বার বাচ্চা দেয়। যা সত্যিই লাভজনক। রওশন তাঁর খামার হ'তে গত বছর মোট ১৩০০ বাচ্চা এবং বয়স্ক হাঁস বিক্রি করেছেন। যা হ'তে তিনি প্রায় ১ লাখ ৭০ হাযার টাকা পেয়েছেন। হিসাব মতে, তিনি শুধু রাজহাঁস পালন করেই প্রতি মাসে গড়ে ১৪ হাযার টাকা আয় করে থাকেন। স্বল্প পুঁজি নিয়ে রওশন হায়দার রাজহাঁস পালন শুরু করেছিলেন।

শোক সংবাদ

মুন্সী সোলাইমান আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই! গত ১৭ই জানুয়ারী ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)। দিনাজপুর যেলার আকরগ্রামের নিবাসী **মুন্সী সোলাইমান** 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র একজন একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করি। -সম্পাদক।

বিদেশ

পুলিশের সংবাদ বাহক ৮০০ পায়রা

ইন্টারনেট ও ই-মেইলের এ যুগে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে আজও পায়রার ব্যবহার প্রচলিত। তবে বিশেষ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উড়িষ্যা পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তা জানান, তথ্য আদান-প্রদানে পুলিশ বাহিনীর জন্য আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পায়রা ইউনিটের মাধ্যমে খবর পাঠানোর বর্তমান ব্যবস্থা বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নেই।

এ ইউনিটে ৮০০ পায়রা রয়েছে। তিনি বলেন, অতীতে যখন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ছিল না, তথ্য আদান-প্রদানে তখন পায়রার ডানার উপরই পুলিশের নির্ভর করতে হ'ত। বন্যা-সাইক্লোন ও এ ধরনের অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পায়রাই খবর পাঠানোর অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হ'ত। উড়িষ্যা পুলিশ অর্ধ-শতাব্দীরও বেশীকাল আগে থেকে এ পায়রা ইউনিটের উপর নির্ভর করে এসেছে।

আমেরিকায় ইসলামী সামগ্রী

বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছে যে, বিগত রামাযানের সময় আমেরিকার ৬০ লাখ মুসলিম নাগরিক মার্কিন দোকানগুলোতে ইসলামী পণ্য সহ তাদের পসন্দের পণ্যটি সংগ্রহ করেছেন। সেখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ মুসলমানদের চাহিদার দিকটি লক্ষ্য রেখে বাজারে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিভিন্ন ধরনের শুভেচ্ছা কার্ড, মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবনী গ্রন্থ, কুরআন ভিত্তিক কম্পিউটার ও সফ্টওয়্যার তারা বাজারজাত করছে। একজন ব্যবসায়ী জানান, ইসলামী পণ্যসামগ্রী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রামাযান মাসটি খুবই লাভজনক ছিল। তিনি জানান, তার কোম্পানী প্রতিদিন ৭ হাযার ইসলামী শুভেচ্ছা কার্ড বিক্রি করেছে। আগে ব্যবসায়ীরা পণ্যসামগ্রী মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানী করত। কিন্তু এখন তারা ক্রেতাদের চাহিদানুযায়ী নিত্য-নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেরাই বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আদালত মানবেনা

ফেব্রুয়ারীতে রাম মন্দির বানাবে

ভারতের কট্টর প্রতিবাদী সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' বলেছে, আদালতের কোন সিদ্ধান্তই অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের কাজকে বন্ধ করতে পারবে না। হিন্দু দেবতা রামের উপর বিচারের রায় প্রয়োগ করা যায় না। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে মন্দির নির্মাণের কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি অশোক সিঙ্গাল জৈনপুরে সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, অযোধ্যা সংক্রান্ত আদালতে যেসব মামলা বিচারাধীন রয়েছে তার সবই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। অতএব, আদালতের সিদ্ধান্ত দেবতার উপর প্রয়োগ হ'তে পারে না। তিনি বিচারকদের চ্যালেঞ্জ করেন এবং আইন বিশারদদের তাদের উক্তি খণ্ডনের আহবান জানান। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নয়া সাধারণ সম্পাদক বলেন, আহমেদাবাদে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ ও ৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ধর্ম সংসদের বৈঠকে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কর্মসূচী নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, সাধুদের 'জন্মভূমি আন্দোলন' শুরু হয়েছে এবং কেবল তারাই ঐ ধর্ম সংসদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, কখন থেকে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের ইরাকের প্রতি সহানুভূতি

জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান নিরাপত্তা পরিষদকে সম্প্রতি বলেছেন, ইরাকের তেল শিল্প গুলোর জন্য যরূরী ভিত্তিতে খুচরা যন্ত্রাংশ প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইরাক যন্ত্রাংশ না পেলে সে দেশের জনগণের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিসপত্র কেনার জন্য পর্যাপ্ত তেল রফতানী করতে পারবে না।

মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদকে দেয়া এক চিঠিতে আরও বলেন, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়ার কারণে গত ৬ মাসে তেল বিক্রি থেকে ইরাকের আয় ১'শ কোটি ডলারেরও বেশী কম হয়েছে। কফি আনান বলেন, ইরাকের তেলক্ষেত্র গুলোর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যরূরী হয়ে পড়েছে। তা না হ'লে জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত মানবিক সাহায্য কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় তেল ইরাক ভবিষ্যতে উত্তোলন করতে পারবে কি-না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ইরাক বর্তমানে খুচরা যন্ত্রাংশ সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহের তালিকা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

কবরে ১৪৭ দিন!

ব্রিটিশ নাগরিক গফ স্মিথ ১৪৭ দিন কবরে কাটিয়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। গফ স্মিথ ইচ্ছাকৃতভাবে একটি কফিনে নিজেকে আবদ্ধ করে তাঁকে কবর দিতে বলেন এবং দীর্ঘ এ দিনগুলো কবরে অতিবাহিত করে আবার ফিরে আসেন দিবালোকে। বিগত বছরের ২৯শে আগষ্ট তাকে কবরস্থ করা হয়।

স্মিথের কবরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর কাছে ছিল সেলুলার ফোন ও একটি রেডিও। তিনি একটি ছিদ্র পথের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে কথাবার্তাও বলতে পেরেছেন। আর এ ছিদ্র দিয়েই তাঁকে খাবার সরবরাহ করা হত।

মুসলিম জাহান

চেচনিয়া অচিরেই ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে

চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভ বলেছেন, বিচ্ছিন্ন ককেশাস প্রজাতন্ত্র অচিরেই ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। রুশ বার্তা সংস্থা ইতারতাস ইতিপূর্বে জানিয়েছে, মাসখাদভ ৩ বছরের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং পবিত্র কুরআন ভিত্তিক নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত একটি কমিশনের প্রধান হিসাবে কাজ করবেন। তিনি বলেন, চেচনিয়ার ধর্মতত্ত্ব বিদদের নিয়ে একটি ইসলামী পরিষদ গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ পরিষদ শরীয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে।

চেচনিয়ার সর্বোচ্চ ইসলামী আদালত গত মাসে সে দেশের পার্লামেন্ট বাতিল করে বলেছে, আগামী ৩ মাসের মধ্যে এর (পার্লামেন্ট) স্থলে একটি পরামর্শক সভা (মজলিসে) গঠন করা হবে।

পাকিস্তানে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের দায়ে ৫০ ভিআইপির জরিমানা

পাকিস্তানে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের দায়ে ৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিককে জরিমানা করা হয়েছে। পুলিশ এদের জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চোখ রাঙ্গানি উপেক্ষা করে পুলিশ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করে।

ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ, পার্লামেন্ট সদস্য, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং আমলারাও রয়েছেন। পদস্থদের মধ্যে আছেন সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান মীর্জা আসলাম বেগ, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সিনেটর সাফাক্বাত মাহমূদ, অর্থ সচিব জাহিন চৌধুরী, পাকিস্তান মুসলিমলীগ নেতা ও সিনেটর জাভেদ ইকবাল সহ সম পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গ।

ইতোমধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে জাভেদ ইকবাল ৭৫০ রূপী পরিশোধ করেন। আরেক জনও ৫০০ রুপী পরিশোধ করেন। দণ্ড প্রাপ্ত প্রত্যেকেই তাদের ভুল স্বীকার করেন এবং পুলিশকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থী বিজয়ী

কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নূর সুলতান নাজারবায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুনরায় ৭ বছর মেয়াদের জন্য বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে তিনি নিরঙ্কুশ ভোট পান। বিজয়ী নাজারবায়েভ নির্বাচনে ৮১ দশমিক ৭১, পরাজিত প্রার্থী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মেরিকবলসিন আবদিল দিন ১২ দশমিক ৮ ভাগ ভোট পান। ১৯৯১ সনে স্বাধীনতা লাভের পর কাজাখস্তানে এটি হচ্ছে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার কারণে ১৮ লাখ ইরাকীর মৃত্যু

ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার কারণে ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮ লাখের বেশী ইরাকীর মৃত্যু ঘটেছে। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে শিশু মৃত্যুর হার চারগুণ হয়েছে। ১৯৯০ সালে যেখানে শিশু মৃত্যুর হার ছিল এক হাযারে ২৪ জনের মত, সেখানে এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাযারে ৯৮ জনের মত। মন্ত্রী জানান, গত বছরও ১ লাখ ৬০ হাযারের মত ইরাকীর নির্মম মৃত্যু ঘটেছে।

আমেরিকা তেল সমৃদ্ধ হচ্ছে আরবদের নিঃস্ব করে

- সাদ্দাম

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, সঊদী আরব ও কুয়েত অন্য আরব দেশকে নিঃস্ব ও দরিদ্র করে যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করছে। দেশ দু'টো বিশ্ব তেল বাজারে তেলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

ইরাকের 'আল-জমহুরিয়া' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত নিজস্ব এক লেখায় সাদ্দাম হোসেন অভিযোগ করেন যে, উক্ত দেশ দু'টোর শাসকগণ জনগণের চেয়ে তাদের সিংহাসন নিয়ে বেশী উদ্বিগ্ন। সঊদী শাসকগণ আরবজাতির জন্য বড় ধরনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ এখন। কেননা, তারা এখন বিদেশীদের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে। তিনি আরো লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র সস্তায় তেল কিনে তেলের বিশাল মওজুদ গড়েছে। যখন তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাবে তখন বিপুল মুনাফার ভিত্তিতে এ তেল বিক্রি করবে।

সাদ্দাম হোসেন বলেন, এক বছর আগে যেখানে তেলের দাম ছিল প্রতি ব্যারেল ২০ ডলার, বর্তমানে প্রতি ব্যারেল ১০ ডলার। আর এ সুযোগটিই নিচ্ছে আমেরিকা। অদূর ভবিষ্যতে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তেল সম্পদ পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা। সস্তায় তেল বিক্রি করে এ সুযোগটি করে দিচ্ছে সঊদী আরব ও কুয়েত। তিনি বলেন, দেশ দু'টো আমেরিকা ও ইহুদীবাদের ছুরি দিয়ে আরব জাতিকে বিদ্ধ করছে।

ইন্দোনেশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট বিজে হাবীবি রাজনীতির সাথে সেদেশের ৪১ লাখ সরকারী কর্মচারীর জড়িত না হওয়ার জন্য নির্দেশ জারী করেছেন।

সম্প্রতি এক ডিক্রিতে প্রেসিডেন্ট বলেন, রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকতে চাইলে কর্মচারীদের অবশ্যই চাকুরী ছাড়তে হবে। সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর শাসনামলে ক্ষমতাসীন গোলকার পার্টিকে ভোট দিতে সরকারী কর্মকর্তাদের অনেকটা বাধ্য করা হ'ত। এভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গোলকার পার্টি তার আধিপত্য ফলাত এবং এভাবেই সুহার্তোর কর্তৃত্ববাদী শাসন টিকে ছিল প্রায় তিন দশক। সে সময় বহু সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী গোলকার পার্টির টিকিটধারী সদস্য ছিল এবং এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে বেশী ভোট পেত। বর্তমান নতুন এ আদেশ ক্ষমতাসীন দলের জন্য একটি প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

কসোভোয় আবারও ব্যাপক মুসলিম হত্যার আশংকা

যুগোস্লাভিয়ার কসোভো পুনরায় বধ্যভূমিতে পরিণত হ'তে চলেছে। গত ১৫ই জানুয়ারী কসোভোর এক গ্রামে ১৫ জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ঠান্ডা মাথায় খুব কাছ থেকে গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ ন্যাটো তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন। ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হ'তে বাধ্য। গত অক্টোবরে ন্যাটো বাহিনীর বোমা বর্ষণের হুমকীর মুখে মিলোসেভিচ হত্যাকান্ড বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা এখন আর রাখছেন না। জাতিগত নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খায় স্বায়ত্বশাসনের অধিকারে আন্দোলনরত নীরিহ মুসলিম নর-নারী ব্যাপক হত্যার দিকে মিলোসেভিচ এগিয়ে যাচ্ছেন বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

পাকিস্তানের একটি অঞ্চলে ইসলামী আইন চালু

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সরকার সম্প্রতি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উপজাতীয় এলাকায় ইসলামী আইন চালু করেছে। সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে, উক্ত এলাকায় সকল আইনগত ও অপরাধ মামলার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে পবিত্র কুরআন অনুসারে। ধর্মীয় নেতা হবেন আদালতের প্রধান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মানব কোষকে সজীব রাখার কৌশল উদ্ভাবন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে, তারা মানব কোষকে অমর করার নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এর ফলে বয়স বাড়লেও ত্বক কুচকে যাবে না। বিজ্ঞানীরা এ কৌশলের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধিরোধক এনজাইম প্রয়োগ করে মানব দেহের কোষকে স্বাভাবিক জীবনের চেয়ে ৪ গুণ বেশী সময় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব বলে দাবী করছেন। ইতোমধ্যে তারা বেশ ক'টি সফল পরীক্ষা চালিয়েছেন। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেল বায়োলজি ও নিউরোসায়েন্সের অধ্যাপক জেরী সাহ বলেন, দীর্ঘদিনের গবেষণার মাধ্যমে কোষের বয়স বৃদ্ধি রোধের উপায় সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, টেলোমেরাস নামের এ এনজাইমটি কোষে প্রয়োগ করার পর কোষগুলো কার্যকরভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। তরুণের মতোই কোষগুলো সতেজ ও কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, আমরা চির অমরত্বের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যু চিরন্তনই।

বিচ্ছুর বিষ দিয়ে ক্যান্সারের ঔষধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা

ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ে বিষাক্ত 'বিচ্ছু' অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হ'তে পারে। বিচ্ছুর বিষ দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের টিউমার নিরাময় করা সম্ভব হ'তে পারে। আমেরিকার আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হেরাল্ড সনথিমার এ নিয়ে বাস্তব গবেষণা করে অনেক দূর এগিয়েছেন।

সম্প্রতি তিনি ও তাঁর সহযোগিরা বিচ্ছুর বিষ থেকে এমন একটি উপাদান পৃথক করছেন, যা ব্রেন-ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে অভাবিত রকমের কাজ করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ আবিষ্কার যদি মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহ'লে এটাই হবে প্রাণঘাতী ব্রেন-ক্যান্সারের প্রথম প্রকৃত চিকিৎসা।

একটি কচ্ছপ এগার'শ পঞ্চাশটি ডিম পেড়েছে

কক্সবাজারের উখিয়ার সাগর পাড়ের মানুষকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে এক সামুদ্রিক কচ্ছপ। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ প্রাণীটিকে গ্রামবাসীরা সামুদ্রিক দৈত্য বলে আখ্যায়িত

করেছে। কচ্ছপটি এত বিশাল দেহ বিশিষ্ট এবং শক্তিশালী যে, ৪ জন তরুণ একই সাথে হাতির পিঠে চড়ার মত করে কচ্ছপটির পিঠে চড়েছে। শুধু তাই নয়, সাত-আট কিশোর দল বেঁধে কচ্ছপটির পিঠে উঠেছিল। কিন্তু সেটি ঠিকই সামনে এগুতে পেরেছে স্বাভাবিকভাবেই।

একটানা দু'দিন দু'রাত কাটিয়েছে কচ্ছপটি উখিয়ার রেজু খালের মোহনা সোনারপাড়ার নির্জন সৈকতে। সাগর থেকে উঠে এসে কচ্ছপটি খুঁড়েছিল বালুচরে এক বিশাল গর্ত। সে গর্তে একে একে ডিম পেড়েছে এগারো'শ পঞ্চাশটি। যা অভাবনীয় ব্যাপার। সাধারণতঃ একটি কচ্ছপ ২০০/২৫০ টি ডিম দেয়। স্থানীয় একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, মাটি থেকে কচ্ছপটির উচ্চতা কমপক্ষে ৪ হাত। গত ১১ই জানুয়ারী কচ্ছপটি ডিম পেড়ে সাগরে নেমে যায়।

মৃত্যুর চতুর্থ কারণ!

বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। বর্তমান বিশ্বে ১৪ কোটি ডায়াবেটিক রোগে ভুগছেন। যা আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ ৩০ কোটিতে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশন সাম্প্রতিক গবেষণায় বলেছে যে, মৃত্যুর প্রধান কয়েকটি কারণের মধ্যে ডায়াবেটিক চতুর্থ কারণ।

নতুন গ্রহের সন্ধান

বার্তা সংস্থা সিনহুয়া পরিবেশিত খবরের বলা হয়েছে, জেনেভা পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। সৌরজগতের বাইরে এর অবস্থান। সূর্যের মত দেখতে একটি নক্ষত্রের চারপাশে এটি ঘুরছে। পৃথিবী থেকে ৭০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত এ গ্রহটি দেখা গেছে দক্ষিণ আকাশে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এইচ ডি- ৭৫২৮৯। সৌরজগতের মধ্যে বাইরে অবস্থিত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহ সমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এ নতুন গ্রহটি আকারের দিক থেকে পৃথিবীর কাছাকাছি। আর এ নতুন গ্রহটি নিয়ে সৌরজগতের বাইরে কোন নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে এমন গ্রহের সংখ্যা ১৮-তে দাঁড়ালো।

মাসিক আত-তাহরীক
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ
হাদীছের আলোকে
জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র॥

সংগঠন সংবাদ

কুরআনকে সংসদে নিয়ে যান

-ডঃ গালিব

গত ৭ই জানুয়ারী'৯৯ মোতাবেক ১৮ই রামাযান বৃহস্পতিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপরীতে অবস্থিত মাহবুব আলী ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি উপরোক্ত আহবান জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, নুযূলে কুরআনের এই পবিত্র মাসে কুরআনকে জীবন গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করুন। কুরআনকে আর মক্তবে-মাদরাসায় ফেলে না রেখে সংসদে নিয়ে যান ও সেই অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সরকারী ও বিরোধী দলের সকল নেতা-নেত্রী মুসলমান। সকলকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ও আল্লাহ্‌র নিকটে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কোন নেতা বা নেত্রীকে সেদিন খাতির করা হবে না দলের কেউ সেদিন কবরে আপনাদের সাথী হয়ে সুপারিশ করবে না। অতএব যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহপাক আপনাদের দিয়েছেন এটা স্রেফ পরীক্ষা মাত্র। যদি এই দায়িত্ব ও ক্ষমতার যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারেন ও আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান নিজেদের ব্যক্তি জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হ'ন কিংবা তার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালান, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ আপনারা জান্নাতী হবেন। আর সেটাই হ'ল যেকোন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। কিন্তু যদি তা না করেন বরং জেনে শুনে এড়িয়ে চলেন, তবে কেয়ামতের মাঠে শেষ বিচারের দিনে রেহাই পাবেন না। আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা করে কখনও দেশে শান্তি আসবে না। বরং দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ ও আখেরাতে মর্মান্তিক আযাব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে (নূর ৬৩)। গণতন্ত্রের নামে আজ বাংলাদেশ সরকারী ও বিরোধী দলীয় সন্ত্রাসের দেশে পরিণত হয়েছে। পবিত্র রামাযান মাসেও এদেশে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ইবাদত করার সুযোগ নেই।

তিনি ইসলাম পন্থী দলগুলিকে লক্ষ্য করে বলেন, নিজেদের রচিত মাযহাব ও তরীকাগত সংকীর্ণতা পরিহার করে আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ

হই। আসুন আমরা কুদূরী-র উপরে বুখারী শরীফকে স্থান দেই। আমরা নিজেদের রচিত ফেকহী সিদ্ধান্তের উপরে ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেই। ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনকে আসুন আমরা একযোগে প্রত্যাখ্যান করি এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। তিনি বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলিম জনসাধারণ কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু তাদের সেই কামনা বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হ'লাম আমরা নেতারা। তিনি বলেন, দেশের অন্যূন দু'কোটি আহলেহাদীছ নাগরিক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই তাদের জীবন পরিচালনার একমাত্র দিক নির্দেশিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে ও সে হিসাবেই তারা সার্বিক জীবনে চলতে চায়। কিন্তু আজ তাদেরকে বিভিন্নভাবে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে। এমনকি তাদের কোন খবরাখবর কোন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয় না। ফলে সাধারণ জনগণ অনেকে তাদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে না।

তিনি বলেন, কুরআন নাযিল হয়েছিল হেদায়াত হিসাবে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী হিসাবে। কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছও আল্লাহ্র অহি। আল্লাহ্র রাসূল 'অহি' ব্যতীত কোন ব্যাখ্যা দিতেন না। অতএব আমাদের দেশে ও সমাজে যেসব আইন ও প্রথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী বলে প্রমাণিত হবে, তা অবশ্যই বাতিল যোগ্য। দেশের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কোন অবস্থায় এদেশের মুসলমান নাগরিককে আল্লাহ প্রেরিত অহি বিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করতে পারে না। যদি করে তবে তার দায়-দায়িত্ব কেয়ামতের মাঠে তাদেরকেই বহন করতে হবে। অতএব দেশের নেতৃবৃন্দ যত দ্রুত এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন, তত দ্রুত দেশে শান্তি ফিরে আসবে। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে দেশের আইন ও সংবিধান রচিত না হবে ও সে অনুযায়ী দেশ পরিচালিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত দেশে কাংখিত শান্তির আশা করা দুরাশা মাত্র। ঢাকা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিরাট সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ঢাকা যেলা আহবায়ক হাফেয আবদুছ ছামাদ।

বাংলাদুয়ার জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৮ই জানুয়ারী'৯৯ শুক্রবার ঢাকা মহানগরীর বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুদ্দীন-এর আমন্ত্রণক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সেখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি বলেন, যে কুরআন নাযিলের কারণে রামাযান মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কুরআনের বাহক ও অনুসারী হিসাবে মুসলিম উম্মাহ্র মর্যাদাও অন্য সকল জাতির উপরে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ভাগ্য যে, সে কুরআন আজ আমাদের নিকটে স্রেফ তেলাওয়াতের গ্রন্থ হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে, আমলের গ্রন্থ হিসাবে নয়। আজ এদেশের ১২ কোটি মানুষকে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষের রচিত বিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলিতেও বিভিন্নভাবে আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক এবারের ফিৎরা ২৫ টাকা হিসাবে ধার্য করার বিষয়টি শরীয়ত সম্মত নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, খাদ্য ও খাদ্যের মান কখনই এক নয়। প্রত্যেক মুমিন যে মানের খাদ্য বছরের অধিকাংশ সময় গ্রহণ করে থাকেন, সে মানের খাদ্য মাথা প্রতি এক ছা' (আড়াই কেজি পরিমাণ চাউল) করে যাকাতুল ফিৎর হিসাবে আদায় করবে- এটাই শরীয়তের নির্দেশ। তিনি বলেন, ফিৎরা হ'ল জানের ছাদকা, মালের ছাদকা নয়। ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মারা যান, তবে তার উপরে যেমন ফিৎরা নেই। অমনিভাবে ঈদের দিন সকালে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তার পক্ষ থেকেও মুমিন পিতাকে ফিৎরা আদায় করতে হয়। অতএব ফিৎরা আদায়ের জন্য 'নিছাব' (সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ বাদে ২০০ দেরহাম বা আনুমানিক ৫০,০০০ হাযার টাকা)-এর মালিক হওয়া শর্ত নয়। এ জন্যই রাসূল (ছাঃ) ফিৎরা ফরয ঘোষণার সময় সর্বপ্রথম ক্রীতদাসের নাম নিয়েছেন (বুঃ মুঃ, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)+ অতএব আমরা নিজেরা যা খাই, মহব্বতের সঙ্গে তাই আল্লাহ্কে (ফিৎরা হিসাবে) দেওয়া উচিত এবং এটাই হাদীছের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। পরিশেষে তিনি সমাজের বর্তমান চারিত্রিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে ছিয়ামের শিক্ষা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

সাতক্ষীরায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত

(১) বুলারাটিঃ বিগত ১৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বুলারাটি ছাদেকের আম বাগানে ঈদগাহ ময়দানের বিরাট মুছল্লী সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে কবুল করা ব্যতীত দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ধর্মীয় বা বৈষয়িক যে কাজই হৌক তা যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে না হয়, তাহ'লে তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না।

তিনি বলেন, পবিত্র রামাযানের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদেরকে অবশ্যই ইসলাম বিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কলুষিত সমাজ জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।

(২) মঠবাড়ীয়া জামে মসজিদ উদ্বোধনঃ ২২শে জানুয়ারী শুক্রবার তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত তালা থানার অন্তর্গত মঠবাড়ীয়া জামে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জুম'আর খুৎবা দান কালে তিনি বলেন, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। এটা জান্নাতের বাগিচা। এই গোলাপ বাগানের ফুল হ'ল মুছল্লীগণ। মানুষ যত মসজিদ মুখী হবে ও গভীর আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করবে, সমাজ ততবেশী সৎ ও সুন্দর হবে। এ ছালাত অবশ্যই ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক হ'তে হবে। মসজিদে বিদ'আতী অনুষ্ঠান করা যাবে না। নইলে মসজিদ ইবাদত খানার বদলে বিদ'আত খানা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, একজন সন্ত্রাসী সহজে হেদায়াত পেতে পারে। কিন্তু একজন বিদ'আতীর হেদায়াত পাওয়া কঠিন। কেননা বিদ'আতী তার বিদ'আতকে সঠিক মনে করেই তা করে থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসী তার সন্ত্রাসকে অন্যায় মনে করেই তা করে থাকে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজকে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর আন্দোলন। জামা'আতবদ্ধ ভাবে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

(৩) পাঁচপাড়া (পশ্চিম)ঃ মঠবাড়ীয়া জামে মসজিদ উদ্বোধনের পরে একই থানার অন্তর্গত পাঁচপাড়া জামে মসজিদ -এর ভিত্তি স্থাপন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। সেখানে অনুষ্ঠিত ওলামা ও সুধী সমাবেশে তিনি বলেন, ভোটাভুটির মাধ্যমে সমাজ গঠনের বদলে সমাজের ভাংগন সৃষ্টি হচ্ছে। দলীয় হিংসা-বিদ্বেষ আজ সমাজ জীবনকে জর্জরিত করে ফেলেছে। সরকারী ও বিরোধিদলীয় সমাজ ব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আমাদেরকে পাশ্চাত্যের দর্শন পরিত্যাগ করে ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ গড়তে হবে এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ঢেলে সাজাতে হবে। ইনশাআল্লাহ সমজিদ হবে ইসলামী সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। আমাদেরকে সেই ভিত্তিমূলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

(৪) বালিয়াডাংগাঃ ঈদুল ফিৎরের পরদিন বুধবার ২০শে জানুয়ারী বাদ মাগরিব তিনি সাতক্ষীরা সদর থানার অন্তর্গত বালিয়াডাংগা জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জনগণকে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানান।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাতক্ষীরা যেলা ও এলাকা নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে আয়োজিত উপরোক্ত অনুষ্ঠান সমূহে বিপুল লোক সমাগম হয় এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন' -এর সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি জনাব এ,কে,এম, এমদাদুল হক, মানিকহার এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সানা, বিশিষ্ট সমাজ সেবী মৌঃ আব্দুল্লাহ আল-বাকী ও মৌঃ সাখাওয়াতুল্লাহ। অনুষ্ঠান সমূহ পরিচালনা করেন যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান। উল্লেখ্য যে, ঈদের খুৎবার পরে চারজন, পরে বুলারাটি জামে মসজিদে দু'জন এবং মঠবাড়ীয়া জামে মসজিদে চারজন ভাই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে বায়'আতের মাধ্যমে আহলেহাদীছ হয়ে যান।

কুমিল্লায় যুবসংঘের সভা অনুষ্ঠিত

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার বুড়িচং এলাকার উদ্যোগে জগতপুর আল-হেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক যরূরী সমাবেশ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক **জনাব মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন**। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা সংগঠনিক যেলার দফতর সম্পাদক জনাব শামসুল হক, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব আব্দুল হান্নান, যুবসংঘে'র যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে প্রত্যেককে কাজ করার জন্য প্রধান অতিথি আহ্বান জানান।

গাবতলীতে মহিলা সমাবেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'বগুড়া যেলার গাবতলী এলাকার উদ্যোগে পৃথক ভাবে মহিলা ও পুরুষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ই জানুয়ারী। এতে প্রায় সহস্রাধিক মহিলা ও প্রায় পাঁচ শত পুরুষ অংশ নেয়। সমাবেশে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া'র শিক্ষক জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ মুল বক্তব্য রাখেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফ্তা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্ন (১/৬৬)ঃ** আমাদের গ্রামে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আছে। সেই মাদ্রাসায় আমি কিছু জমি দান করতে চেয়েছি। কিন্তু কমিটির অবহেলার কারণে মাদ্রাসাটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি জমিটি ঐ মাদ্রাসায় দান করব? না অন্য কোন মাদ্রাসায় বা কোন জামে মসজিদে দান করব? উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান

গ্রামঃ মাখনপুর, পোঃ মৌগাছী

মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেখানে দান করলে আপনি অধিক ও স্থায়ী নেকীর আশা রাখেন, সেখানে দান করাই উত্তম হবে। যেমন- কোন মাদরাসা, মসজিদ, ইয়াতীমখানা ইত্যাদি। এছাড়া আপনি সেই জমি লিল্লাহ ওয়াক্ফ করতঃ মূল জমি নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে তা থেকে উৎপাদিত বস্তু উপযুক্ত খাতে দান করতে পারেন। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, তিনি স্বীয় 'বাইরুহা' নামের বাগান 'লিল্লাহ' দান করতঃ তা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সমর্পণ করলে তিনি তা নিকটাত্মীয়দের মাঝে দান করার পরামর্শ দেন। ফলে তিনি তাই করেন। *-বুখারী 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ১৭ অনুচ্ছেদ, হা/২৭৫৮।*

এ মর্মে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ এসেছে। যা নিম্নরূপ-

'তিনি বলেন, খায়বারের একটি জমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হস্তগত হলে সে সম্পর্কে পরামর্শ নিতে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি খায়বারের একটি জমির মালিক হয়েছি। এত উৎকৃষ্ট সম্পদের মালিক আমি আর কখনো হইনি। এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন, তুমি যদি চাও এই সম্পত্তির মূল নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখো আর তা থেকে দান করতে থাক। অতঃপর ওমর (রাঃ) এই শর্তে দান করতে থাকলেন যে, এই (মূল) সম্পত্তি বিক্রি ও হেবা করা যাবে না এবং এর কেউ ওয়ারিছ (উত্তরাধিকার) হবে না। তিনি এ জমি থেকে ফকীর, নিকটাত্মীয়, দাস মুক্তি, ফী-সাবীলিল্লাহ, মুসাফির ও দুর্বলদের দান করতে লাগলেন। (তিনি এ কথাও বললেন) যে ব্যক্তি এর 'অলী' (তত্ত্বাবধায়ক) হবে সে এ জমি থেকে প্রয়োজন মাফিক খাবে। অতিরিক্ত নয়'। *-বুখারী, 'শুরূত্ব' অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ হা/২৭২৭।* উক্ত হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির দানের খাত পরিবর্তন করা যায় এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণভার নিজের অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট অর্পন করা যায়। আর তত্ত্বাবধানকারী প্রয়োজন মাফিক তা থেকে নিজের খরচও গ্রহণ করতে পারে।

***প্রশ্ন (২/৬৭)ঃ** পলাশবাড়ী বাজার মসজিদে প্রতি সোমবার 'হালকায়ে যিক্র' হয়। একদিন আমি এইরূপ 'হালকায়ে যিক্র' করার দলীল আছে কি-না প্রশ্ন করলে চরমোনাই-এর জনৈক শিষ্য বললেন, দলীল ছাড়া আমরা কিছুই করি না। এরপর তিনি আমাকে 'মারেফাতের হক বা তালিমে যিক্র' নামের একটি বই দিলেন। আমি বইটি পড়ে দেখলাম সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াত, তাফসীরে হোসানী ২১৫ পৃঃ, মিশকাত শরীফের হাদীছ আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এবং তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) -এর বরাত দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে উক্ত 'হালকায়ে যিক্রে'র সত্যাসত্য শরীয়তে কতটুকু? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ যবান আলী

আরাজী ইটাখোলা

পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তরঃ 'মারেফাতের হক বা তালিমে যিক্র' বই-এর মধ্যে সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াত ও মিশকাত শরীফে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ থেকে কিভাবে 'হালকায়ে যিক্র' প্রমাণ করা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াতের অর্থ এবং বিশ্বস্ত তাফসীর গ্রন্থ সমূহ হ'তে উক্ত আয়াতের তাফসীরে কোনক্রমেই 'হালকায়ে যিক্র' সাব্যস্ত হয় না। দেখুনঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে ইবনে কাছীর ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯৩, তাফসীরে কুরতুবী ৭ম খণ্ড পৃঃ ২২৫, তাফসীরে বাহরুল মুহীত্ব ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৪৯, তাফসীরে ফাত্হুল ক্বাদীর ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২, তাফসীরে তাইসীরুল কারীম ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩৯। এমনকি মাওলানা মওদূদী-র তাফহীমুল কুরআন ও মুফতী মুহাম্মাদ শফী-র তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনেও একই কথা বলা হয়েছে। উল্লেখিত গ্রন্থ

সমূহের তাফসীর অনুসারে উক্ত আয়াত দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যার ছালাতে কুরআন পাঠ ও যিক্‌রের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ছহীহায়েনে বর্ণিত (মিশকাত) আবু মূসা আশ'আরীর উক্ত হাদীছে মৃদু শব্দে যিক্‌র করার প্রতি উপদেশ থাকলেও 'হালকায়ে যিক্‌র' প্রমাণিত নয়। মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত বাংলা) -এর ৫৫২ পৃষ্ঠায় এরূপ কোন তাফসীর নেই। অবশ্য ৫১২-৫১৩ পৃষ্ঠায় 'সূরা আ'রাফ -এর ২০৫ নং আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত ভাবে যিক্‌র -এর আলোচনা রয়েছে। কিন্তু সেখানেও 'হালকায়ে যিক্‌রে'র কোন আলোচনা নেই। নিঃসন্দেহে যিক্‌র একটি পবিত্র ইবাদত। আর এর সর্বোত্তম স্থান হ'ল ছালাত। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা আমার যিক্‌রের জন্য ছালাত কায়েম কর' (ত্বাহা ১৪)। তবে অভিনব তরীকা অবলম্বনে 'হালকায়ে যিক্‌র' অথবা সশব্দে জোরে জোরে যিক্‌র করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এরূপ যিক্‌রের কোন স্থান নেই।

প্রশ্ন (৩/৬৮)ঃ জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যায় কি-না? যদি যায় তবে খাজনা অনাদায়ী জমি বিক্রি করে যেতে কোন অসুবিধা আছে কি?

-আব্দুল মুমিন

গ্রামঃ আব্দুল্লাহ্‌র পাড়া

পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যিক ভাবে প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা মানুষের উপরে অবশ্য কর্তব্য, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে' (আলে ইমরান ৯৭)।

অনুরূপভাবে হাদীছেও বলা হয়েছে- 'আর তুমি যদি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সমর্থ হও, তাহ'লে হজ্জ করবে' অন্য বর্ণনায় 'আমাদের যার বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে তার প্রতি হজ্জ ফরয'। *-মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় পৃঃ ২৭-৩১।*

সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এমন প্রত্যেক মুমিনের প্রতি হজ্জ ফরয যারা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। এক্ষণে টাকা পয়সার ন্যায় জমিও সম্পদ এবং হজ্জে যাওয়ার অসীলা। কাজেই এই জমি ওয়ালা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও জমি বিক্রি করে হ'লেও হজ্জে যাওয়া কর্তব্য ও ফরয।

আর খাজনা দেওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্ট একটি আইন মাত্র। এর দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পর্যন্ত। হজ্জের জন্য জমি বিক্রি জায়েয হওয়া না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব খাজনা বাকী থাকা কিংবা না দেওয়ার বিষয়টি হজ্জের জন্য জমি বিক্রির ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। তবে সরকারী ঋণ হিসাবে ওটা পরিশোধ করে যাওয়াই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (৪/৬৯)ঃ আমি যথাসম্ভব শরীয়ত মোতাবেক চলে থাকি। কিন্তু আমার পিতা-মাতা পীরের কথামত চলেন। কুরআন-হাদীছ মানেন না। এজন্য আমিও তাদের কথা মোতাবেক চলি না। এমতাবস্থায় আমার ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যয়েনুদ্দীন সরদার

বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেন তবে তাদের কথা মানা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে পৃথিবীতে সদাচরণ করতে হবে। শরীয়ত সম্পর্কিত নয় তাদের এমন বৈষয়িক নির্দেশ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ বলেন,

و إن جاهدك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروفا

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব সহ অবস্থান করবে' (লোকমান ১৯)।

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যায় কাজের অনুসরণ ব্যতীত মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। আর মাতা-পিতার কথা মেনে চলা যে সদাচরণেরই চূড়ান্ত রূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এরূপ মাতা-পিতার কথা অমান্য করা যদিও গোনাহের কাজ কিন্তু এর সাথে অন্য ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এটি এমন পর্যায়ের গোনাহ নয় যা অন্যান্য ইবাদতকে অগ্রহণযোগ্য করে দেয়। যেমনটি শিরক-বিদ'আত ও অন্যান্য কতিপয় গোনাহের কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন (৫/৭০)ঃ 'দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করলে পরকালে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাওয়া যাবে না' বলে হাদীছে রয়েছে। অথচ আমরা স্কুল-কলেজে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই পড়ে থাকি। কেননা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে চাকুরী। এমতাবস্থায় আমরা কি এ হাদীছের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম

গ্রামঃ কাফুরিয়া, পোঃ দাওনাবাদ

নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা শুধু দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য শিক্ষা নয়। *দেখুনঃ 'মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড, 'ইলম' অধ্যায় পৃঃ ৩২৭, মিরকাত, ঐ পৃঃ ২৮৭।*

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীছের ইল্‌ম অর্জন না করে একমাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে, এরূপ ইলম অর্জনকারী জান্নাতে যাবে না। কিন্তু যারা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী ইল্‌ম অর্জন করে, (যেমন- ভাষা শিক্ষা, অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) এরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মোটকথা স্কুল-কলেজে দ্বীনী শিক্ষা ব্যতীত বাকী শিক্ষা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করতে পারে। অনুরূপভাবে মাদরাসাতেও দ্বীনী শিক্ষা দ্বীনী উদ্দেশ্যে ও দুনিয়াবী শিক্ষা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করতে পারে।

তবে মুসলমানের যেকোন কাজ যেহেতু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হওয়া শ্রেয় তাই দুনিয়াবী ইল্‌মও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন ও ব্যয় করলে বিনিময়ে পূর্ণ নেকীর হকদার হওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৬/৭১)ঃ 'ঘরে ছবি ও কুকুর থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী, মুসলিম/মিশকাত পৃঃ ৩৮৫)। অথচ জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সংগৃহীত বিভিন্ন পেপার-পত্রিকায় মানুষ সহ অন্যান্য জীব-জন্তুর ছবি থাকে। আর এগুলো প্রায় সকলের ঘরেই রক্ষিত। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

-নযরুল ইসলাম

গ্রামঃ পশ্চিম বিকরা

রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পেপার-পত্রিকা এমন স্থানে রাখতে হবে যেন দৃষ্টিগোচর না হয়। অথবা ঢেকে রাখতে হবে। যেকোন কারণেই হোক ছবি সম্বলিত পেপার দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা যাবে না। বিশেষ করে কোন পেপার-পত্রিকায় অশ্লীল ছবি থাকলে তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপনে রাখতে হবে অথবা যেকোন ভাবে নষ্ট করে ফেলতে হবে। যাতে এরূপ ছবি দেখে কারো চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা হারাম করেছেন।

সুতরাং যেকোন ভাবেই অশ্লীলতা উপভোগ বর্জনীয়। 'বাড়ীতে রক্ষিত সকল বস্তুর ছবি নবী করীম (ছাঃ) নষ্ট করে দিয়েছিলেন'। *-বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০ম খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ৯০ হা/৫৯৫২।* ইবনু আম্মার বলেন, 'এ থেকে যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর ছবি দূরীকরণই উদ্দেশ্য তখন দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিও মিটিয়ে ফেলা -এর অন্তর্ভুক্ত'। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) সফর থেকে বাড়ী ফিরে ছবি সম্বলিত একটি পর্দা টাঙ্গানো দেখে তা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। অতঃপর আমি তা নামিয়ে ফেলি'। *-বুখারী 'লিবাস' অধ্যায় হা/৫৯৫৪- ৫৯৫৫।*

তবে ঘরে যদি ছবি এমতাবস্থায় থাকে যে, তা অপমাণিত ও পদদলিত হচ্ছে তাহ'লে এ অবস্থায় তেমন দোষণীয় নয়। যেমন- আয়েশা (রাঃ) ছবি সম্বলিত পর্দা দিয়ে বালিশ বানিয়েছিলেন। *-বুখারী হা/৫৯৫৪-৫৯৫৫।* ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই জমহুরে ওলামা, ছাহাবী ও তাবেঈনদের মত। সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালেক, আবু হানীফা, শাফেঈ প্রমুখ বিদ্যানগণেরও অভিমত। তারা বলেন, দেয়ালে টাঙ্গানো অবস্থায়, পোষাকে, পাগড়ীতে কিংবা এমন কোন ভাবে ছবি ব্যবহার করা যাবে না, যা দ্বারা ছবির অসম্মান বুঝায় না। এরূপ ছবি ব্যবহার করা হারাম। *-ফাতুহুল বারী, 'লিবাস' অধ্যায় পরিচ্ছেদ ৯১।* সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এমন অবস্থায় ছবি রাখা যায় যাতে কোন প্রকারেই ছবির সম্মান বুঝায় না। আর এ অবস্থায় ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ না করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৭/৭২)ঃ অনেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে থাকেন। তারা মনে করেন ছালাত আদায় করলে পরীক্ষা ভাল হয় এবং কোন বিপদ আসেনা। এরূপ ছালাত আদায়ে শরীয়তের ব্যাখ্যা কি?

-গোলাম রব্বানী

সাং সিম্বা

পোঃ রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ছালাত আদায় করতে হবে এমন কোন নির্দেশ কুরআন ও হাদীছে নেই। তবে কোন বিপদ-মুছীবত হ'তে রক্ষা পাওয়ার আশায় দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' (বাক্বারাহ ৪৫)। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'যখন কোন বিপদ-মুছীবত রাসূল (ছাঃ)-কে চিন্তিত করত তখন তিনি নফল ছালাত আদায় করতেন'। *-আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ১১৭ হাদীছ হাসান। ছহীহ আবুদাঊদ, মির'আতুল মাফাতীহ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৬৭ 'নফল ছালাত' অধ্যায়।*

কাজেই কেউ যদি পরীক্ষাকে মুছীবত বা চিন্তার কারণ মনে করে তাহ'লে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে পারে।

প্রশ্ন (৮/৭৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে থাকে। সেখানে সে তার শ্বশুরের দেয়া তিন হাযার টাকা নিয়ে আয়ের পথে অগ্রসর হয় এবং কিছু সম্পদও গড়ে তোলে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে অছিয়ত করে যায় যে, আমার যা সম্পদ থাকল তার কিছু অংশ (পরিমাণ বলেনি) মসজিদে দান করবেন। মৃত্যুর সময় সে মোহরানা মাফ চায়নি। জানাযার সময় মোহরানা মাফ নেওয়া হয়। তারপর ঐ ব্যক্তির পিতা তার ছেলের সমুদয় সম্পদ দাবী করেন। এতে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীও পুনরায় মোহরানা দাবি করে বসে। তার একটি মেয়ে সন্তানও রয়েছে। এখন এই সম্পদের কে কতটুকু অংশ পাবে? পুনরায় মোহরানা দাবী করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন সরকার

শিল্পী লাইব্রেরী, থানা রোড

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শ্বশুরের নিকট থেকে নেওয়া তিন হাযার টাকা যদি ঋণ স্বরূপ হয় এবং স্ত্রীর মোহর যদি পরিশোধ না করে থাকে তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে সর্বপ্রথম শ্বশুরের ঋণ ও স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। কেননা মোহরটিও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঋণ। অতঃপর বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদ (যতটুকুতে ওয়ারেছগণ সম্মত হয়) মসজিদে দান করতে হবে। এরপর বাকী অংশ ওয়ারেছগণের (উত্তরাধিকারগণের) মধ্যে বণ্টন হবে।

উল্লখ্য যে, প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ওয়ারেছ হ'ল তার স্ত্রী, কন্যা, পিতা ও মাতা (যদি বেঁচে থাকে)।

ঋণ, মোহর ও অছিয়ত পূর্ণ করার পরে বাকী সম্পদ ২৪ ভাগে ভাগ করে ওয়ারেছ হিসাবে কন্যা পাবে অর্ধেক অর্থাৎ ১২ অংশ। স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ ২৪ ভাগের ৩ ভাগ। মাতা ও পিতা প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে অর্থাৎ ৪+৪ =৮ ভাগ। বাকী ১ অংশ আছাবা স্বরূপ পিতা পেয়ে তার অংশের পরিমাণ দাড়াবে ৫ ভাগ। আর যদি মা বেঁচে না থাকেন তবে কন্যা ও স্ত্রীকে উক্ত অংশ দেওয়ার পর বাকী সমুদয় অংশ পিতা পেয়ে যাবেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'আর যদি মেয়ে একজনই হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ.... ইহা অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর' (নিসা ১১)। আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) অছিয়ত পূর্ণ করার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করেছেন। *-তিরমিযী 'অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ অধ্যায়'।*

প্রকাশ থাকে যে, সম্পদ থাকতে 'মোহর' মাফ চাওয়ার অধিকার শারীয়তে কাউকে দেয়া হয়নি। এমনকি স্বামীকেও নয়। বিশেষভাবে মৃত্যুর পর মোহর মাফ চাওয়ার রেওয়াযটি শরীয়ত বিরোধী। মোহর ও মীরাছ বন্টনের শারঈ বিধান না জানার কারণে এবং সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ মোহর মাফ দিয়ে থাকে। এটা অনেক সময় আন্তরিক হয় না। উক্ত ঘটনাও তাই প্রমাণ করে। মোহর ও বন্টন বিধান তার সামনে পরিস্কার তুলে না ধরে অন্য দোহায় দিয়ে মোহর মাফ করে নিয়ে তাতে অন্যের অংশ বসানোর সুযোগ সৃষ্টি করা প্রতারণার শামিল। ফলে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে পুনরায় মোহর দাবি করলে মোহর মাফ করে দেওয়াটা কার্যকর হবে না। দাবী অনুযায়ী (ঋণ হিসাবে) তার মোহর পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে অতঃপর সম্পদ বন্টন হবে।

প্রশ্ন (৯/৭৪)ঃ কুরাইশ বংশ কি সৈয়দ বংশ? সৈয়দ বংশের গরীব-মিসকীনকে যাকাত-ফিত্রা দেয়া যাবে কি-না? বিস্তারিত জানাবেন।

-হোসনেআরা আফরোয

গ্রামঃ বোহাইল, পোঃ বোহাইল

থানা+যেলা- বগুড়া।

উত্তরঃ কুরাইশ বংশের উপর যাকাত হারাম এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ যাকাত খাওয়া হারাম করা হয়েছে মূলতঃ নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর। অন্য কারো

উপর নয়। যেমন- নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এই যাকাত মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারদের জন্য হালাল নয়'। *-মুসলিম, মিশকাত 'যাদের প্রতি যাকাত হালাল নয়' অধ্যায়, পৃঃ ১৬১।*

এক্ষণে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার কারা এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে বিদ্বানগণের সর্বাধিক গৃহীত অভিমত হ'ল, এ থেকে শুধু বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিবকে বুঝায়। *দেখুনঃ ফাৎহুল বারী ৩য় খণ্ড, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর ব্যাপারে যাকাতের আলোচনা' অধ্যায়, পৃঃ ৪৫১।*

উপমহাদেশে প্রচলিত সৈয়দ বংশ যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশ এরূপ প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। যদি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে সৈয়দ বংশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশ বলে প্রমাণিত হয় তবে তাদের ফকীর-মিসকীনদের প্রতিও যাকাত খাওয়া হারাম হবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন (১০/৭৫)ঃ অনেক আলেম বলেন, ফরয বাদে সবই নফল, অতএব সুন্নাতের নিয়ত করলে ছালাত হবে না। আবার অনেকে বলেন, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, মুবাহ, নফল এসব আবিষ্কৃত হয় ২য় ও ৩য় শতাব্দী হিজরীতে। অতএব এসব বলা যাবে না। কথাগুলোর সত্যাসত্য কতটুকু? যদি কথাগুলো সঠিক হয় তবে ছালাতের নিয়ত কিভাবে করব?

-নূরুল আমীন বিন আবু ত্বাহির

পোঃ সেইলার্স কলোনী, বন্দরটিলা

দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ এই ধারণা ও দাবি সঠিক নয়। কেননা একদিকে এসব শব্দ হ'ল ইসলামের বিধান সমূহকে পৃথকভাবে বুঝা ও বুঝানোর জন্য পারিভাষিক ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ মাত্র। আল্লাহ্‌র নিকট বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা নেই। বরং ভূমিকা হ'ল নিয়তের। যে বিধানকে যেস্থানে যে মর্যাদা দিয়ে প্রদান করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিধানকে সে স্থানে সে মর্যাদা সহ সে নিয়তে পালন করলেই তা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে। পারিভাষিক ও আভিধানিক নাম যাই হোক না কেন। যেমন- মাহে রামাযানের 'ছালাতুল লাইল'কে তারাবীহ্ নামকরণ করা হয়েছে। অথচ তারাবীহ কথাটি কুরআন ও হাদীছের ভাষা নয়। এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। অন্যদিকে কোন বিধানের অহি প্রদত্ত্ব নাম ঠিক রেখে বিধানটিকে স্বীয় মর্যাদায় ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট চিত্তে পালন না করে অন্য নিয়তে পালন করা হ'লে তা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না। যেমন- নিয়তের হাদীছটি দ্রষ্টব্য। তবে কোন বিধানকে অহি প্রদত্ত্ব নামে উচ্চারণ করাই যে অধিক সুন্নাত সম্মত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে এসব শব্দ ও পরিভাষা কুরআন-হাদীছ ও ছাহাবাগণের নিকট থেকেই চয়নকৃত। ২য় ও ৩য় শতাব্দীর আবিষ্কৃত নয়। বরং ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ফক্বীহ পণ্ডিতগণ ঐ পরিভাষাগুলিকে উপযুক্ত বিধান সমূহের সাথে পরিচিতি ঘটিয়ে পুস্তকাকারে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। এর বেশী নয়। যেমন- আবশ্যক অর্থে ফরয শব্দটি সূরা 'তাওবা' এর ৬০ নং আয়াতে এসেছে ও বুখারীর 'যাকাত' অধ্যায়ের ৪১ নং বাবে এসেছে। 'ওয়াজিব' শব্দটি আবশ্যক অর্থে বুখারীর 'গোসল' অধ্যায়ের ২৮ নং পরিচ্ছেদে এসেছে। মুস্তাহাব ও মুবাহ শব্দদ্বয় দেখুনঃ বুখারী 'হজ্জ' অধ্যায় ৩৮ নং পরিচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ 'ইহবাস' অধ্যায় 'মসজিদ ওয়াক্‌ফ' পরিচ্ছেদ; মুসলিম, 'জিহাদ' অধ্যায়; আবুদাউদ, 'কাযা' অধ্যায়। সুন্নাত শব্দটি নফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দেখুনঃ মুয়াত্ত্বা 'হুদূদ' অধ্যায়; নাসাঈ 'কাসামা' অধ্যায়। মোটকথা এসব শব্দ দ্বারা নিয়ত করা ও এগুলো উচ্চারণ করা সুন্নাতেরই অনুকূলে, প্রতিকূলে নয়। অতএব নিঃসন্দেহে এগুলো জায়েয। নাজায়েয কিংবা বিদ'আত নয়।

প্রশ্ন (১১/৭৬)ঃ ***জনৈক ব্যক্তির ধারণা যে, তার স্ত্রী হয়তো মনে মনে তালাক হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ীতে চাকরানী হিসাবে কাজ করার এবং আলাদা ঘরে বসবাস করার অনুমতি চায়। এক্ষণে এই ধরণের তালাক বৈধ হবে কি? যদি হয় তবে উক্ত ব্যক্তি তার হাতের রান্না খেতে পারবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।***

-আব্দুল্লাহ

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

ভারত।

উত্তরঃ মনে মনে কোন তালাক হবে না। দলীল বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ - عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن أمتى ما هَدَّثَتْ به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم –

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের অন্তরে যা উদিত হয় সেটি বাস্তবে পরিণত না

করা পর্যন্ত অথবা না বলা পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা পাকড়াও করবেন না'। *-বুখারী তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯০; মুসলিম হা/২০১, ২০২; ইরওয়াউল গালীল ৭/১৩৯।*

বুখারী শরীফের 'লিয়ান' অধ্যায়ে ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

الطلاق لا يكون الا بكلام و الا بطل الطلاق

অর্থাৎ 'স্পষ্ট কথা ছাড়া তালাক হয় না। অন্যথায় তালাক বাতিল বলে গণ্য হবে'।

সুতরাং মনে মনে ধারণার কারণে তার স্ত্রী তালাক হয়নি। কাজেই তার স্ত্রী চাকরানী নয় বরং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই বসবাস করতে পারবে। আর এ অবস্থায় রান্না না খাওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (১২/৭৭)ঃ ***আযান দেয়ার পূর্বে কি বিস্‌মিল্লাহ ও আউযুবিল্লাহ পড়া যাবে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।***

-আবুল ফযল মোল্লা

গ্রাম- আগড়াকুণ্ডা

পোঃ ও থানা- কুমারখালী

কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বিসমিল্লাহ, আ'উযুবিল্লাহ অথবা কুরআনের আয়াত কিংবা হাম্‌দ ও দরূদ কোন কিছু দ্বারাই আযান আরম্ভ করা যাবে না। এরূপ আমল শরীয়তে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। যা পরিহার করা আবশ্যক। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য'। *-বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ২৭ পৃঃ।* কাজেই আযানের শুরুতে কিছু না বলে আযানের শব্দ উচ্চারণ করলেই আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ হবে।

প্রশ্ন (১৩/৭৮)ঃ সূরা লোকমানের শেষ আয়াতে ৫টি গায়েবী কথার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল মাতৃগর্ভে কি সন্তান আছে তা আল্লাহ জানেন। কিন্তু বর্তমানে আলট্রাসনোগ্রাফের মাধ্যমে সন্তানটি পুত্র না কন্যা তা বলা সম্ভব হচ্ছে। এটি আমার নিকট কুরআনের উক্ত আয়াতের বিরোধিতা বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুমিন

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোক্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের সাথে কোন বিরোধ নেই। আমাদের সঠিক বুঝ না হওয়ার কারণে বিরোধ মনে হচ্ছে। মাতৃগর্ভে পুত্র বা কন্যা সন্তান অথবা সন্তান আসবে কি-না এ গায়েবী ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ-ই। যখন কোন সন্তান আল্লাহ্‌র হুকুমে মায়ের রেহেমে স্থিতি লাভ করে তখন আধুনিক বিজ্ঞান ইচ্ছা করলে তার পরিচয় জেনে নিতে পারে। এটা গায়েব জানার বিষয় নয়। যদিও চর্ম চক্ষে আমাদের নিকটে গায়েব বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন (১৪/৭৯)ঃ ***শুধু মহিলারা মসজিদে সমবেত হয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না?***

-আফিয়া আঞ্জুমান

পোঃ বড়িয়াহাট

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ মহিলারা ঈদগাহে না গিয়ে গ্রামে গ্রামে মসজিদে সমবেত হয়ে ঈদের ছালাত আদায় করা ছহীহ সুন্নাহ্‌ পরিপন্থী। কেননা ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলা, যাদের ছালাতে শরীক হওয়ার শারঈ অবকাশ নেই তাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যে সকল গরীব মহিলাদের চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও সচ্ছল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। উম্মে আতিয়া বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে ঋতুবর্তী এবং অবিবাহিতা ও বিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যারা ঋতুবর্তী মহিলা তারা ঈদগাহে মুসলিমাদের জামা'আতে ও তাদের দো'আতে উপস্থিত থাকবে কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। *-বুখারী 'কিতাবুল ঈদায়েন' 'ঋতুবর্তীদের মুছল্লা থেকে বিরত থাকা' অধ্যায় হাদীছ নং ৯৮১; 'ঈদের দিন কোন মেয়ের যখন চাদর না থাকবে' অধ্যায়, হাদীছ নং ৯৮০।*

সুতরাং মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে ছালাতে ঈদায়েন আদায় করবে এটিই নবী করীম (ছাঃ)-এর পসন্দনীয় সুন্নাত। কিন্তু একান্তই যাদের ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে গ্রামের মসজিদে অথবা যে কোন বাড়িতে কিংবা কোন জায়গায় কোন পুরুষ ব্যক্তি ইমাম হয়ে তাদের জন্য ঈদের ছালাতের ন্যায় শুধু দু'রাক'আত ছালাত পড়িয়ে দেবে। হযরত আনাস (রাঃ) ইবনু আবী

উৎবাকে তার পরিবারদের জন্য ঈদের ছালাত পড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন। *-বুখারী 'কিতাবুল ঈদায়েন'।* কিন্তু কোন মহিলা মহিলাদের ইমাম হয়ে ঈদের ছালাত পড়াবেন না। কেননা জুম'আ ও ঈদায়েনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ইমামতির কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৫/৮০)ঃ রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞান-হিকমতের জন্য কতবার দো'আ করেছিলেন এবং কেন?

-মুস্তাফীযুর রহমান
বামনগ্রাম
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ যেন আমাকে জ্ঞান দান করেন এ জন্য রাসূল (ছাঃ) দু'বার দো'আ করেছেন। *-তিরমিযী, মিশকাত ৫৭০ পৃঃ।*

প্রথম বারঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়ায়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! একে হিকমত দান করুন! অন্য এক বর্ণনায় আছে একে কেতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন'। *-বুখারী, মিশকাত ৫৬৯ পৃঃ।*

দ্বিতীয় বারঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) বাথরুমে প্রবেশ করলে আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি রাখলাম। অতঃপর তিনি বের হ'লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এই পানি এখানে কে রেখেছে? তাঁকে অবহিত করা হ'ল যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেখেছে। তখন তিনি দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর'। *-বুখারী, মিশকাত ৫৬৯ পৃঃ।*

হাদীছ দ্বয়ে বর্ণিত 'হিকমত' অর্থ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান। আর এ দু'জ্ঞানের জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেছিলেন।

মাসিক দারুস সালাম

এর এজেন্সী নিন

দেশের যে সব স্থানে মাসিক দারুস সালাম এর এজেন্সী নেই সেসব স্থানে সংবাদপত্র ব্যবসায়ী অথবা যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি এজেন্সী নিতে পারেন।
পাঠকরাও কমপক্ষে পাঁচজন একত্রে দারুস সালাম নিলে কম মূল্যে দারুস সালাম লাভের সুযোগ পাবেন। প্রতি কপির দাম যেক্ষেত্রে ১২ টাকা, একযোগে পাঁচটি নিলে প্রতি কপির দাম পড়বে ৮ টাকা মাত্র। এক সংগে ১০ কপি নিলে ১ কপি সৌজন্য সংখ্যা দেয়া হবে।

এজেন্সীর জন্য

কমপক্ষে পাঁচ কপি নিতে হবে
এজেন্সী কমিশন শতকরা ৩০ ভাগ
ভিপি যোগে পাঠানো হবে।
দশ কপির এজেন্সীতে অতিরিক্ত এক কপি সৌজন্য দেয়া হবে
এজেন্সীর জন্য কোন জামানতের প্রয়োজন নেই।
মাসিক দারুস সালাম ৩০ মালিটোলা রোড ঢাকা-১১০০ ফোন-৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স-৯৫৫৯৭৩৮
ইমেল ঃ dsp@dhaka. agni. com